মাসুদ রানা ২৫৬

অনন্ত যাত্রা

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

এক

মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা। বিসিআই। চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদের ফ্রন্ট অফিসে ঢুকল মাসুদ রানা। তার সুন্দরী সেক্রেটারির উদ্দেশে এক টুকরো ভুবনভোলানো হাসি দিল। 'হ্যালো, বিউটিফুল! জ্যানিটর-ইন-চীফ আছে ভেতরে?'

মাঝপথে জ্যাম হয়ে গেল মেয়েটির হাসি। কপালে হালকা কুঞ্চন ফুটল। 'কে?'

'নেভার মাইন্ড!' সোহেলের দরজার দিকে পা বাড়াল ও। 'আমিই দেখছি।'

'রানা, দাঁড়াও! শোনো,' উঠে পড়ল মেয়েটি।

'দেখো, যদি বুঝতাম তোমার সাথে আধ ঘণ্টা নিভৃতে কাটানো যাবে এখানে,' মুচকে হাসল মাসুদ রানা। 'তাহলে খুশি হতাম। কিন্তু ভেতরে,' সোহেলের রুম ইঙ্গিত করল, 'যে দুটো শকুনে চোখ আছে, তার জ্বালায় সে হওয়ার জো নেই, বোঝোই তো! আগে ওদিক সামলে আসি, তারপর...'

হাসি ফুটল মেয়েটির লোভনীয় অধরে। রানার স্বভাব জানা আছে তার। 'প্লীজ! এক মিনিট।' ইন্টারকমের সুইচ টিপে উবু হলো সে। 'সোহেল! মাসুদ রানা এসেছে।'

'কে?' আওয়াজ চাপা হলেও সোহেলের খ্যাকানি ঠিকই জানান দিল ইন্টারকম।

'মাসুদ রানা।'

'আধ ঘন্টা বসতে বলো। ব্যস্ত আছি।'

জবাব শুনে দু'চোখ ঈষৎ বিস্ফারিত হলো মাসুদ রানার। সোহেলের দরজার নব ঘোরাতে গিয়েছিল, থেমে পড়ল। অপ্রস্তুত হয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। 'ভেতরে কে আছে?'

'কেউ তো নেই,' দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল তাকে।

'তাহলে?'

'কি জানি! বোধহয় জরুরী কোন...'

চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল রানার। কটমট করে দরজার দিকে তাকাল। 'ওরে শা-লা! দেখাচ্ছি মজা!' দড়াম করে দরজা খুলে ফেলল ও। রেগেমেগে কিছু একটা মধুর সম্ভাষণ জানাতে গিয়েছিল, ব্রেক কষল। সোহেলের চেয়ার খালি। আবার অপ্রস্তুত হলো রানা। 'কি ব্যাপার!' বলে মেয়েটির দিকে তাকাতে যাচ্ছিল, আচমকা দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা হাত, কানে এক হ্যাঁচকা টান খেয়ে হুড়মুড় করে রুমের মাঝ পর্যন্ত ছুটে গেল ও। পিছনে সশব্দে লেগে গেল দরজা।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সোহেল আহমেদ, আগুনঝরা চোখে দেখছে ওকে। 'আমি জানতাম!' বলল সোহেল। 'জানতাম এ অফিসে একটাই আনরুলি পার্সন আছে, যে কোন নিয়ম-কানুন মানে না, সুপিরিয়রদের অর্ডার ফলো করে না। সে কে জানিস?' মাথা ঝাঁকাল ও। 'তুই! আমি জানতাম বসতে বললেও বসবি না। তাই তুই যেমন আনরুলি, তেমনি আনরুলিভাবে তোকে রিসিভ করার জন্যে...' রানাকে ঘুসি পাকিয়ে এগোতে দেখে আঁতকে উঠল সোহেল। হাত তুলল ওকে নিরস্ত করার জন্যে। 'দাঁড়া! আগে কথা শেষ করতে দে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম...ওরে বাবারে-এ-এ!'

বিপদ ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে দেখে সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত লাফ দিল সোহেল। কোনাকুনি এক দৌড়ে চলে গেল ডেস্কের ওপাশে। 'শোন, রানা! একে সুপিরিয়রের নির্দেশ না মেনে একটা অন্যায় করেছিস, তারওপর যদি গায়ে হাত তুলিস, সে হবে ডবল অন্যায়। একদিনে পর পর দুটো অন্যায়...!'

তবু কাজ হচ্ছে না দেখে ধপ্ করে বসে পড়ল সোহেল। 'দেখ্, রানা। আমাকে না করিস, এই চেয়ারটাকে সম্মান কর। এটার সম্মানে অন্তত মাফ করে দে, ভাই!'

ওর করুণ চেহারা দেখে হেসে ফেলল মাসুদ রানা। ডান হাতের পাকানো ঘুসি সোহেলের নাকের দুই ইঞ্চি তফাতে রেখে হুঙ্কার ছাড়ল, 'দুলাভাই!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দুলাভাই! একশোবার দুলাভাই!'

'যা, মাফ করলাম,' সোজা হলো মাসুদ রানা। টাইয়ের নট্ ঠিক করে বসল সোহেলের মুখোমুখি। 'অন্যায় হচ্ছে মানবীয়, আর ক্ষমা স্বর্গীয়। তাই দিলাম মাফ করে।'

বিপদ কেটে গেছে বুঝতে পেরে হাঁপ ছাড়ল সোহেল। জানে এখন আর সহজে চটবে না রানা, তাই আবার আগের মূর্তি ধরে খেঁকিয়ে উঠল, 'চুপ কর, শালা গাড়ল! স্বর্গীয়-মানবীয়র ফারাক শেখাতে এসেছে!' পরক্ষণে অমায়িক হাসি ফুটল ওর মুখে। 'কফি খাবি?'

'খাব। আগে সিগারেট দে।'

'সিগারেট!' চকিতে ডানদিকের ড্রয়ারের দিকে তাকাল সোহেল পাংশু মুখে। 'সিগারেট তো নেই, দোস্ত। ছেড়ে দিয়েছি।'

উঠল মাসুদ রানা। সটান শুয়ে পড়ল ডেস্কের ওপর, সোহেল ব্যাপার বুঝে ওঠার আগেই ঝট করে ড্রয়ার খুলে সামনেই পড়ে থাকা এক প্যাকেট সিলভার কাট তুলে নিল। 'খুব ভাল করেছিস,' নির্বিকার চিত্তে বলল ও। 'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। ইহা ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।' প্যাকেট থেকে একটা বের করে ধরাল রানা, ভেতরে আরও আঠারোটা আছে দেখে ভারি সন্তুষ্ট হলো। পকেটে রাখল ওটা। 'কই, কফির কথা বললি না?'

ঝুঁকে ইন্টারকমে দু'কাপ কফি দিতে বলল সোহেল। সোজা হয়ে

চোখ কুঁচকে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল। অন্য সময় হলে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দিত ও, কিন্তু আজ করল না তেমন কিছু। 'রানা! তোর মুখটা এত শুকনো লাগছে কেন রে? শরীর খারাপ করেনি তো?' হঠাৎ করেই নজরে পড়েছে ওর ব্যাপারটা।

'নাহ্! ঠিকই আছে শরীর।'

'দেখে তো মনে হচ্ছে না, দোস্ত!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সোহেল।

'বললাম তো, কিছুই হয়নি।' দুষ্টামির হাসি ফুটল মাসুদ রানার মুখে। 'মাসীর দরদ?'

সোহেল হাসল না। গম্ভীর। 'সবকিছু নিয়ে ফাজলামো করার স্বভাব বদলানোর চেষ্টা কর,' গজ গজ করে উঠল। 'আমি একটা সিরিয়াস প্রসঙ্গ নিয়ে…সত্যি, রানা। মুখটা শুকনো লাগছে তোর। চামড়ার রংও অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। আয়না-টায়না দেখিস না নাকি আজকাল?'

'দেখি,' মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'তবে তোর মত মেয়েমানুষের চোখে দেখি না। আমি পুরুষ মানুষ, কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকি, বুঝলি?'

আবার ধমক লাগাবার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল সোহেল, কফি নিয়ে সেক্রেটারি মেয়েটিকে ঢুকতে দেখে থেমে গেল। কফি শেষ হতে আরেকটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। সোহেলকেও দয়া করে দিল একটা। 'অনেকদিন পর তোর সাথে দেখা করার সুযোগ হলো, দোস্ত,' বলল ও। 'তারপর? কেমন আছিস তোরা সবাই? বুড়োর খবর কি?'

'ভাল। কতদিন থেকে এলি বাইরে?'

'অনেকদিন। প্রায় দু'বছর। ওফ্, যে যন্ত্রণা জুটিয়ে দিয়েছিলি! দুনিয়ার এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত ছুটতে ছুটতে হাঁপ ধরে গিয়েছিল।'

মিনিট দশেক রানার সবে শেষ করে আসা মিশন নিয়ে আলোচনা করল দুই বন্ধু, তারপর আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে এল চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। বিরক্ত হয়ে চোখ কোঁচকালো মাসুদ রানা। 'তোর

হলো কি আজ, সোহেল?'

'আমার কিছু হয়নি। তোর কিছু হয়েছে কি না, তাই জানতে চেয়েছি। ভাল কথা, সময়মত মেডিকেল চেক-আপ করাস তো?'

'মারব পোঁদে এক লাথ, শালা! আমি কি তোদের মত বসে বসে ফাইল চষি? এই তো কেবল ফিরলাম দু'বছর বাদে, কি করে করাব ওসব? সময় কোথায়?'

'বুঝলাম। কতদিন হলো…দাঁড়া!' সুইভেল চেয়ার ডানে ঘুরিয়ে ফাইলিং র‍্যাকের ওপরে রাখা কম্পিউটরের কী বোর্ডের ওপর ঝুঁকে পড়ল সোহেল।

'কি করছিস?'

'তোর ফাঁকিবাজির রেকর্ড বের করছি।' প্রোগ্রাম সেট করল সোহেল, তারপর টপাটপ কয়েকটা কী প্রেস করল। খানিক পর পর্দায় হিজিবিজি কি সব ভেসে উঠতে আরও সামনে ঝুঁকল, লেখাগুলো পড়ল। তারপর আনমনে মাথা দুলিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল, মুখোমুখি হলো মাসুদ রানার। 'খুব খারাপ কথা, দোস্ত! পর পর পাঁচটা রেগুলার ইয়ারলি চেক্ আপে অ্যাটেন্ড করিসনি তুই।'

'দেখ্, তুই জানিস আমি দেশে ছিলাম না একটানা দু'বছর।'

'তার আগের তিনবারের সময় তো ছিলি।'

'হ্যাঁ, তা…'

'এসব কাজে হেলাফেলা করা ঠিক নয়, দোস্ত। তাছাড়া, বুড়োকে,' ইঙ্গিতে পাশের রুম দেখাল সোহেল, 'তো জানিসই। কোন্‌দিন এসব খুঁটিনাটি জানতে চেয়ে বসবে, ফেঁসে যাব আমি, বকাঝকা শুনতে হবে।'

আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল মাসুদ রানা। 'আচ্ছা, বাবা, ঠিক আছে! কালই করিয়ে নেব চেক আপ, হলো?'

চট্ করে ঘড়ি দেখে নিল সোহেল। 'সবে এগারোটা বাজে। আজ তেমন কোন কাজও নেই তোর হাতে। আজই করিয়ে নে না! আমি

ডক্টর রহমানকে জানাচ্ছি লাঞ্চের পর যাচ্ছিস তুই,' ফোনের দিকে হাত বাড়াল সে।

'আরে, শোন!'

'দাঁড়া, আগে ফোনটা সারি, তারপর।'

দু'দিন পর। নিজের আর মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের রুমের মাঝের ধাতব দরজার মৃদু আওয়াজে চোখ তুলল সোহেল। একপাশে সরে যাচ্ছে বিদ্যুৎচালিত ধাতব দেয়াল, সামনেই উদভ্রান্ত, ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রাহাত খান। হাতে কয়েকটা এক্স-রে প্লেট, রিপোর্ট। 'সোহেল!' ওকে ডাকতে গিয়ে গলা ভেঙে গেল বৃদ্ধের। 'সোহেল!!'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল হতভম্ব সোহেল। 'কি হয়েছে, স্যার?' অজানা আশঙ্কায় বুকের মধ্যে ধড়াশ্ ধড়াশ্ করছে।

ওর অবস্থা দেখে নিজেকে সামাল দেয়ার প্রয়োজন মনে করলেন রাহাত খান, কিন্তু পারলেন না। সারাদেহ কাঁপছে তাঁর। 'এ-এগুলো…' আবার গলা ভেঙে গেল। 'এগুলো রানার এক্স-রে প্লেট…রিপোর্ট!' বলতে বলতে এ রুমে চলে এলেন। বসে পড়লেন কাছের চেয়ারটায়। চেহারা আরও ফ্যাকাসে লাগছে।

ছোবল মারতে উদ্যত বিষাক্ত কেউটের দিকে যে চোখে তাকায় মানুষ, তেমনি সম্মোহিত চোখে বৃদ্ধের হাতে ধরা জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল সোহেল দম বন্ধ করে। জায়গায় জমে গেছে, নড়তে সাহস পাচ্ছে না। অনেক চেষ্টার পর গলার স্বর ফোটাতে সক্ষম হলো ও। 'কি-কি আছে ওতে, স্যার?'

'হায় খোদা!' অস্ফুটে বললেন রাহাত খান। চেয়ারের হাতলে কনুই রেখে দু'হাতের তালু দিয়ে মুখ ডলতে লাগলেন মোনাজাতের ভঙ্গিতে। বারবার।

ততক্ষণে সোহেল নিজেকে সামলে নিয়েছে কিছুটা। ধীরে ধীরে

বসল, দৃষ্টি বৃদ্ধের মুখের ওপর স্থির। নিজেকে শান্ত রাখার অমানুষিক চেষ্টা করছে সে। প্রায় ফিস ফিস করে বলল, 'কি হয়েছে রানার, স্যার? কি আছে রিপোর্টে?'

ওর মুখের দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। কিন্তু মনে হলো না ওকে দেখছেন, মনে হচ্ছে নজর সোহেলের খুলি ভেদ করে অনেক দূরে কোথাও হারিয়ে গেছে।

'স্যার! কি আছে রিপোর্টে?' গলা চড়ে গেল সোহেলের।

চোখ বুজলেন রাহাত খান। তাঁর দুই পাতার ফাঁকে পানির মৃদু আভাস দেখল যেন ও। 'রানার…' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বৃদ্ধ। 'রানার ক্যান্সার হয়েছে, সোহেল।'

বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা পড়ল যেন, বন্‌বন্‌ করে ঘুরে উঠল মাথা। চট্ করে টেবিলের কোণ আঁকড়ে ধরে নিজের পতন ঠেকাল সোহেল, কিন্তু ভূমিকম্প থামল না। চোখের সামনে ঘর-দোর, রাহাত খান, সব দুলছে ভয়ানকভাবে—কাঁপছে, লাফাচ্ছে। দীর্ঘ সময় লাগল ওর সুস্থির হতে। 'কি বললেন, স্যার?' কোলা ব্যাঙের স্বর ফুটল সোহেলের কণ্ঠে।

'হ্যাঁ,' অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে প্লেটগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন রাহাত খান। 'স্টমাক ক্যান্সার। অনেক দেরিতে জানলাম আমরা, সেকেন্ডারি পর্যায়ে চলে গেছে।'

পাথরের মূর্তির মত বসে থাকল সোহেল। বিড়বিড় করে যেন নিজেকে শোনাচ্ছে, এমনভাবে বলল, 'সেদিন ওকে দেখেই আমার বুকের মধ্যে ডাক দিয়েছিল। আমার বুকের মধ্যে…আমার…!' হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেল ও, হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে কেঁদে উঠল হাউমাউ করে। টেবিলে দু'হাতের ওপর মাথা রেখে ভেঙে পড়ল সোহেল অদম্য কান্নায়। বুকের মধ্যে সব ভেঙেচুরে, দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে। ওকে সান্ত্বনা দেয়ার কোন চেষ্টা দেখা গেল না রাহাত খানের মধ্যে। লক্ষই নেই তাঁর সোহেলের দিকে। চোখের পানিতে নিজেও সব ঝাপসা দেখছেন।

বিসিআইয়ের কর্ণধার, কট্টর বুড়ো কাঁদছেন শিশুর মত। অনেক সময় লাগল দু'জনের আবেগের প্রাথমিক ধাক্কা সামলে উঠতে। যদিও আনমনা ভাবটা কাটল না কারও।

চুপচুপে ভেজা রুমালটা কোটের সাইড পকেটে রেখে নাক টানলেন রাহাত খান। কেশে গলা পরিষ্কার করলেন। 'আমি ভাবছি ওকে লন্ডন পাঠাব। এ লাইনে পৃথিবীর সেরা, ডক্টর গ্রোভারকে দিয়ে আরেকবার থরো চেক্ করাব। তুমি কি বলো?'

কোনরকমে মাথা দোলাল সোহেল। 'তাই করুন, স্যার,' ধরা গলায় বলল। 'তবে ও যাতে কিছু টের না পায়। টের পেলে...'

'সে আমিও ভেবেছি। ডাক্তারও অবশ্য ওকে আভাস দেননি কোন।'

সোহেল বুঝে ফেলেছে, সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। সেদিন মাসুদ রানার চেহারা দেখে একটা কিছু যে হয়েছে ওর, তা ঠিকই বুঝেছিল ও। কিন্তু তা যে এই হবে, ভুলেও ভাবেনি। তবু, অনেকটা নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে জিজ্ঞেস করল, 'এই রিপোর্ট কতটা নির্ভরযোগ্য মনে করেন আপনি, স্যার?'

'ডক্টর রহমানকে বহু বছর ধরে জানি আমি,' উদাস কণ্ঠে বললেন রাহাত খান। 'এত বড় ভুল তাঁর হতে পারে না।'

মাথা নিচু করে বসে থাকল সোহেল। অস্ফুটে বলল, 'আমারই দোষ। পর পর পাঁচ বছর মেডিকেল চেক আপ করায়নি রানা। আমিও খেয়াল করিনি।' কাঁপা কাঁপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। 'এ কী সর্বনাশ হলো!'

কিছু বললেন না বৃদ্ধ। টেবিলের ওপর ছড়ানো রিপোর্ট-প্লেট ইত্যাদি গোছাতে গিয়ে অহেতুক সময় নিচ্ছেন। এটা ধরেন তো ওটা ছুটে যায়, ওটা ধরেন তো আরেকটা খসে পড়ে। আসলে চরম অন্যমনস্ক রাহাত খান। ধাক্কাটা পুরোপুরি অপ্রস্তুত করে ফেলেছে তাঁকে, ঠিক মত কাজ করছে না মস্তিষ্ক। অনেক সময় নষ্ট করে অবশেষে কাজটা শেষ করলেন তিনি, বসা থেকে ঠেলে তুললেন নিজেকে। দু'পা গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। 'ডক্টর রহমানের কাছে রানা বলেছে,

কিছুদিন থেকে খিদে কমে গেছে ওর। ঘুমও কমে গেছে। যা এ রোগের নিশ্চিত লক্ষণ। শ্বাসকষ্টও নাকি মাঝে মাঝে হয় এক-আধটু।'

খুঁটির মত অনড় বসে থাকল সোহেল। রাহাত খানের মন্তব্য কানে গেছে বলে মনে হলো না। ঝাপসা চোখে আরেকদিকে চেয়ে বসে আছে কপালে হাত দিয়ে।

'ব্যাপার কি রে, সোহেল?' ওর মুখোমুখি বসে জানতে চাইল মাসুদ রানা। 'হঠাৎ মেঘ না চাইতেই জল যে! একেবারে এক মাসের ছুটি!'

অপলক চোখে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সোহেল। বহু কষ্টে চোখের পানি ঠেকাল। 'অনেক ছুটি পাওনা হয়েছে তোর। যা, বেড়িয়ে আয় লন্ডন থেকে।'

'লন্ডন? কেন, লন্ডনই কেন?'

থতমত খেয়ে গেল সোহেল। 'না...মানে, বস্ বলছিলেন...'

'রাখ্ তোর বস্!' খেঁকিয়ে উঠল রানা। 'ছুটিও বুড়োর ইচ্ছেমত জায়গায় কাটাতে হবে নাকি? আমি ঠিক করেছি পার্বত্য চট্টগ্রামে যাব। হাতী শিকার করব।'

'না!' আঁতকে উঠল সোহেল। 'লন্ডনেই যেতে হবে।'

'কেন?' চোখ কোঁচকাল ও।

'ওখানেই থাকতে হবে তোকে। কারণ খুব শীঘ্রি একটা মিশনের দায়িত্ব নিতে হতে পারে। লন্ডন থেকেই...'

'কিসের মিশন?'

'তা বলেননি বস্।' চোখ নামিয়ে নিল সোহেল।

'অ! তাই তো বলি, সেধে ছুটি দেয়ার পেছনে তাহলে এই মতলব?'

একটা ফাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সোহেল। 'এখন যা তো! জরুরী কাজ আছে।'

'সে কি! কফি না খেয়েই?'

'তোর রুমে গিয়ে খা। বললাম তো কাজ আছে আমার!'

'আচ্ছা, বাবা, ঠিক আছে। রেগে যাচ্ছিস কেন? না খেলাম তোর কফি, শালা!' উঠে পড়ল মাসুদ রানা। 'তোর চোখ লাল কেন রে? রাতে ঘুমোসনি? চুরি করতে গিয়েছিলি নাকি?' ওকে চোখ গরম করতে দেখে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'যাচ্ছি যাচ্ছি! অত মেজাজ দেখাতে হবে না।'

বেরিয়ে যাচ্ছিল ও, পিছন থেকে মৃদু গলায় ডাকল সোহেল। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'কি?'

'কবে যাবি জানাস আমাকে। আমি যাব এয়ারপোর্টে।'

'কেন?' বিস্মিত হলো রানা।

'এমনিই,' অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল সোহেল। 'তোকে সী-অফ করতে।'

'বলিস কি! তুই যাবি আমাকে সী-অফ করতে, তার মানে?'

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল সোহেল। 'একেক সময় তুই অতিরিক্ত ফালতু কথা বলিস, রানা। আমি যাব তোকে সী-অফ করতে, এ নিয়ে এত কথা বলার কোন প্রয়োজন আছে?'

'বুঝেছি,' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল রানা। 'যে জন্যেই হোক, আজ তোর মন খুব খারাপ। ঠিক আছে, দোস্ত। জানাব সময়মত।'

বেরিয়ে গেল মাসুদ রানা। দরজা বন্ধ হয়ে যেতে আস্তে করে চেয়ারে হেলান দিল সোহেল। চোখ বন্ধ।

লন্ডন। সামনের কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে আছেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস প্রধান, মরভিন লংফেলো। একটু আগে ঢাকা থেকে এসেছে ওগুলো। কয়েকটা এক্স-রে প্লেট, ডাক্তারী রিপোর্ট, তার সাথে রাহাত খানের ব্যক্তিগত একটা চিঠি। চিঠিটা পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন বৃদ্ধ। মাসুদ রানার স্টমাক ক্যান্সার ধরা পড়েছে! আর বেশিদিন বাঁচবে না রানা! এ কী অবিশ্বাস্য কথা?

আরেকবার রাহাত খানের চিঠিটা পড়লেন বৃদ্ধ। তারপর ওটা বাদে ঢাকা থেকে আসা আর সব গুছিয়ে প্যাকেটে ভরে আসন ছাড়লেন। এখনই যেতে হবে ডক্টর গ্রোভারের সাথে কথা বলতে। সব ব্যবস্থা পাকা করে আসতে হবে। আগামীকালই লন্ডন আসছে মাসুদ রানা। ভাবতে ভাবতে ব্যস্ত পায়ে অফিস ত্যাগ করলেন লংফেলো। মনে মনে প্রার্থনা করছেন যেন ভুল হয়ে থাকে ডক্টর রহমানের পরীক্ষায়। অন্তত এই একটিবার যেন ব্যাপারটা ভুল প্রমাণ হয়।

দু'ঘণ্টার মধ্যে সব আয়োজন পাকা করে ফিরে এলেন লংফেলো। ফোন করে রাহাত খানকে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু পরদিন মাসুদ রানাকে দেখে মনে মনে আঁতকে উঠলেন বৃদ্ধ। হ্যান্ডশেক সেরে বসতে বললেন। 'কবে এসেছ, রানা?'

'আজই, স্যার।'

'কাজে, না ছুটিতে?'

'আপাতত ছুটিতে। তবে মনে হচ্ছে কাজ একটা শেষ পর্যন্ত...'

'বুঝতে পেরেছি। কফি?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ, স্যার।'

অর্ডার দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে পানসে হাসি দিলেন লংফেলো। 'খুব খাটুনি গেছে মনে হয় তোমার ওপর দিয়ে, রানা?'

'জ্বি। কিছুদিন খুব ব্যস্ততার ভেতর দিয়ে কেটেছে।'

'তোমাকে দেখেই বোঝা যায়। বেশ রোগা হয়ে গেছ তুমি।'

'হ্যাঁ, স্যার!' আমতা আমতা করতে লাগল মাসুদ রানা। 'ইদানীং খুব একটা ভাল যাচ্ছে না শরীর। খিদে, ঘুম কমে গেছে। মাঝে মাঝে নিঃশ্বাসেও কষ্ট হয়।'

'সে কি!' আঁতকে ওঠার ভান করলেন মরভিন লংফেলো। 'ডাক্তার দেখিয়েছ?'

'দেখিয়েছি ঢাকায়। যাকে বলে থরো চেক আপ করিয়েছি।'

স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। 'তো?'

‘একগাদা ওষুধ নিয়ে ফিরতে হয়েছে ডাক্তারের চেম্বার থেকে,’ বলে হাসল মাসুদ রানা। ‘ডাক্তারের মতে অতি খাটুনি, খাওয়া-দাওয়ায় অনিয়ম আর টেনশনের জন্যে ঘটেছে ব্যাপারটা।’

‘যাক,’ আশ্বস্ত হলেন যেন লংফেলো। ‘তাও ভাল। দেখো, ওষুধ খাওয়ার বেলায় অনিয়ম কোরো না যেন।’

জবাব দিল না ও, হেসে চুমুক দিল কফিতে। ‘আমি একটু বের হব ভাবছিলাম, রানা। এ মুহূর্তে কোন কাজ নেই তো তোমার?’

‘জি না। কেন?’

‘তুমিও চলো তাহলে আমার সাথে। এই তো, কাছেই যাব। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে দেখা করতে যাব।’

‘কিন্তু, স্যার…’

‘কাম অন, রানা। অনেকদিন পর দেখা পেলাম তোমার, ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। আবার ওখানে না গেলেও নয়। চলো, চলো! গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।’

ওর আপত্তি আমলেই আনলেন না মরভিন লংফেলো, বলতে গেলে জোর করে গাড়িতে এনে তুললেন। ব্যস্ত ট্রাফিকের মধ্যে দিয়ে অভিজাত ওয়েস্ট এন্ড পৌঁছতে আধ ঘণ্টা লাগল। বেদম বৃষ্টি আর অফিস ছুটির সময় বলে সময় কিছু বেশিই ব্যয় হলো। গন্তব্যে পৌঁছে কিছুটা অবাক হলো মাসুদ রানা। পৃথিবীখ্যাত ডাক্তার নেলসন গ্রোভারের চেম্বার ওটা। ‘এখানে কি?’

‘এই তো সেই বন্ধু, যার কাছে এলাম। এসো।’

বৃষ্টির কারণে রোগী কম এ মুহূর্তে। এক মেল নার্সের হাতে নিজের কার্ড ধরিয়ে দিলেন লংফেলো। ওষুধ ইত্যাদির পরিচিত গন্ধে কেমন অস্বস্তি লেগে উঠল মাসুদ রানার। এক মিনিটের মধ্যে মরভিন লংফেলোর ডাক পড়ল ভেতরে। ‘এসো, রানা!’

‘আমি? আমি এখানেই অপেক্ষা করি, স্যার।’

‘সে কি! তুমি জানো ইনি কত নামকরা ডাক্তার? আরে এসো! সব

লাইনের মানুষের সাথে পরিচয় থাকা দরকার, বুঝলে? এসো!’

অগত্যা পা বাড়াতে হলো ওকে। নেলসন গ্রোভার ছোটখাট হাসিখুশি মানুষ। মাথাজোড়া মস্ত টাক। বয়স ষাটের কম নয়। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। ‘গ্ল্যাড টু মিট ইউ, স্যার,’ লংফেলো ‘বন্ধু’পরিচয় দিতে মাসুদ রানার হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন গ্রোভার, ‘বসুন, প্লীজ!’

বসল ওরা। ডাক্তারের সাথে বক বক আরম্ভ করলেন লংফেলো। খানিক পর সন্দেহ হলো রানার, মনে হলো ওঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু যেন আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। কোনটিই এরকম কনসাল্টিং আওয়ারে আলোচনা করার মত বিষয় নয়। এসব আলোচনা ছুটির দিনেই মানায় ভাল। মাফ চেয়ে কেটে পড়বে কি না ভাবতে শুরু করেছে ও, হঠাৎ ঘুরে তাকালেন বিএসএস প্রধান। ‘ভাল কথা, রানা! এলেই যখন, এঁকে দিয়ে একবার হেলথ চেক করিয়ে নাও না কেন?’

সন্দেহ আরও বাড়ল মাসুদ রানার। প্রায় নিশ্চিত বুঝে ফেলল কেন ওকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। এর মানে কি? ‘ধন্যবাদ, স্যার। আপনাকে তো বলেছি, এক সপ্তাও হয়নি দেশে চেক করানো হয়েছে আমার।’

‘হ্যাঁ, সে তো জানি। আমি বলছিলাম কি, ওখানে আর লন্ডনে অনেক ফারাক। করিয়ে নিলে মন্দ হত না। কতই বা সময় লাগবে? কি বলো?’ ডাক্তারের মতামত চাইলেন বৃদ্ধ।

‘কেন চাপাচাপি করছ?’ বললেন গ্রোভার। ‘শুনলে তো এক সপ্তা আগেই ঢাকায় চেক আপ করিয়েছেন উনি।’

স্থির চোখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। কিছু ভাবছে।

‘এই দেখো, তুমিও ওর পক্ষ নিলে?’ অনুযোগ করলেন লংফেলো। ‘কি এমন সময় লাগবে, তুমিই বলো! সামান্য কিছু পরীক্ষা… । মানে, ও আজই এসেছে লন্ডন। দেখলাম শুকিয়ে গেছে। ও নিজেই বলেছে

খাওয়া-ঘুম কমে গেছে। শ্বাসকষ্টও হয় মাঝেমধ্যে।'

ওর দিকে ফিরল নেলসন গ্রোভার। 'সত্যি নাকি, মিস্টার রানা?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'শ্বাসকষ্ট? তাহলে তো মরভিন ঠিকই বলেছে। চেক্ করিয়ে নেয়াই উচিত।'

'দেখুন,' বিরক্ত হলো ও। 'বলেছি তো...'

'না না, ভুল বুঝবেন না, প্লীজ! আমি শ্বাসকষ্টের ওপর একটা থিসিস লিখছি। আপনি যদি সামান্য কিছু সময় দেন আমাকে, বুঝতেই পারছেন, স্যার, ওটা মানুষের কল্যাণের জন্যে লেখা হচ্ছে। আপনার সহযোগিতা পেলে অনেকেই উপকৃত হবে।'

'তাহলে আপত্তি করা ঠিক হবে না, রানা। কি বলো? মনে করো থিসিসের কাজেই না হয় কিছু সাহায্য করলে।'

এরপর আর আপত্তি করা চলে না। মনে যতই সন্দেহ থাক, ভদ্রতার খাতিরে রাজি হলো ও। কিন্তু অল্পে রেহাই দিলেন না গ্রোভার। ওর রক্ত, লালা ইত্যাদি সংগ্রহ করলেন এবং চার বার এক্স-রে করলেন। ঘণ্টা তিনেক পর অবশেষে মুক্তি পেল মাসুদ রানা। খেয়াল করেছে, পরীক্ষার ফলাফল কবে জানানো হবে, বা আদৌ জানানো হবে কি না কোনদিন, তা নিয়ে ও তো নয়-ই, লংফেলোও ডাক্তারকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। ডাক্তারও বললেন না। মাসুদ রানা জানতে পারল না, পরদিন লংফেলোকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি যা জানাবার।

রানা এজেন্সির জমে থাকা কেসের ফাইল ঘেঁটে আর তা সমাধানের পথ বাতলাবার কাজে চার-পাঁচদিন বেশ ব্যস্ততার মধ্যে কাটল ওর। তার মধ্যেও নেলসন গ্রোভারের কথা ভোলেনি মাসুদ রানা। শারীরিক অসুস্থতা, ডাক্তার দেখানোর জন্যে সোহেলের চাপাচাপি, আচমকা ছুটি, এয়ারপোর্টে ওকে সোহেলের সী-অফ করতে আসা, এবং লন্ডন আসতে না আসতে লংফেলোর ওকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে দৌড়ানো, কিছুই ভোলেনি রানা।

গত কয়েকদিন ও নিজেও নিজেকে পর্যবেক্ষণ করেছে। লক্ষ করেছে, শ্বাসকষ্ট হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে। দিনে তিন-চারবার হয়। তখন বেশ কষ্ট হয়। আয়নায় অন্যরকম মনে হয় নিজেকে। এসব আরও আগে থেকেই খেয়াল করেছে ও, ডাক্তার দেখানোর কথাও ভেবেছে। কিন্তু আজ-কাল করে সময় নষ্ট হয়েছে, কাজের কাজ হয়নি। তাছাড়া, না জানি কি শুনতে হয়, যে ভয়ও ছিল মনে। অজানা এক ভয় চেপে বসতে লাগল মাসুদ রানার ভেতর। থেকে থেকে অশুভ আশঙ্কা জাগে মনে। একদিন আর না পেরে বিএসএস এল ও।

'কি খবর, রানা?' হাসি মুখে প্রশ্ন করলেন লংফেলো। হাসিটা যে শুকনো, তা ওর নজর এড়াল না।

'ডক্টর গ্রোভারের রিপোর্ট পেয়েছেন?' শান্তকণ্ঠে প্রশ্নটা করামাত্র বৃদ্ধের চমকে ওঠা পরিষ্কার টের পেল রানা।

'ওহ্, ওই ইয়ে, রিপোর্ট? না, রানা, পাইনি। তাছাড়া গ্রোভার এখন নেই বোধহয় লন্ডনে। কি এক কনফারেন্সে যোগ দিতে জেনিভা যাওয়ার কথা ওর।'

'ফোন করে দেখুন আছেন কি না।'

'ফোন!' অপ্রস্তুতের মত হাসলেন লংফেলো। 'আচ্ছা, দেখছি।' রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। 'হ্যালো, ডক্টর গ্রোভারকে দিন। ...নেই? ও, কবে গেছেন? আই সী! না, ঠিক আছে।' রিসিভার রেখে হাসির ভঙ্গি করলেন বৃদ্ধ। 'নেই ও, রানা। জেনিভা গেছে দু'দিন আগে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল মাসুদ রানা। মরভিন লংফেলো ওকে এতটা ছেলেমানুষ না ভাবলেও পারতেন। রুমটা সাউন্ডপ্রুফ, যতক্ষণ 'কথা বলছিলেন' বৃদ্ধ, ততক্ষণই লাইনের ডায়াল টোন স্পষ্ট শুনেছে রানা। নিশ্চয়ই কোন 'ডেড' নাম্বারে ডায়াল করেছিলেন তিনি। অথবা এমন কোথাও, যেখানে ফোন কেউ ধরবে না নিশ্চিত জানতেন।

সেদিনই সন্ধের পর নেলসন গ্রোভারের চেম্বারে হাজির হলো মাসুদ রানা। যথারীতি রোগী দেখছেন ডাক্তার। কারও অনুমতির তোয়াক্কা না

করে সরাসরি তাঁর অফিসে ঢুকে পড়ল ও। আগে থেকে লক্ষ রেখেছিল, কেউ নেই জেনেই ঢুকেছে।

'আমার টেস্টের রিপোর্টটা নিতে এসেছি,' ঢুকেই গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা।

'সেই রিপোর্ট?' থতমত খেয়ে গেলেন গ্রোভার। 'সে তো লংফেলোকে দিয়ে দিয়েছি কবেই।'

'কবে?'

'আপনারা যেদিন এলেন, তার পরদিনই।'

ধপ্ করে বসে পড়ল মাসুদ রানা। তাকিয়ে থাকল ডাক্তারের মুখের দিকে। 'কি হয়েছে আমার?'

'কই, কিসের! কিছু না…!' আঁতকে উঠে মুখ বুজে ফেললেন তিনি রানার হাতে উদ্যত পিস্তল দেখে।

'কি হয়েছে, বলুন।'

'দেখুন, আপনি…'

'শাট আপ্!' চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল মাসুদ রানার। ওয়ালথারের সেফটি ক্যাচ্ অফ করল। 'বলুন!'

একটা ঢোক গিললেন গ্রোভার। 'লংফেলো জানাতে…নি-নিষেধ করেছে!'

'আমি বলছি জানাতে।'

অনিশ্চিত দৃষ্টিতে ওকে দেখলেন তিনি। 'আপনি শুনলে কষ্ট পাবেন,' চোখ নামিয়ে ফিস ফিস করে বললেন।

আপাদমস্তক কেঁপে উঠল মাসুদ রানার, বহু কষ্টে সামাল দিল নিজেকে। 'তবু বলুন, আমি জানতে চাই।'

অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন ডাক্তার। 'আপনার… আপনার ক্যান্সার হয়েছে।'

'কি বললেন?' রুদ্ধশ্বাসে বলল ও, মাথা ঘুরে গেছে। চোখের সামনে দুলতে শুরু করেছে সবকিছু।

'আমি দুঃখিত,' মুখ নত করলেন ডাক্তার। 'স্টমাক ক্যান্সার হয়েছে আপনার।'

ওর শিথিল হাতের ফাঁক গলে ওয়ালথার পড়ে গেল। তীব্র আতঙ্কে ঘেমে উঠল মাসুদ রানা। 'কোন স্টেজে আছে?' গলা বসে গেল কথা বলতে গিয়ে।

'সেকেন্ডারি।'

'তার মানে খুব শীঘ্রি মারা যাচ্ছি আমি?'

খানিক ইতস্তত করে মাথা দোলালেন নেলসন গ্রোভার। 'দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে।'

মাথা নিচু করে বসে থাকল মাসুদ রানা। চোখে পানি। বুকের মধ্যে প্রচণ্ড এক অভিমান উথলে উঠছে, যদিও রানা নিশ্চিত নয় অভিমানটা ওর কার ওপর। কখন কি ভাবে বেরিয়ে এসেছে ডাক্তারের চেম্বার থেকে, মনে নেই রানার। নিজেকে ফিরে পেল ও অনেক পরে, যখন রানা এজেন্সির দোতলায়, নিজের বেডরুমে দেখল নিজেকে, তখন।

সবকিছুই দেখছে ও, আবার কিছুই দেখছে না। মাথার মধ্যে হাজারো এলোমেলো চিন্তা, অথচ কোনটা পরিষ্কার নয়। আচমকা চোখের সামনে কে যেন একটা ঘোলা পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে রানার, মুহূর্তে রং রূপ হারিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে ওর পৃথিবী। কোনদিকেই কোন রূম নেই, রস নেই, গন্ধ নেই। সবাইকে ছেড়ে, সবকিছু পিছনে ফেলে চলে যাচ্ছে মাসুদ রানা। একা। সারারাত বুকের ভেতর উন্মাতাল এক ঝড়ের মাতম চলল ওর। মাঝে মাঝে ভিজে গেল চোখের পাতা। ও মরে যাবে। এই তো, সব টের পাচ্ছে, কদিন পর স্তব্ধ হয়ে যাবে চেতনা!

অবুঝ এক টনটনে বেদনা অনুভব করল রানা বুকের গহীনে। রাহাত খান, সোহেল, সব জেনেও কেন দূরে সরিয়ে দিল ওকে? কেন মৃত্যুর সময় নিজেদের কাছে, দেশের মাটিতে থাকতে দিল না রানাকে?

মৃত্যুর কথা ভেবে শিউরে উঠল ও বারবার। এত যত্নে গড়ে তোলা এই সুন্দর-সুঠাম দেহ খুব শীঘ্রি নিশ্চল হয়ে যাবে ভাবতেই কাঁটা দিল

গায়ে। সারারাত ছট্‌ফট্ করে ভোরের দিকে কিছুটা সুস্থির হলো মাসুদ রানা। দৃঢ় হাতে দমন করল আবেগ, ভয়। যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে জেনেই কি এই বিপজ্জনক পেশা বেছে নেয়নি ও একদিন? কতবারই তো সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কই তখন তো ভয় করেনি! তাহলে আজ কেন এত ভয় পাচ্ছে ও মৃত্যুকে? কেন? যাকে এত বছর বিন্দুমাত্র পরোয়া করেনি মাসুদ রানা, সে আসছে জেনে এত আতঙ্ক কেন আজ? যাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে এ পেশায় এসেছিল রানা, সেই তো আসছে অবশেষে; তবে অন্য পথে, এই যা পার্থক্য। এত কেন ভাবছে ও?

মনস্থির করল মাসুদ রানা, ভয়কে প্রশ্রয় দেবে না। মৃত্যুকে পরোয়া করে না ও। কেবল একটাই অবুঝ আফসোস, চিরবিদায়ের সময় ওকে নিজ দেশের মাটিতে থাকতে দিল না ওরা। যে দেশের জন্যে এত কিছু করেছে মাসুদ রানা, তার মাটিতে শেষ ঠাঁই নিতে দেয়া হলো না ওকে। ওরা যখন পেরেছে এত নিষ্ঠুর হতে, রানাও পারবে। অনেক দূরে কোথাও চলে যাবে ও। অনেক দূরে, নিভৃত কোথাও। যেখানে বসে একা মৃত্যুর প্রহর গুনবে মাসুদ রানা। সময় হলে নীরবে আত্মসমর্পণ করবে তার কাছে।

কেউ জানবে না, কখন—কোথায়—কি ভাবে মারা গেল মাসুদ রানা। তাই করবে ও, দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিল রানা। তাই করবে। চলে যাবে অনেক অ-নে-ক দূরে কোথাও।

দুই

কার্ডটা দেখল কেবল মাসুদ রানা, পড়ল না। খানিক নাড়াচাড়া করে

রেখে দিল। চোখ তুলে তাকাল সামনে বসা লোকটির দিকে। অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল, 'কি করতে পারি আপনার জন্যে, মিস্টার···?'

'ফদারগিল, স্যার। লইয়ার। লেখা আছে সব আমার কার্ডে,' ইঙ্গিতে ওর রেখে দেয়া ভিজিটিং কার্ডটা দেখাল সে।

'আচ্ছা, তো?'

'আমার বড় সৌভাগ্য যে সময়মত লন্ডন এসেছেন আপনি, স্যার। নইলে ঢাকা যেতে হত আমাকে।'

'কেন?'

'আমি এ মুহূর্তে ক্যালগারির ম্যাকগ্রে অ্যান্ড অ্যাচেসনের প্রতিনিধিত্ব করছি।'

চোখ কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার। মন দেয়ার চেষ্টা করল ফদারগিলের দিকে। 'কি বললেন, ক্যালগারি?'

বিস্মিত দেখাল লইয়ারকে। 'রাইট, স্যার। ক্যালগারি। কানাডার আলবের্টা প্রদেশের রাজধানী। ওখানকার কাম লাকিতে···'

থেমে গেল লোকটা মাসুদ রানার অবস্থা দেখে। অক্সিজেনের ঘাটতি পড়েছে যেন হঠাৎ করে, মুখ খুলে জোরে জোরে দম নিচ্ছে ও, হাপরের মত ওঠা-নামা করছে প্রশস্ত বুক। অজান্তেই চেয়ারের হাতল মুঠো করে ধরেছে রানা, চিকন ঘামের রেখা ফুটেছে কপালে। চোখ বড় করে তাকিয়ে আছে ও, কিন্তু কিছু দেখছে বলে মনে হলো না ফদারগিলের। মুঠি ক্রমেই এঁটে বসছে হাতলে। দু'মিনিট, তারপরই কেটে গেল লক্ষণটা। স্বাভাবিক হয়ে উঠল মাসুদ রানা। 'মিস্টার রানা! ইউ অল রাইট, স্যার?' সামনে ঝুঁকে ওকে দেখল লোকটা।

'হ্যাঁ,' কপালের ঘাম মুছল ও। 'ঠিক আছি আমি।'

তবু সংশয় যায় না ফদারগিলের। 'কিন্তু চেহারা দেখে···আই মীন, আপনি শিওর, স্যার! ঠিক আছেন আপনি?'

'শিওর!' অনেক কষ্টে মুখে খানিকটা হাসি ফোটাতেও সক্ষম হলো মাসুদ রানা। 'তারপর, কি যেন বলছিলেন?'

'ওখানকার কাম লাকিতে, রকি মাউন্টেনের ওপরে কিংডম নামে এক জায়গায় কিছু জমি আছে আপনার, মিস্টার রানা। জমির মূল মালিক ছিলেন আলবেরি সাউল।'

'হ্যাঁ, জানি।'

'ওই জমির এক ক্রেতা পাওয়া গেছে, স্যার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিষয়টা সেটল্ করতে আগ্রহী তারা। খুব জরুরী।'

আনমনা হয়ে পড়ল মাসুদ রানা। আলবেরি সাউল ছিলেন রেবেকা সাউলের দাদা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে রকি মাউন্টেনে বেশ কয়েক একর জমি কিনেছিলেন ভদ্রলোক। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ওখানে তেল আছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কিংডমেই কাটিয়েছেন তিনি। স্থানীয়রা জায়গার নামের সাথে তাঁর নাম জুড়ে আলবেরি কিংডম নামকরণ করেছে ওখানকার।

জায়গাটা সমুদ্রপিঠ থেকে প্রায় সাত হাজার ফুট উঁচুতে। বছরের নয় মাসই বরফ জমে থাকে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। বছরের পর বছর ওখানেই কাটিয়ে গেছেন বৃদ্ধ। প্রথম প্রথম কয়েক বছর সঙ্গী-সাথীর অভাব ছিল না আলবেরি সাউলের। জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ব্যয় করে বহুদিন পর্যন্ত একাই তেলের সন্ধানে ড্রিল করিয়েছেন তিনি ওখানে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি তেল। তারপরও আশা ছাড়েননি আলবেরি সাউল, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল রকিতে তেল আছে।

টাকা-পয়সা ফুরিয়ে যাওয়ায় কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না, তাই ষাট ভাগ শেয়ার বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন তিনি। আশ্চর্য কাণ্ড যে যেখানে তেলেরই খোঁজ নেই, সেখানে আলবেরির অয়েল এক্সপ্লোরেশন কোম্পানির শেয়ার বিক্রির খবর শোনামাত্র এগিয়ে এল অসংখ্য ক্রেতা। যার মধ্যে দু'জন প্রভাবশালী স্থানীয়র কাছে বিশ ভাগ করে চল্লিশভাগ শেয়ার বিক্রি করেন আলবেরি সাউল, বাকি বিশ ভাগ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের কাছে। তাঁর উৎসাহ আর পরিশ্রম দেখে প্রত্যেকেরই বিশ্বাস জন্মেছিল যে একদিন না একদিন তেল পাওয়া

যাবেই আলবেরি কিংডমে। অন্ধের মত বিশ্বাস করত তারা উদ্যমী আলবেরি সাউলকে, ভালওবাসত।

কিন্তু বছরের পর বছর কেটে যাওয়ার পরও যখন কাজ হলো না, আশা পূরণ হলো না, তাদের বিশ্বাস-ভালবাসা ক্রমে সন্দেহ-ঘৃণায় পরিণত হলো। বড় অংশীদারদের একজন, লিউক ট্রিভেডিয়ান, টাকার শোকে একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। আরেকজন, রজার ফেরগাস, অন্য ধাতুর মানুষ। নিজের মনে কি ছিল কখনও কারও কাছে প্রকাশ করেনি। তবে একসময় আলবেরি সাউলের সান্নিধ্য ত্যাগ করে সে, দূরে সরে যায় নীরবে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা মামলা ঠুকে দেয় রেবেকার দাদার বিরুদ্ধে, বিচারে পাঁচ বছরের জেল হয় বৃদ্ধের।

জেল থেকে বেরিয়ে সোজা আলবেরি কিংডমে গিয়ে ওঠেন তিনি। তারপর তিন বছর বেঁচে ছিলেন, ওখানেই কেটেছে সময়টা। মারা যাওয়ার আগে আলবেরি কিংডম এবং আলবেরি অয়েল এক্সপ্লোরেশন কোম্পানি একমাত্র নাতনী রেবেকা সাউলকে দিয়ে যান। ছেলে, ফ্রেডারিক সাউলকে দেননি, কারণ তাঁর জানা ছিল সব বেচে দেবে অর্থলোলুপ, বদ ফ্রেডারিক।

দলিলের সাথে রেবেকাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন আলবেরি সাউল। অনুরোধ করেছিলেন, রেবেকা যেন তার স্বামীর সহযোগিতায় তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করে। নইলে নরকেও শান্তি পাবে না তাঁর আত্মা, কাম লাকির গরীব শেয়ার হোল্ডারদের অভিশাপ তাঁকে রেহাই দেবে না। সে-সব রেবেকা মারা যাওয়ার বছরখানেক আগের কথা। মৃত্যুর আগে নিজের যাবতীয় সহায়-সম্পত্তি মাসুদ রানাকে লিখে দিয়ে গেছে রেবেকা সাউল। ওর খুব ইচ্ছে ছিল বিয়ের পর রানা আর ও কয়েকদিন থেকে আসবে আলবেরি কিংডমে। পরে সুবিধেমত সময়ে হাত দেবে ড্রিলিঙে।

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল মাসুদ রানা। রেবেকা সাউল আজ ইতিহাস ওর কাছে। মেয়েটির মত ও নিজেও খুব শীঘ্রি ইতিহাসে ঠাঁই

পেতে যাচ্ছে। কারও তেমন কিছু আসবে যাবে না তাতে। মাসুদ রানার অভাবে কারও দিন আটকে থাকবে না। হঠাৎ করে চমক ভাঙল ওর ফদারগিলের কথা শুনে। '...শুনছেন না, স্যার!'

'কিছু বলছিলেন?'

'বলছি, আপনি মন দিয়ে শুনছেন না আমার কথা।'

'সরি। বলুন।'

'চার মাস আগে আলবেরি কিংডম বিক্রি করার একটা প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল আপনাকে।'

'হ্যাঁ, পেয়েছি আমি সে চিঠি।'

নিজের ব্রিফকেস খুলল ফদারগিল। এক গাদা দলিল-দস্তাবেজ বের করল ভেতর থেকে। 'সেল ডীড তৈরি করে এনেছি আমি, এতে কয়েকটা সই দিতে হবে শুধু আপনাকে, স্যার। বাকি সব...'

'সেল ডীড?'

'জ্বি। ম্যাকগ্রে অ্যান্ড অ্যাচেনসন জানিয়েছে বহু কষ্টে এই খদ্দের পাওয়া গেছে। আপনি তো জানেনই ওই জমি ওয়ার্থলেস। তেল পাওয়ার যে আশা ছিল আলবেরি সাউলের, তা ব্যর্থ হয়েছে অনেক আগে। আসলে নেই তেল ওখানে। একটা হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক প্রজেক্টের জন্যে বাঁধ নির্মাণের কাজ চলছে কিংডমের কাছেই এক জায়গায়, টার্নার ভ্যালিতে। ওটা কিংডমের চাইতেও পাঁচশো ফুট উঁচুতে।' কাঁধ ঝাঁকাল লইয়ার। 'ইউ নো, স্যার। বাঁধ চালু হলে পানিতে তলিয়ে যাবে কিংডম, লস হবে আপনার। যে জন্যে অ্যাচেনসন ব্যস্ত হয়ে এই বায়ার ঠিক করেছে। ওখানে আলবেরি অয়েল কোম্পানির শেয়ার কিনে অতীতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে ক্ষতিপূরণও দেবে ক্রেতা। তারপর আপনিও কিছু পাবেন, ধরুন, পনেরো-বিশ হাজার ডলার। হিসেবটা যদিও এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এই যে, স্যার,' দলিলটা ঘুরিয়ে মাসুদ রানার দিকে এগিয়ে দিল ফদারগিল। 'সমস্ত খুঁটিনাটি আছে এতে, পড়ে দেখুন, প্লীজ!'

'বায়ার জমিটা পেতে খুব আগ্রহী মনে হচ্ছে?' দলিল পড়ার গরজ দেখা গেল না মাসুদ রানার মধ্যে।

'ঠিক উল্টো, স্যার। ও-জমি না পেলে ওদের কোন ক্ষতি নেই, ক্ষতি আপনার। যদি আপনি বিক্রি করেন, যা হোক কিছু পাবেন, অন্যরাও ক্ষতিপূরণ পাবে। আর যদি না করেন, বাঁধের কাজ শেষ হলে পানিতে তলিয়ে যাবে আলবেরি কিংডম। আম-ছালা সব যাবে আপনার। সেদিক থেকে বিচার করলে বায়ারকে বরং জেনেরাসই বলা চলে।'

'আই সী!' হঠাৎ করেই ধারণাটা এল রানার মাথায়। মৃত্যুর জন্যে বহুদূরে কোথাও এক নির্জন জায়গার কথা ভাবছিল ও, খুঁজে পাচ্ছিল না তেমন জায়গা। যদি সেটা আলবেরি কিংডম হয়, কেমন হয়? ভালই তো! একেবারে উপযুক্ত স্থান। সমুদ্রপিঠ থেকে সাত হাজার ফুট উঁচুতে বরফমোড়া, লোকালয় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এক জায়গা। কেউ জানবে না কখন মারা গেল মাসুদ রানা। জীবনের যে কটা দিন বাকি আছে, ওরকম নিভৃত...

চোখ মুদল রানা। আলবেরি কিংডমের পরিবেশ কেমন হতে পারে ভাবতে লাগল। 'সরি, মিস্টার ফদারগিল, এখনও আমি মনস্থির করতে পারিনি জায়গাটা বেচব কি না।'

চেহারায় বিস্ময় ফুটল লইয়ারের। 'কিন্তু, মিস্টার রানা, আমি মনে করি আপনার সলিসিটর হিসেবে ম্যাকগ্রে অ্যাণ্ড অ্যাচেনসন আপনাকে সঠিক এবং সময়োচিত পরামর্শ দিয়েছে।'

'আমি বুঝি। কিন্তু মনস্থির করতে আরও কিছুদিন সময় চাই আমার।'

দলিলটা কোলের কাছে টেনে আনল ফদারগিল। 'আপনি নিশ্চই আশা করেন না বায়ার অনির্দিষ্টকালের জন্যে আপনার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকবে, স্যার? মিস্টার অ্যাচেনসনের চাপে পড়ে এমনকি ঢাকা পর্যন্ত যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে আমি...ইউ নো, স্যার, যত দিন যাচ্ছে, ততই লসের পাল্লা ভারি হচ্ছে আপনার। যে জন্যে...'

'এরই মধ্যে চার মাস দেরি হয়ে গেছে, মিস্টার ফদারগিল।' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা, লইয়ারকে অফার করতে মাথা দোলাল সে, খায় না। 'আর কয়েকদিন হলে তেমন কিছু ক্ষতি হবে কি?'

'না, তা হয়তো হবে না।' হেলান দিয়ে দু'হাত কোলে রেখে বসল লোকটা। 'তো, ঠিক আছে। নিন কয়েকদিন সময়। তবে একটা কথা আপনাকে মনে করিয়ে দেয়া আমার কর্তব্য, মিস্টার রানা। কাম লাকিতে এক সময় যারা আলবেরি সাউলের বন্ধু ছিল, বিপদে যারা তাঁকে টাকা জুগিয়েছিল, তাদের ক্ষতিপূরণের এ এক সুবর্ণ সুযোগ। আলবেরি সাউলের সম্পত্তির বর্তমান মালিক যেহেতু আপনি, সেহেতু তাদের কথা আপনাকেই ভাবতে হবে সবকিছুর আগে। বেশিরভাগই খুব গরীব তারা।'

'মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ,' বিড় বিড় করে বলল ও। 'কথাটা আমার খেয়াল থাকবে।'

'ধন্যবাদ, স্যার। দলিলটা তাহলে রেখে যাই, অবসরমত পড়ে নেবেন। আর আমার কার্ড তো থাকলই, যখনই মনস্থির করবেন, দয়া করে একটা রিং দেবেন। সকাল ন'টা থেকে দশটা পর্যন্ত অফিসেই থাকি আমি।' আসন ছাড়ল ফদারগিল। 'বাই দা ওয়ে, স্যার, লন্ডনে কতদিন থাকবেন?'

'ঠিক নেই। চার-পাঁচ দিন, হয়তো।'

'ডোন্ট ফরগেট, প্লীজ!'

'ভুলব না।' হাত তুলে লোকটাকে আশ্বস্ত করতে চাইল মাসুদ রানা।

'ধন্যবাদ।'

ধীরেসুস্থে উঠল ও। আলবেরি সাউল এবং রেবেকার সব দলিল এই অফিসেই আছে, রানার টেবিলের ড্রয়ারে। অনেকদিন থেকে পড়ে আছে। আগে ভাবেনি ওগুলো কোনদিন প্রয়োজন হবে।

সন্ধে হয়ে গেছে। রুমের বাতি জ্বেলে দিয়ে টেবিলে ফিরে এল ও। দলিলগুলো বের করল। ওর মধ্যে আলবেরি সাউলের রেবেকাকে লেখা

সেই চিঠিটা আছে। পড়ে দেখতে হবে আরেকবার। বের করল রানা চিঠিটা। পুরু, ধপধপে সাদা কাগজে পরিষ্কার, ঝরঝরে হস্তাক্ষরে লেখা ওটা। ভাষা সহজ, খুবই সাবলীল। বাড়তি একটা অক্ষরও নেই। পড়তে শুরু করল মাসুদ রানা।

আলবেরি কিংডম,
কাম লাকি
১৫ মার্চ, ১৯—'

প্রিয় রেবেকা,

আগের চিঠিতে আমার জেল হওয়ার কথা জানিয়েছিলাম তোমাকে। অবশেষে মুক্তি পেয়েছি, ফিরে এসেছি আমি আমার প্রাণপ্রিয় কিংডমে। জমি, অয়েল কোম্পানি, সবকিছু আজও আমারই আছে, নেই কেবল বন্ধুরা। ওরা সবাই আমাকে ভুল বুঝে দূরে সরে গেছে। ওদের কথা ভাবলে দুঃখে বুক ফেটে যায় আমার। কিন্তু কি করব! বন্ধুদের আমি বোঝাতে পারিনি যে আমি এখনও বিশ্বাস করি কিংডমের জমি সোনাফলা। তেল আছে এর নিচে। ওরা বড় অবুঝ।

আমার বয়স হয়েছে। বেশিদিন বাঁচব বলে ভরসা হয় না। তাই ঠিক করেছি, কিংডম এবং আমার আলবেরি অয়েল কোম্পানি তোমার নামে লিখে দেব। ফ্রেডারিককে দেয়ার কথা আমি ভাবিনি পর্যন্ত, ওর চরিত্র আমি জানি। সামান্য অর্থের লোভে ও বেচে দেবে সব, ভবিষ্যৎ তেলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হবে আমার কাম লাকির গরীব বন্ধুরা। তোমার ওপর আমার দৃঢ় আস্থা আছে। তোমার মধ্যে যেমন তোমার বাবার রক্ত বইছে, তেমনি আমার রক্তও। আলবেরি সাউলের সামান্যতমও যদি থেকে থাকে তোমার মধ্যে, আমার বিশ্বাস, তুমি এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে। আমি যা শেষ করে যেতে পারিনি, তুমি তা পারবে।

আমি তোমাদের খবর যথাসম্ভব রাখার চেষ্টা করি। এরমধ্যে জানলাম, তুমি মাসুদ রানা নামে এক দুঃসাহসী স্পাইর প্রেমে পড়েছ, বিয়ে করতে যাচ্ছ তাকে। আমার আশীর্বাদ রইল। বিয়ের পর সময় করে এখানে এসো, আমার বিশ্বাস তোমরা দু'জনে চেষ্টা করলে আমার স্বপ্ন সফল হবে। যদি তা না হয়, নরকেও শান্তি পাব না আমি। কাম লাকির গরীব বিনিয়োগকারী বন্ধুদের অভিশাপ রেহাই দেবে না আমাকে।
এই চিঠির সাথে শেয়ার সার্টিফিকেট ইত্যাদি পাঠালাম। যদি কখনও সত্যি হয় আমার স্বপ্ন, যার যা পাওনা, মিটিয়ে দিয়ো। বাকি সব তোমাদের।

ইতি—আলবেরি সাউল

পুণ: কিংডমে আমার ড্রয়ারে আছে আমার ব্যক্তিগত ডায়েরী। এখানকার পাথরের যে সমস্ত স্যাম্পল আমি সংগ্রহ করে ল্যাবে পরীক্ষা করিয়েছি, তার প্রতিটি রিপোর্ট আছে ওর মধ্যে।

আরেকবার পড়ল ওটা মাসুদ রানা। এবার ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে। এ চিঠির প্রতিটা শব্দ ওজনদার। প্রতি বাক্যে ফুটে আছে আলবেরি সাউলের দৃঢ় বিশ্বাস এবং সততা। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল রানা, জীবনের অবশিষ্ট সময়টা উৎসর্গ করবে ও আলবেরি সাউলের স্বপ্ন সফল করার কাজে। একটু পর খেয়াল হলো ওর, ভেতরের মৃত্যুভয় উধাও হয়ে গেছে কখন যেন। এখন আর নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে না নিজেকে। সামনে একটা কাজ আছে ওর, এবং যথাসম্ভব দ্রুত সারতে হবে তা। যদিও রকির প্রকৃতি বা জিওলজি সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই ওর, তবু একেবারে অকর্মণ্য থেকে মরার চাইতে কিছু একটা করতে করতে মরা যাবে, ভাবনাটা স্বস্তি দিল ওকে। চাঙ্গা করে তুলল অনেকটা।

যদি ব্যর্থ হয়, তাতেও দুঃখ নেই। কে-ই বা আসবে ওর ব্যর্থতার জন্যে আফসোস করতে? কাজ শেষ হওয়ার আগেই যদি মৃত্যু আসে, ওর সাথে কিংডমও ইতিহাসে স্থান নেবে। ধুয়েমুছে যাবে সব হাইড্রো-

ইলেক্ট্রিক কোম্পানির বাঁধের পানিতে।

অবাক হয়ে গেল রানা ভেতরের অস্থিরতা টের পেয়ে। কোথায় কি, এখনই নিজেকে ও রকি মাউন্টেনের ওপরে, কিংডমে দেখতে পাচ্ছে। সেল ডীডটা তুলে নিল ও, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। নিজের প্রয়োজনীয় সব গুছিয়ে নিল মাসুদ রানা। কালই রওনা হবে ও, কাউকে কিছু জানাবে না। তবে ফদারগিলকে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে যাবে। বলে যাবে কিংডম বেচবে না ও।

চারদিন পর ক্যালগারি পৌঁছল মাসুদ রানা। প্রায় ছয় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেছে ও এই ক'দিনে—বিরতিহীন। এতটা পথ ট্রেনে এসেছে। ক্লান্তি অনুভব করল রানা, দুর্বল লাগল। কিন্তু যখনই খেয়াল হলো কিংডমের খুব কাছে এসে পড়েছে ও, ভেতর থেকে কে যেন সাহস জোগাল, শুষে নিল সমস্ত ক্লান্তি, দুর্বলতা। যে কাজে হাত দিতে এসেছে ও, তাতে একদিন সফল হবে, একজন স্বপ্নদর্শী বৃদ্ধের স্বপ্ন সত্যে পরিণত করবে, ইত্যাদি আবোল-তাবোল অস্বাভাবিক ভাবনায় ডুবে থাকল মাসুদ রানা।

পাহাড়ী সময় সকাল আটটায় ক্যালগারি পৌঁছল ও। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি চেপে শহরের কেন্দ্রে প্যালিসার হোটেলে এসে উঠল। প্রাচীনকালের রাজপ্রাসাদের মত বিশাল এক ভবন, কানাডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি প্যালিসারের মালিক। কানাডার বেশিরভাগ হোটেলই রেলওয়ের সম্পত্তি। ক্যালগারি আসলে কাউ টাউন, আলবের্টার র‍্যাঞ্চিং রাজধানী। যদিও পথ-ঘাট, দালান-কোঠা দেখে তা বোঝার উপায় নেই। শহরের তুলনায় মানুষজন কম মনে হলো রানার। কোথাও তেমন ব্যস্ততা নেই। দিনের শুরুতে কোন প্রাদেশিক শহর এরকম মরা মরা হয়, রানা এই প্রথম দেখল।

নাস্তা খেল মাসুদ রানা। তারপর ফোন করল ম্যাকগ্রে অ্যান্ড

অ্যাচেনসনে। রানার পরিচয় পেয়ে খানিক তোতলাল অ্যাচেনসন, বিস্ময়ে বলার মত ভাষা খুঁজে পেল না। দশটায় ও তার সাথে দেখা করতে আসছে জানিয়ে ফোন রেখে দিল রানা। দশটার দশ মিনিট বাকি থাকতে নির্দিষ্ট ভবনের সামনে নামিয়ে দিল ওকে ট্যাক্সি। বিল্ডিংটা বেশ পুরানো, বাইরের প্লাস্টার বেশিরভাগই নেই। খসে পড়েছে। যেখানে যেটুকু আছে, তাও খাওয়া খাওয়া। প্রথম দর্শনেই অভক্তি এসে গেল মাসুদ রানার।

অফিসটা তিনতলায়, কাজেই লিফটের দিকে গেল না ও। প্রতি ফ্লোরে পৌঁছতে তিনবার বাঁক খাওয়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। দোতলায় কাঠের পার্টিশন ঘেরা ছোট ছোট অসংখ্য অফিস। সবগুলো অফিসের টাইপ রাইটার একযোগে কাজে মেতে উঠেছে বলে মনে হলো রানার, প্রচণ্ড ট্যাপ্ ট্যাপ্ আওয়াজ অসহনীয় করে তুলেছে পরিবেশ। জায়গাটা দ্রুত পিছনে ফেলে এল ও। তিনতলা অনেক শান্ত, দোতলার তুলনায় আওয়াজ প্রায় নেই-ই বলা চলে।

ঢোকার মুখে ল্যান্ডিঙে পুরু কার্পেট বিছানো আছে। তারওপর একটা ডবল সোফা, এবং একটা পিতলের পেডেস্টাল অ্যাশট্রেও আছে। দম ফিরে পাওয়ার জন্যে মিনিট পাঁচেক বসে জিরিয়ে নিল মাসুদ রানা। এইটুকুতেই হাঁপ ধরে গেছে। ওর ডানদিকে দুটো মেহগনি কাঠের দরজা, তাতে ভাড়াটেদের নাম লেখা রয়েছে। চোখ বোলাল রানা ওগুলোর ওপর।

ম্যাকগ্রে অ্যান্ড অ্যাচেনসন নামটা আছে এক দরজায়, ফ্রস্টেড কাঁচের ওপরে লেখা। অন্যটায় কয়েকটা নাম। প্রথমে আছে রজার ফেরগাস অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, তারপর ফেরগাস লীজেস লিমিটেড, টি.আর.এফ. কনসেশনস লিমিটেড এবং সবশেষে টি. স্টোকোস্কি—ফেরগাস অয়েল কোম্পানি লিমিটেড। এই সেই রজার ফেরগাস, ভাবল মাসুদ রানা, যে আলবেরি অয়েলের বিশ ভাগ শেয়ারের মালিক, অন্যতম ডিরেক্টর। একমাত্র এই মানুষটিই কোন

অভিযোগ আনেনি আলবেরি সাউলের বিরুদ্ধে।

বাঁ দিকে তাকাল ও, এদিকেও দুটো দরজা। একটায় লেখা লুইস উইনিক, অয়েল কনসালটেন্ট অ্যান্ড সার্ভেয়র। অন্যটায় হেনরি ফেরগাস, স্টকব্রোকার, এবং তার নিচে লারসেন মাইনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড। অন্যগুলোর তুলনায় একেবারে ধপধপে সাদা শেষের নামটা। দেখলেই বোঝা যায় নতুন লেখা।

ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা—ঠিক দশটা। উঠে পড়ল ও, দরজা খুলে পা রাখল ম্যাকগ্রে অ্যান্ড অ্যাচেনসনে। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে মহিলা সেক্রেটারিকে অনুসরণ করে অ্যাচেনসের অফিসরুমে পৌঁছল ও। দোরগোড়ায় মাসুদ রানাকে অভ্যর্থনা জানাল সে নিজে। মানুষটা যথেষ্ট লম্বা-চওড়া। প্রশস্ত কপাল, নীল চোখ। 'হোয়াট আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ, মিস্টার মাসুদ রানা!' হাসল অ্যাচেনসন, তবে খুব একটা সন্তুষ্টির লক্ষণ নেই তাতে। 'খুব খুশি হলাম আপনাকে দেখে। বসুন, প্লীজ!'

মুখোমুখি বসল দু'জনে। 'সিগার?' মাথা ঝাঁকাল অ্যাচেনসন।

'না, ধন্যবাদ।'

'ভাবছি এত পথ ছুটে আসার আগে আমাকে একটা ফোন করলেন না কেন! ফদারগিলের সাথে কথা হয়েছে আমার। সে বলেছে, আপনি নাকি কিংডম বিক্রি করতে রাজি নন, কারণটা আপনিই ভাল জানেন। ইলেন!' ইন্টারকমে সেক্রেটারির উদ্দেশে বলল লোকটা। 'আলবেরি কিংডম ফাইলটা নিয়ে এসো, প্লীজ! তবে, একদিক থেকে ভালই হয়েছে আপনি আসায়। সেল ডীডের কোন শর্ত যদি বুঝতে অসুবিধে হয়ে থাকে আপনার, হয়তো সাহায্য করতে পারব আমি।'

ফাইল রেখে গেল সেক্রেটারি। ওটা কাছে টেনে কভার ওল্টাল অ্যাচেনসন। খসড় খসড় শব্দে একটার পর একটা ডকুমেন্ট উল্টে যেতে থাকল। এক জায়গায় থামল সে। সিগার ধরিয়ে মাসুদ রানাকে দেখল কয়েক মুহূর্ত। 'অনেক দেরি এর মধ্যেই হয়ে গেছে, মিস্টার রানা। আমার পরামর্শ হচ্ছে, আর দেরি করবেন না। সম্ভব হলে আজই বেচে

দিন ও জমি।'

'এখনই নয়। আগে ওখানে যাব আমি, নিজের চোখে দেখব কিংডম, তারপর সিদ্ধান্ত নেব কি করা যায়।'

ঘোঁৎ করে উঠল লোকটা। 'ওই জায়গা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছে আপনাকে ফদারগিল?'

'জানিয়েছে। তবে অয়েল ফিল্ডের মিনেরাল রাইটসের ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হয়েছে আমার। ফিল্ড আমার, অথচ মিনারাল রাইটস রজার ফেরগাসের, তা কি করে হয় বুঝতে পারিনি।'

'ভেরি সিম্পল ম্যাটার। রজার ফেরগাসের কাছে মিনারাল রাইটস বন্ধক রেখে টাকা ধার নিয়েছিলেন আলবেরি সাউল।' হা হা করে হাসল সলিসিটর। 'কফি?'

'হ্যাঁ, থ্যাঙ্ক ইউ।' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

কফির নির্দেশ দিয়ে সোজা হলো সে। 'আপনার জায়গায় আমি হলে ওখানকার মিনারাল রাইটস নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতাম না। কারণ ও জিনিস একেবারেই মূল্যহীন।' নীল চোখে ওকে পর্যবেক্ষণ করল অ্যাচেনসন। 'আপনি ওখানে তেল পাওয়ার আশা করছেন? ফদারগিলকে আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছিলাম, সে যেন সব খোলাখুলি জানায় আপনাকে। ওখানে যে তেল নেই, ভাল করে বোঝায় তা আপনাকে।'

'বলেছে সে। আমি নিজেও তা জানি।'

'কিন্তু তারপরও আপনি সন্তুষ্ট নন, এই তো?' ঝুঁকে এল লোকটা, উঁকি দিল ফাইলে। 'ওয়েল, লেটস সী…!' ডকুমেন্ট উল্টে চলল সে, সঙ্গে মুখও চলছে। 'গত বছর শেষবারের চেষ্টা হিসেবে রজার ফেরগাস এক জিওফিজিক্যাল আউটফিট পাঠিয়েছিলেন আলবেরি কিংডমে, লুইস উইনিক সেই কোম্পানির নাম, আমার প্রতিবেশী। তাদের সার্ভের রিপোর্ট আছে এখানে, এতে আলবেরি সাউলের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে তারা। তেলের চিহ্নও নেই রকির কোথাও। এই যে,' থেমে গেল

অ্যাচেনসন। কাগজটা বের করল ফাইল থেকে। 'রাখুন এটা আপনার কাছে। পড়ে দেখবেন।' ফটাশ করে ফাইল বন্ধ করল সে। 'তবে কিংডমের মিনারাল রাইটস রজার ফেরগাসের, আপনার নয়।'

কফিতে চুমুক দিল মাসুদ রানা। 'কিন্তু আমি জানতাম আমিই কিংডমের কন্ট্রোলিং অথরিটি!'

'অফ কোর্স আপনি কন্ট্রোলিং অথরিটি! কিন্তু ওই যে বললাম, আলবেরি সাউল মিনারাল রাইটস মর্টগেজ রেখেছিলেন রজারের কাছে। কাজেই ওটা তাঁর।' কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাচেনসন। 'কিন্তু ওটা থাকা না থাকা দুই-ই যে সমান, তা রজারও খুব ভাল জানেন। তবু একবার শেষ চেষ্টা করতে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক, যার ফলাফল এখন আপনার হাতেই রয়েছে। অনেক আগেই তা জেনেছেন রজার, কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে সাউলকে কিছু বলেননি কোনদিন। বরং উল্টে টাকাও দিয়েছিলেন। অবশ্য সাউল মারা যাওয়ার সময় দু'জনের সম্পর্ক ভাল ছিল না।'

খানিক বিরতি দিল অ্যাচেনসন, যেন তথ্যগুলো হজম করার সুযোগ দিল মাসুদ রানাকে। ফদারগিলের একেবারে উল্টো চরিত্র এর, ভাবল ও। সলিসিটররা সাধারণত যেমন বিনয়ী, মৃদুবাক হয়, এ লোক তেমন নয়। যা বলার তা হড়বড় করে বলে ফেলে। কঠিন, বদহজম মার্কা কথাবার্তা বলে দ্রুত নিজের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার মত বেকায়দা অবস্থায় ফেলে দেয় মক্কেলকে প্রথম চোটেই। লোকটাকে ব্যাটারিং র‍্যামের মত মনে হলো মাসুদ রানার, 'হ্যাঁ' শোনার জন্যে ক্রমাগত স্টীমরোলার চালাচ্ছে ওর ওপর।

চোখ নামিয়ে রিপোর্টটা দেখল রানা। ''শেষ লাইনটা পড়ল।… নির্দ্বিধায় বলা যায়, এখানে তেল প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিন্দুমাত্রও নেই।—স্বাক্ষর—লুইস উইনিক, অয়েল কনসালট্যান্ট।

'সো,' যেন রানার ওটা পড়া শেষ হয়েছে বুঝেই বলে উঠল লোকটা। 'দ্যাট'স ইট, মিস্টার রানা। হজম করা কঠিন, মানি, কিন্তু সত্যি। রকির সারফেসের নিচে সবখানেই পাথরের স্তর যাকে বলে

গুঁড়ো গুঁড়ো। সলিড নয় কোথাও। যে কোন অয়েল কনসালট্যান্টকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন, ওরকম জায়গায় কোন অয়েল ট্র্যাপ থাকতে পারে না। থাকার প্রশ্নই আসে না।'

হতাশ হয়ে পড়ল মাসুদ রানা। হঠাৎ করে রাজ্যের ক্লান্তি এসে ভর করল ওর ওপর। অন্যমনস্ক করে তুলল। তাহলে? বিজ্ঞান যেখানে প্রত্যাখ্যান করছে আলবেরি সাউলের ধারণা, কি লাভ হবে সেখানে অনর্থক...! 'তবু,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল রানা, 'জায়গাটা আগে একবার দেখতে চাই আমি।'

চুরুট অ্যাশট্রেতে রেখে হেলান দিয়ে বসল অ্যাচেনসন। দু'হাত বুকে বাঁধল। 'অত উঁচু কোন পাহাড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা আছে আপনার?'

মাথা দোলাল রানা। 'আলপসে স্কি করেছি কয়েকবার।'

'হ্যাঁ, দুটোকে একই সমান উঁচু বলা যায়। তবে মুশকিল কি জানেন, রকিতে শীতকাল এখন। পুরো পর্বতমালা ডুবে আছে এক হাঁটু কঠিন বরফের তলায়। তার ওপর কোমর সমান গুঁড়ো বরফ তো আছেই। সীজনের এই সময় কিংডমে যাওয়ার কথা এমনকি স্থানীয়রাও ভাবে না। রাস্তার চিহ্নমাত্র নেই এখন রকির কোথাও। আজই যদি রওনা করেন ভাল কোন গাইড নিয়ে, কিংডম পৌঁছতে এক মাস লাগবে আপনার, মিস্টার রানা। আরও বেশি লাগতে পারে। অর্থাৎ, যে সময়ে চূড়ার বরফ গলতে শুরু করবে, তখন ওখানে গিয়ে পৌঁছবেন আপনি। হয়তো।

'এদিকে যে পার্টি কিংডম কিনতে চায়, ড্যামের কাজে হাত দেয়ার জন্যে ওই সময়ই ওপরে পৌঁছবে তারা। খুব দ্রুত কাজ সারতে হবে তাদের, কারণ রকিতে গরম খুব স্বল্পস্থায়ী। বড়জোর তিন মাস, তারপরই আবার বরফ পড়া শুরু হবে। এর মধ্যে কাজ সেরে ফিরে আসতে হবে তাদের। কিন্তু আপনি যদি কিংডম দেখার পিছনে এত দীর্ঘ সময় নষ্ট করেন, ঝামেলা হয়ে যাবে। বায়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে।'

ড্রয়ার থেকে আরেক সেট সেল ডীড বের করল অ্যাচেনসন। 'ফদারগিলের মুখে আপনার আপত্তির কথা শুনে এই নতুন ডীড তৈরি করেছি আমি। বায়ারকে চাপাচাপি করে পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত তুলেছি কিংডমের দাম। এর বেশি আর সম্ভব নয়। এখন আপনি সই করে দিলে চুকে যায় ল্যাঠা। ওহ্, আরেকটা কথা। আপনি ভাবতে পারেন, দাম হঠাৎ করে চড়াতে রাজি হলো কেন বায়ার? এত কেন আগ্রহী ওরা কিংডমের মূল্যহীন জমি কিনতে?

'উত্তর হচ্ছে, ওরা জমিটা কিনতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয়। তবু কিনছে, ভবিষ্যতে আপনি যাতে কোন রকম কোর্ট অ্যাকশন নিতে না পারেন, কোর্টের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে না পারেন, তাই। সে জন্যে আগেই টাকাটা দিয়ে সেল ডীডে আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে ঝামেলা মুক্ত হয়ে নিতে চাইছে বায়ার। ড্যাম তৈরি করার ব্যাপারে প্রভিন্সিয়াল পার্লামেন্টে নিজেদের স্বপক্ষে তারা আইন পাস করিয়ে নিয়েছে আগেই। অতএব আপনি কিংডম বিক্রি করুন আর নাই করুন, তাতে ওদের কিস্‌সু ক্ষতি হবে না, বরং অনেকগুলো টাকা বেঁচে যাবে। এবং কাজও চালিয়ে যেতে পারবে ওরা বিনা বাধায়। তাই আমার মতে সইটা আপনার করাই উচিত, মিস্টার রানা। এতগুলো টাকা প্রাপ্তির সুযোগ যেখানে রয়েছে, সেখানে অহেতুক দেরি করা চরম বোকামি হবে।'

তখনই কিছু বলল না মাসুদ রানা। ভাবছে। সেল ডীডে চোখ বোলাল অলস ভঙ্গিতে। কফি শেষ করে আরেকটা সিগারেট ধরাল ও।

অধৈর্য হয়ে নড়েচড়ে বসল অ্যাচেনসন। 'ওয়েল, মিস্টার রানা?'

'এখানে,' ডীডে টোকা দিল মাসুদ রানা। 'পারচেজিং কোম্পানির নাম লেখেননি দেখছি!'

'হ্যাঁ, লিখিনি।' মুহূর্তের জন্যে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো সলিসিটরকে। 'ড্যাম অপারেট করার জন্যে বায়ার একটা সাবসিডিয়ারি গঠন করবে খুব শিগগিরি, এখনও সব কাজ শেষ করতে পারেনি ওরা, নামও ঠিক করা হয়নি। আপনি সই করলে ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি সম্পন্ন হওয়ার

মধ্যেই নামটা জানাবে বায়ার। তখন বসিয়ে দেব।'

'আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিতে খুব ব্যগ্র আপনি,' আনমনে মন্তব্য করল ও।

'স্বাভাবিক। আপনি আমার মক্কেল। তাই আমি অবশ্যই চাইব দু'পয়সা লাভ হোক আপনার। সময় নষ্ট হওয়ার ফলে সে সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে ভেবেই আমি ব্যগ্র, দ্যাট'স অল।'

ঝুঁকে আধপোড়া চুরুটটা অ্যাশট্রে থেকে তুলে নিল অ্যাচেনসন, দীর্ঘ চুমুক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল গল গল করে। 'আপনাকে ঠিক বুঝতে পারছি না আমি। চার মাস আগেই প্রজেক্টের ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়েছি আমি আপনাকে ফদারগিলের মাধ্যমে। জমি বিক্রির প্রস্তাবের সাথে ব্যক্তিগত একটা চিঠিও দিয়েছি তখন আপনাকে। যাতে সব কিছু খুব স্পষ্ট করে লিখেছি আমি। আপনার স্বার্থের কথা ভেবেই কিংডম বিক্রি করে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছি। কিন্তু আপনি কান দেননি, এতদিন পর ছুটে এসেছেন ক্যালগারি পর্যন্ত। অনর্থক পয়সা, সময় এবং এনার্জি নষ্ট করেছেন।'

উঠে দাঁড়াল অ্যাচেনসন। চুরুট দাঁতে কামড়ে ধরে দু'হাত ট্রাউজারের পকেটে ভরে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানার দিকে। 'একটা ব্যাপার আপনার জানা প্রয়োজন, মিস্টার রানা, শুধুমাত্র আমার একার আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই এমন এক বায়ার পেয়েছেন আপনি। প্রথম থেকেই আলবেরি সাউলের সলিসিটর হিসেবে কাজ করে আসছি আমি, বিনিময় কোনদিন একটা নিকেলও পাইনি। সে জন্যে দুঃখ নেই আমার। এখন অনেক কষ্টে এই খদ্দের জোগাড় করেছি। যদি কিংডম বিক্রি করেন, আপনি কিছু পাবেন, বুড়ো রজার ফেরগাসও তার টাকাগুলো ফেরত পাবেন। আপনি জানেন কত টাকা ধার দিয়েছিলেন তিনি আলবেরি সাউলকে? চল্লিশ হাজার! অন্যদের কথা আর নাই বললাম। সমস্ত দেনা পরিশোধ করার এ এক চমৎকার সুযোগ। আপনি চান না এরা সবাই উদ্ধার পাক? আমি মনে করি চান। তাহলে কেন অনর্থক সময় নষ্ট

করছেন?' ওর চোখে চোখ রেখে বসল আবার সলিসিটর। 'কোথায় উঠেছেন আপনি?'

'হোটেল প্যালিসার।'

'ঠিক আছে। হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম করুন। আর ভাবুন বিষয়টা নিয়ে। আজ সন্ধে পর্যন্ত সময় আছে ডীডে সই করার। যখনই সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন, ফোন করবেন আমাকে। আপনাকে নিয়ে আসার জন্যে গাড়ি পাঠাব আমি। ওকে? সার্ভে রিপোর্ট, সেল ডীড, সব নিয়ে যান, পড়ে দেখবেন ভাল করে।'

ঝুঁকে হাত বাড়াল সে হ্যান্ডশেকের জন্যে। দেখেও দেখল না মাসুদ রানা, বেরিয়ে এল কাগজগুলো নিয়ে। বাইরের ল্যান্ডিঙে এসে দাঁড়াল ও, অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাকাল রজার ফেরগাস অয়েল কোম্পানির বন্ধ দরজার দিকে। হঠাৎ কি ভেবে সেদিকে এগোল রানা, দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ওকে দেখে এগিয়ে এল অল্পবয়সী এক মেয়ে, সেক্রেটারি হবে নিশ্চয়ই। 'কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

'মিস্টার ফেরগাসের সাথে দেখা করতে চাই আমি,' বলল মাসুদ রানা।

'ওল্ড ফেরগাস?' ওকে 'হ্যাঁ' সূচক মাথা দোলাতে দেখে বলল সে, 'কিন্তু উনি তো অসুস্থ। অনেকদিন থেকে আসেন না অফিসে। বাসায় পাবেন তাঁকে।'

'তাই নাকি?'

'আপনার কি তাঁকেই প্রয়োজন? না হলে তাঁর ছেলে, হেনরি ফেরগাস...'

'তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। জাস্ট আ সোশ্যাল কল। লন্ডন থেকে এসেছি, ভাবলাম একবার দেখা করে যাই। কি হয়েছে ওঁর?'

'প্যারালাইসিস। ডানদিক অবশ হয়ে গেছে।'

'ওহ্-হো! দেখা করা যাবে না তাহলে?'

'তা, ইয়ে…মানে, আপনি যখন…একটু অপেক্ষা করুন, স্যার। আমি বাসায় একটা ফোন করে দেখি। আপনার নাম, স্যার?'

'মাসুদ রানা। আরও বলবেন, আমি আলবেরি সাউলের উত্তরাধিকারী।'

থমকে গেল মেয়েটি। উজ্জ্বল হয়ে উঠল দু'চোখ। 'রিয়েলি! ওহ্, হাউ নাইস টু মিট ইউ, স্যার! মিস্টার সাউলের সাথে পরিচয় ছিল আমার। চমৎকার মানুষ ছিলেন। যদিও তাঁর মৃত্যুর পর অনেকে অনেক কথা বলেছে তাঁর কার্যকলাপ নিয়ে, তবে আমি বিশ্বাস করিনি। সে যাক, আপনি বসুন, স্যার। আমি ফোন করছি।'

এক মিনিট পর হাসি মুখে ওয়েটিং রুমে ফিরে এল মেয়েটি। 'অনুমতি পাওয়া গেছে। তবে নার্স অনুরোধ করেছে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় না নিতে। মিস্টার ফেরগাসের বাড়ি যাবেন বললে যে কোন ট্যাক্সি ড্রাইভার পৌঁছে দেবে আপনাকে।'

মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। ট্যাক্সি চেপে রওনা হয়ে গেল রজার ফেরগাসের বাড়ির উদ্দেশে। বাড়িটা শহর কেন্দ্র থেকে বেশ দূরে, নদীর পাড়ে। একটা র‍্যাঞ্চ হাউস, দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এলাকা নিয়ে। এক মাঝবয়সী হাউস কীপারকে অনুসরণ করে ভেতরের বিশাল লাউঞ্জে পৌঁছল মাসুদ রানা। এখানে এক কমবয়েসী, সুন্দরী নার্স ওর দায়িত্ব নিল, পথ দেখিয়ে নিয়ে এল বইয়ে ঠাসা এক স্টাডি রুমে। বৈদ্যুতিক ফায়ারপ্লেসের আগুন বেশ গরম রেখেছে রুমটাকে।

ঘরের চার দেয়ালে ঝুলছে বড় বড় ছবি, সব অয়েল রিগ, ড্রিলিং ক্রু, বরফমোড়া পাহাড়ের চূড়া, ঘোড়া, চাক ওয়াগন রেস ইত্যাদির। রুমের এক কোণে প্রকাণ্ড এক সেক্রেটারিয়েট টেবিল। যার ওপর সাজানো আছে ডজনখানেক ট্রফি এবং আরও কী সব যেন। পুরো দেখার সুযোগ হলো না রানার, তার আগেই এক বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রিত হুইল চেয়ারে চড়ে রুমে ঢুকলেন বৃদ্ধ রজার ফেরগাস।

প্রকাণ্ড দেহের অধিকারী মানুষটি। চওড়া কাঁধ। মাথাভর্তি চুল, সব ধপধপে সাদা। ঘন, চওড়া ভুরু। কাঁচাপাকা। গায়ের চামড়া শুকনো, কোঁচকানো পার্চমেন্টের মত। চোখ কুঁচকে মাসুদ রানাকে দেখলেন ভদ্রলোক সময় নিয়ে। 'আপনিই তাহলে আলবেরি সাউলের উত্তরাধিকারী?' মুখের এক কোণ দিয়ে জড়িত কণ্ঠে বললেন রজার ফেরগাস। আরেক কোণের ঠোঁট প্রায় মাঝ পর্যন্ত সেঁটে আছে, নড়ে না। 'প্লীজ, সিট ডাউন। আপনার কথা শুনেছি আমি।'

বসল রানা একটা আর্ম চেয়ারে। সুইচ টিপে হুইল চেয়ারটা ডেস্কের বিপরীতে নিয়ে এলেন ফেরগাস। 'ড্রিঙ্ক?' বলে ডেস্কের নিচের দিকের এক ড্রয়ার খুলে স্কচ বের করলেন। 'ও জানে না এটার কথা,' চোখ ঘুরিয়ে নার্স মেয়েটির গমন পথ ইঙ্গিত করলেন বৃদ্ধ। 'জানলে ঠিক কেড়ে নেবে। ডাক্তারের নিষেধ। আমার ছেলে হেনরি গোপনে আমাকে সরবরাহ করে এসব।' দুই গ্লাসে অল্প করে পানীয় ঢাললেন ফেরগাস, একটা গ্লাস এগিয়ে দিলেন মাসুদ রানার দিকে। 'কারণ হেনরি জানে এ জিনিস যত গিলব ততই তাড়াতাড়ি মরব আমি। ও আমার সবকিছুর মালিক হয়ে যাবে।'

নিজের গ্লাস ওপরে তুললেন রজার ফেরগাস। 'ইওর হেলথ, ইয়াং ফেলা!'

'অ্যান্ড ইওরস, স্যার,' বলল রানা।

'আপনি দেখছি বিপদে ফেলবেন হেনরিকে,' হাসির ভঙ্গি করলেন বৃদ্ধ। 'ও অপেক্ষায় আছে আমার মৃত্যুর আর আপনি কি না আমার স্বাস্থ্য পান করছেন! এই-ই হয়। যদি কখনও সৌভাগ্য খোঁজ পায় আপনার, তখন বুঝবেন। সে যাক, এতদূর ছুটে এলেন কি মনে করে? নতুন করে ড্রিলিং শুরু করতে চান কিংডমে?'

'তাতে কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না,' বলল মাসুদ রানা। 'শেষ সার্ভের রিপোর্টটা দেখেছি আমি অ্যাচেনসনের অফিসে।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালেন ফেরগাস। 'দুর্ভাগ্যজনক। তবে বয় ব্লাডেন

খুব আগ্রহী ছিল, ভেবেছিল…। খুব ভাল ছেলে ব্লাডেন, ভাল পাইলট। কিন্তু সার্ভেয়র হিসেবে যাকে বলে থার্ড ক্লাস। হাফ ইন্ডিয়ান, বুঝলেন!' হঠাৎ করে গলা খাদে নেমে গেল তাঁর, প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'ওয়েল, নাউ। কেন দেখা করতে এসেছেন, বলুন।'

'আপনি আলবেরি সাউলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তাই পরিচিত হতে এসেছি।'

'ভাল।' চোখ কুঁচকে ওকে দেখলেন বৃদ্ধ। 'কোন ফিনান্সিয়াল প্রোপোজিশন দিতে চান?'

'না। তেমন কোন চিন্তা নেই।'

'দ্যাট'স গুড। আসলে আমার টাকা আছে তো, তাই ধারেকাছে নতুন, অচেনা কাউকে দেখলে ভয় হয় না জানি কোন মতলবে এসেছে ভেবে। এবার, মিস্টার রানা, আপনার ব্যাপারে বলুন। কোন্ সূত্রে আলবেরি সাউলের উত্তরাধিকারী হলেন আপনি?'

বলল ও। চোখ বুজে শুনে গেলেন রজার ফেরগাস। রানার বক্তব্য শেষ হতে তাকালেন। তাঁর চাউনি, হাসি ইত্যাদি দেখে রানার মনে হলো ছেলেমানুষী ভাব আছে ভদ্রলোকের মধ্যে। ভাল লাগল ওর, খুব আপন মনে হলো বৃদ্ধকে। 'তাহলে কিংডম ডুবিয়ে দেয়ার আয়োজন প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছে সবাই মিলে? আর আপনি এসেছেন তার শেষকৃত্যে যোগ দিতে?' বলেই অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। 'কে জানে, হয়তো সেটাই ভাল হবে! বেচারা সাউল, অনেক ভুগেছে কিংডম নিয়ে। তা, অ্যাচেনসন কি কি বলল?'

'বলল, আমি কিংডম বেচতে রাজি হলে বায়ার অন্যদের সাথে আপনার পাওনা টাকা-পয়সা সব শোধ করে দেবে।'

দীর্ঘক্ষণ রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন রজার ফেরগাস। তারপর প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন, 'কে বলেছে ওকে আমার টাকার জন্যে মাথা ঘামাতে! টু হেল উইথ দা মানি, ম্যান! আমি টাকা দিয়েছি আমার বন্ধুকে, আমার নিজের টাকা! তাতে অন্যের এত মাথাব্যথা কেন?

মিস্টার রানা, আমার টাকা শোধ করার কোন দায় নেই আপনার। আপনি যদি চান, ড্রিলিং শুরু করুন কিংডমে গিয়ে। কারও প্ররোচনায় কান দেবেন না।'

'কিন্তু, স্যার…'

'কি?'

'কিংডমের মিনারাল রাইটস আপনার নামে আছে। ইচ্ছে থাকলেও এগোনোর উপায় নেই আমার।'

'ও হ্যাঁ, তাই তো! ভুলেই গিয়েছিলাম আমি!' শূন্য গ্লাস দুটো আর স্কচের বোতল জায়গায় রাখলেন রজার ফেরগাস। 'মিনারাল রাইটস, না?' বিড়বিড় করে বললেন। 'আমার খুব ইচ্ছে, মৃত্যুর আগে কিংডমে একটা ডিসকভারী কূপ দেখে যাব। তাই একবার শেষ চেষ্টা করব বলে গত বছর গিয়েছিলাম ওখানে, হলো না। লুইস উইনিক বরবাদ করে দিয়েছে সমস্ত আশা-ভরসা। আমি একা, বুড়ো মানুষ, কি আর করতে পারি!'

নার্স এসে জানান দিল সময় শেষ। 'গুড লাক, ইয়াং ম্যান। আপনি আসায় খুব খুশি হয়েছি আমি। আশা করছি আবার আমাদের দেখা হবে।' ক্লান্ত হাসি ফুটল বৃদ্ধের মুখের কোণে।

বেরিয়ে এল মাসুদ রানা, অপেক্ষমাণ ট্যাক্সি চেপে হোটেলে ফিরে চলল। সারাপথ চমৎকার মানুষটির কথা ভাবল ও। বুঝল, জানায় মস্ত ভুল আছে ওর। আলবেরি সাউলকে এখনও ভালবাসেন রজার ফেরগাস। অথচ রানা যা শুনেছে, তাতে হওয়ার কথা ছিল একেবারে উল্টো। ছেলে তাঁর মৃত্যু চায় কেন বললেন বৃদ্ধ? ক্ষতি হবে জেনেও কেন তাঁকে হুইস্কি সরবরাহ করে হেনরি?

তাঁর কথায় পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে রানা, তিনি চান কেউ আরেকবার শেষ চেষ্টা করুক কিংডমে। লুইস উইনিকের বক্তব্য মিথ্যে প্রমাণ করতে চান রজার ফেরগাস? এর মানে কি?

মাথা কাজ করছে না ঠিকমত। অসুস্থ বোধ করছে মাসুদ রানা। কষ্ট

হচ্ছে দম নিতে। নিজের রুমে পৌঁছে সটান শুয়ে পড়ল ও। দু'তিন মিনিটের মধ্যে সেরে গেল শ্বাসকষ্ট, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে গেল রানা। তবু আরও কিছু সময় শুয়ে থাকল ও। ঠিক একটার সময় লাঞ্চ করল, তারপর ফোনে বেলবয় পাঠানোর নির্দেশ দিল ডেস্কে। ক্যালগারি ত্যাগ করতে যাচ্ছে মাসুদ রানা।

তিন

'জ্যাসপার, স্যার?' মাসুদ রানার প্রশ্ন শুনে চোখ তুলল প্যালিসারের কার রেন্টাল সার্ভিসের ম্যানেজার।

'হ্যাঁ।'

'নিশ্চই! সেক্ষেত্রে হার্ডটপ জীপ নিলে ভাল করবেন আপনি। অথবা মাইক্রোবাস। আপনি নিজে ড্রাইভ করবেন, স্যার?'

'না। শোফারও চাই।'

'অল রাইট,' একটা ফর্ম টেনে নিয়ে পূরণ করতে বসল লোকটা। 'খুক' করে পাশেই কেউ কেশে উঠতে ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। এয়ারম্যান'স জ্যাকেট পরা খাটোমত এক লোক দাঁড়িয়ে আছে, দেখছে ওকে। মানুষটা গাট্টাগোট্টা। হাসিখুশি, বন্ধুসুলভ চেহারা। মাথায় স্টেটসন হ্যাট।

'মাফ করবেন,' ওকে তাকাতে দেখে বলল লোকটা। 'আপনি জ্যাসপার যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। রাইড চান?'

'জায়গা হবে?' হ্যাট তুলে মাথা চুলকাল মানুষটা। মুখে হাসি।

'নিশ্চই!' বলল রানা।

হাত বাড়াল লোকটা, 'আমি জেফ হার্ট। জ্যাসপারের বাসিন্দা।'

'মাসুদ রানা।' হাতটা ঝাঁকিয়ে দিল ও। 'তাড়াতাড়ি করতে হবে তাহলে। এখনই রওনা হচ্ছি আমি।'

'আমি রেডি। এসেছিলাম গাড়ি ভাড়া করতেই। দেখি আপনিও জ্যাসপার যাচ্ছেন, তাই ভাবলাম সুযোগ পেলে একসঙ্গেই যাই। আপনি বিদেশী মানুষ, গাইড করে নিয়ে যেতে পারব, পথে একা একা বোর হতে হবে না আপনাকে।'

'গুড। ভাল করেছেন।' ফর্মে সই করে ভাড়া শোধ করল মাসুদ রানা। হোটেল ত্যাগ করার আগে অ্যাচেনসনের কথা ভাবল। ফোন করে তাকে ওর কাব লাকি রওনা হওয়ার কথা জানাবে কি না ভাবল একবার, পরক্ষণে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। কোন দরকার নেই। সময়মত মাসুদ রানা যোগাযোগ না করলে সে-ই খোঁজ নেবে হোটেলে, জেনে যাবে। জেফ হার্টের পরামর্শে মাইক্রোবাসই নিল রানা। আধ ঘণ্টার মধ্যে রওনা হয়ে গেল ওরা।

শেষ মুহূর্তে জেফকে পেয়ে খুশিই হলো মাসুদ রানা। লোকটা স্থানীয়, ঠেকা-বেঠেকায় কাজে লাগবে। ক্যালগারি পিছনে ফেলে দক্ষিণে ছুটে চলেছে মাইক্রোবাস। পিছনের প্রশস্ত সীটে আয়েশ করে বসেছে রানা ও জেফ হার্ট। হিটারের উষ্ণতা অনুভব করছে। রাস্তার ওপর জমে আছে পাতলা তুষারের স্তূপ, তার ওপর দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে চাকা গড়াচ্ছে মাইক্রোবাসের।

পনেরো মিনিটের মধ্যে শহর ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। দু'দিকেই দিগন্ত বিস্তৃত র‍্যাঞ্চল্যান্ড, তুষারের ঘোমটা মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। তার মাঝখান দিয়ে গেছে প্রকাণ্ড পাইথনের মত আঁকাবাঁকা সড়ক। মৃদু কণ্ঠে কথা বলছে জেফ হার্ট, পথের পাশের ছাড়া ছাড়া টাউনগুলোর নাম ইত্যাদি জানাচ্ছে মাসুদ রানাকে। একটানা চলে ছ'টার দিকে এডমন্টন পৌঁছল ওরা। তার খানিক আগে কিছু একটা গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল

মাইক্রোর হিটারে, শহরে পৌছতে পৌছতে বন্ধই হয়ে গেল তা। ঠিক করতে বেশ সময় লাগবে, জানাল শোফার।

জেফের বুদ্ধিতে এখানেই রাতটা কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল মাসুদ রানা। কাজ সেরে রওনা হতে দেরি হয়ে যাবে, মাঝরাত পেরিয়ে যাবে জ্যাসপার পৌছতে। তাছাড়া এরমধ্যে সী লেভেলের অনুমান তিন হাজার ফুট উপরে উঠে এসেছে ওরা। সেজন্যে হোক, বা আর যে কারণেই হোক, অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেছে রানা, বিশ্রাম নেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে।

এডমন্টন ছোট শহর, কিন্তু প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। প্রচুর হোটেল, রেস্টুরেন্ট আর বার এখানে, প্রতিটি গম গম করছে নারী-পুরুষের পদভারে। দুপুরে খাওয়া সুবিধের হয়নি। চমৎকা রান্না পেয়ে তাই একটু বেশিই খেয়ে ফেলল রানা। জেফ হার্টও। এরমধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে ওরা দু'জন। জেফ হার্টের ব্যক্তিত্ব অনেকটা চুম্বকের মত, ভাল লেগে গেল তাকে রানার। জানা গেল, লোকটা মেকানিক। জ্যাসপারে নিজের ব্যবসা আছে। পরদিন ঘুম ভাঙল ওর সাড়ে দশটায়। টানা ঘুমের ফলে বেশ সুস্থ বোধ করল রানা। একবারে লাঞ্চ সেরে রওনা হলো ওরা। চারটার দিকে জ্যাসপার রোডে উঠে এল মাইক্রোবাস, ততক্ষণে আরও উঁচুতে উঠে এসেছে ওরা।

জ্যাসপার রোডে ওঠার পাঁচ মিনিটের মধ্যে অনেক দূরে রকি মাউন্টেন দেখতে পেল মাসুদ রানা। বরফ, তুষার এবং হিম ঠাণ্ডার সুদীর্ঘ এক নিরেট দেয়াল। উত্তর-দক্ষিণে যতদূর নজর চলে, বরফে মোড়া শুধু পাহাড় আর পাহাড়—অপূর্ব, শ্বাসরুদ্ধকর এক দৃশ্য! সূর্যের আলোয় মাইলের পর মাইল জুড়ে চিকচিক করছে স্বচ্ছ বরফ। দশ-বিশ, পঞ্চাশ মাইল নয়, শ শ মাইল জুড়ে। তবে প্রতিটি পাহাড়ের মাথা ন্যাড়া, আকাশে উত্থিত তর্জনীর মত দাঁড়িয়ে আছে উলঙ্গ চূড়া। তীব্র ঝোড়ো বাতাসে বরফ জমতে পারে না ওখানে। প্রচণ্ড বাতাস কোথাও কোথাও পাহাড়ের পাথুরে দেহ পর্যন্ত মসৃণ করে ফেলেছে।

'চমৎকার দৃশ্য, তাই না?' হাই তুলল জেফ হার্ট। 'রকি দেখার এটাই উপযুক্ত সময়। আর ক'দিন পর ময়লা হয়ে যাবে বরফের রং, ভাল লাগবে না দেখতে।'

মাথা দোলাল শুধু রানা। চোখে দূরবীন লাগিয়ে তাকিয়ে আছে রকির দিকে। এক ঘণ্টা পর পাথর মোড়া আথাবাস্কায় পৌছল ওরা, চেক পয়েন্ট অতিক্রম করে প্রবেশ করল জ্যাসপারে। এর মধ্যে চারদিক থেকেই ঘেরাও হয়ে গেছে ওরা, পাহাড়, বরফ আর সুদীর্ঘ পাইন ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না কোনদিকে। গাছের মাথা ছাড়িয়ে আরও অনেক, অনেক উঁচুতে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য ন্যাড়া, বাদামী চূড়া। রাস্তার কয়েকশো ফুট নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে ফ্রেজার নদী, গ্লেসিয়ার ধোয়া বরফে দুধের মত সাদা হয়ে আছে তার পানি।

পথে জমে থাকা বরফের রং এখানে ম্লান, দ্যুতিহীন। রোদের আলো এখনও যথেষ্ট জোরাল, কিন্তু এই গ্লেসিয়াল উপত্যকায় তার উত্তাপ বছরের এ সময় খুব একটা কাজে আসে না। যেটুকু উত্তাপ ধারণ করে বরফ, তার প্রায় সবটুকুই ফিরিয়ে দেয় রিফ্লেক্ট করে। বরফ, ন্যাড়া পাথর আর গাঢ় রঙের কাঠের রাজ্যে প্রবেশ করে আশ্বস্ত হলো মাসুদ রানা। উত্তেজনা বোধ করল। অবশেষে জায়গামত পৌছতে পেরেছে ও। প্রায় সাড়ে ছয় হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে জ্যাসপার পৌছেছে রানা, আর অল্প দূরে আছে গন্তব্য—আলবেরি কিংডম।

পিছনে তাকিয়ে দিগন্ত প্রসারিত দুটো সমান্তরাল রেখা দেখতে পেল রানা। জ্যাসপার আর উত্তর কানাডার মধ্যেকার অন্যতম যোগসূত্র। রেল লাইন। অনেক উঁচু দিয়ে রকির কাঁধ বেয়ে চলে গেছে ইয়েলোহেড পাস হয়ে।

'জনি কার্সটেয়ার্স নামে কাউকে চেনেন?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা। 'সে-ও জ্যাসপারে থাকে।'

মাথা দোলাল জেফ হার্ট। 'চিনি। হর্স র‍্যাংলার। ট্যুরিস্টদের প্যাকার হিসেবেও কাজ করে সীজনে।'

এক হোটেলে উঠল রানা। আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল ওকে জেফ হার্ট, কিন্তু রানা রাজি হয়নি। এক ঘণ্টা পর ফেরার কথা বলে চলে গেল লোকটা। নিজের রূমে এসে ঢুকল রানা, ক্লান্তি লাগছে খুব। বাথরূমের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে ভয়ানক এক ধাক্কা খেল ও। শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে মুখটা। চামড়া ফ্যাকাসে, প্রায় স্বচ্ছ হয়ে গেছে। ভেতরে নীল শিরা দেখা যাচ্ছে। দাড়ি-গোঁপের রেখার রং মেটালিক ব্লু।

অক্সিজেনের জন্যে সংগ্রাম করতে করতে বিছানায় এসে বসল মাসুদ রানা। সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল, আনমনা চোখে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। আঙুলে আগুনের ছ্যাঁকা লাগতে সচকিত হলো। ওটা ফেলে আরেকটা সিগারেট ধরাল, পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করে চোখ বোলাতে লাগল। ব্রিটিশ কলাম্বিয়া আর আলবের্টার এসো (ESSO) রোড ম্যাপ। দেখতে দেখতে প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে রানার।

রূমের বাঁ দিকের ডবল গ্লাস জানালা দিয়ে যে পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে, ওটা মাউন্ট এডিথ ক্যাভেল, জানে মাসুদ রানা। তুষার এবং বরফমোড়া নিঃসঙ্গ এক টাওয়ার। আকাশ দেখাচ্ছে যেন ওটা রানাকে, বোঝাতে চাইছে, বড় কঠিন জায়গায় এসেছে ও। এখান থেকে সোজা পশ্চিমে কিংডম, দূরত্ব পঞ্চাশ মাইলের কিছু বেশিই হবে। হাঁপাতে হাঁপাতে ভাবল ক্লান্ত, বিধ্বস্ত মাসুদ রানা, এ জীবনে হয়তো কিংডম দেখা হবে না ওর।

খুব সম্ভব ঘুমিয়ে পড়েছিল ও, কেন ভাঙল ঘুমটা বুঝতে পারল না প্রথমে। কয়েক মুহূর্ত পর দৃষ্টি স্বচ্ছ হতে বুঝল রানা, ওর ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে জেফ হার্ট। বিস্ফারিত চোখে দেখছে ওকে, দৃষ্টিতে পরিষ্কার আতঙ্ক। রানার দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে। 'ক্রাইস্ট!' ওকে চোখ মেলতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সে সশব্দে। 'আমাকে ঘাবড়ে দিয়েছিলেন আপনি! ভাবছিলাম আর বুঝি···আপনি ঠিক আছেন, মিস্টার রানা?'

'হ্যাঁ,' বিড় বিড় করে বলল ও। বহু কষ্টে উঠে বসল। নীরবে হাঁপাল কিছুক্ষণ। টের পাচ্ছে, দুই কানের পর্দায় অনবরত হাতুড়ির ঘা মারছে রক্ত।

'ডাক্তার ডেকে আনি?'

'না,' বলল রানা। 'আমি ঠিক আছি।'

'কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে না। আপনি যাই বলুন···'

'কিছু হয়নি আমার,' হাঁ করে দম নিল ও কিছুক্ষণ। 'জ্যাসপার কত উঁচুতে?'

'প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট।' সন্দিগ্ধ চোখে রানাকে দেখল জেফ হার্ট। 'আপনাকে দেখে ভয় হচ্ছে খুব, মিস্টার রানা।'

বিরক্ত হলো ও। 'বললাম তো আমি ঠিক আছি।'

নীরবে দেয়ালে ঝোলানো মাঝারি আকারের একটা আয়না পেড়ে এনে ওর সামনে ধরল হার্ট। 'এদিকে তাকান তো!'

দু'হাতে মুখ গুঁজে বসে ছিল রানা, মাথা তুলল। বোকার মত তাকিয়ে থাকল আয়নার দিকে। এরমধ্যে আরও শুকিয়ে গেছে মুখ, নীল হয়ে গেছে চোয়াল। কপালের চামড়া ঠেলে ফুটে উঠেছে অসংখ্য নীল রগ। ঠোঁট রক্তশূন্য। মুখ খুলে দম নিচ্ছে ও। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল মাসুদ রানা, থাবা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল জঘন্য জিনিসটা। মেঝেতে আছড়ে পড়ে সহস্র টুকরো হয়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল কাঁচ। হাসির ভঙ্গি করল জেফ হার্ট। 'দু'তিন ডলার খসল আপনার।'

'দুঃখিত।' বেকুবের মত তাকিয়ে থাকল রানা ভাঙা আয়নার দিকে।

'দ্যাট'স অল রাইট। আমি যাচ্ছি ডাক্তার আনতে।'

হাত বাড়িয়ে লোকটার আস্তিন খাবলে ধরল মাসুদ রানা। 'না। ডাক্তারের কিছু করার নেই এই ক্ষেত্রে।'

'তার মানে?' চোখ কুঁচকে উঠল লোকটার। 'আপনি অসুস্থ, ডাক্তার···'

'আমি জানি,' হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল ও। পায়ে পায়ে জানালার

সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রাত হয়েছে একটু আগে। অন্ধকার আকাশের পটভূমিতে সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি দীর্ঘ, সরু এক স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে আছে বরফমোড়া মাউন্ট এডিথ। জ্বলজ্বল করছে শহরের আলো গায়ে পড়ায়। 'অ্যানিমিয়া আছে আমার। পর্যাপ্ত অক্সিজেন পাই না।'

'তাহলে বরং আরেকটু ঘুমিয়ে নিন।'

'না, ঠিক আছে। একটু বসুন, আমি তৈরি হয়ে নিই। একসঙ্গে বারে যাব।'

ওরা যখন নামল, তখনই একদল আমেরিকান মেয়ে-পুরুষ স্কিয়ার হৈ-হৈ শব্দে ভেতরে ঢুকে পড়ল, গরম করে তুলল পরিবেশ। তাদের চকচকে উইন্ড চিটারের হাজারো রঙের ছটায় ঝলমল করে উঠল লাউঞ্জ। সেলুনে ঢুকল রানা ও হার্ট। খদ্দের তেমন নেই এখানে, প্রায় অর্ধেকটাই খালি। নিরিবিলি এক জায়গা বেছে নিয়ে বসল ওরা।

'জনিকে খবর পাঠিয়েছি,' বলল জেফ হার্ট। ঘড়ি দেখল। 'যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বে।'

ব্র্যান্ডির অর্ডার দিল মাসুদ রানা। মাথা দোলাল বারম্যান। 'কি ব্যাপার?' জেফ হার্টকে প্রশ্ন করল ও।

'আমাদের ড্রিঙ্কিং হ্যাবিট একটু আলাদা, মিস্টার রানা। এটা বীয়ার পার্লার, শুধু বীয়ারই সার্ভ করা হয়। আর কিছু না। এখানে মেয়েদের ঢোকা নিষেধ, দাঁড়িয়ে পান করতে পারবেন না আপনি, এবং একবারে এক পাইন্টের বেশি অর্ডার দিতে পারবেন না। হার্ড লিকার খেতে চাইলে সরকারী স্টোর থেকে কিনতে হবে, নিজের রূমে বসে খেতে হবে। ওই যে, এসে গেছে জনি,' বলে বারম্যানের দিকে তাকাল জেফ হার্ট। 'ছয়টা বীয়ার, জর্জ। জনি, ইনি মাসুদ রানা।'

ত্রিশ-বত্রিশ হবে জনির বয়স। স্লিম, তালপাতার সেপাইর মত স্বাস্থ্য। শীপস্কিন জ্যাকেট আর স্টেটসন পরে আছে। রোদ আর হিম বাতাসে মুখের চামড়া প্রায় বাদামী হয়ে গেছে তার। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধানী। হাসি মুখে হাত বাড়াল সে রানার দিকে। 'শুনলাম আপনি

আমার খোঁজ জানতে চেয়েছেন, মিস্টার রানা?'

'ঠিকই শুনেছেন,' তার হাত ঝাঁকিয়ে দিল ও। একেও প্রথম দর্শনেই ভাল লাগল রানার। হাসিটা মিষ্টি, সরল। হাতের স্পর্শও আন্তরিক মনে হলো।

করমর্দন সেরে বসল জনি কার্সটেয়ার্স। 'বলুন, কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে। ঘোড়া চাই?'

'না। শুধু পরিচিত হওয়ার ইচ্ছে ছিল আপনার সাথে।'

আবার হাসল জনি। 'দ্যাট'স রিয়েল নাইস অভ ইউ!'

'আপনি আলবেরি সাউলকে চিনতেন?' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। অন্য দু'জনকেও অফার করল।

দু'চোখ ঈষৎ বিস্ফারিত হলো জনির। 'কিং সাউল? অফ কোর্স!'

'তাঁর মৃতদেহ যতদূর শুনেছি আপনি প্রথম আবিষ্কার করেন,' বলল ও মন্তব্যের সুরে। 'ওই সময় এক দল ট্যুরিস্ট নিয়ে পাহাড়ে চড়েছিলেন আপনি।'

মাথা দোলাল সে। 'হ্যাঁ।'

'ঘটনাটা খুলে বলবেন দয়া করে?'

'নিশ্চই!' চাউনি সরু হয়ে উঠল জনি কার্সটেয়ার্সের, হালকা কুঞ্চন দেখা দিল কপালে। 'আপনি সাংবাদিক, না আর কিছু?'

'আমি আলবেরি সাউলের উত্তরাধিকারী।'

চোখ কপালে উঠল জনির, আনন্দে ঝলমল করে উঠল চেহারা। এত আন্তরিক হাসি আর কাউকে হাসতে দেখেছে বলে মনে করতে পারল না মাসুদ রানা। 'ওয়েল! ওয়েল!! কিং সাউলের...' টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওর বাহু চেপে ধরল জনি। ওদিকে জেফ হার্টও হাঁ করে দেখছে রানাকে। 'আশ্চর্য! এতক্ষণে বললেন সে কথা?' বিস্ময়ে গলা চড়ে গেল জনির। ঝট্ করে জেফ হার্টের দিকে তাকাল সে। 'তুমি জানতে না?'

'নাহ্!' রানার ওপর থেকে চোখ সরল না তার।

'মাই গড! কী আশ্চর্য!' কয়েকটা চাপড় বসাল জনি রানার বাহুতে।

ছয়টা বীয়ার নিয়ে এল বারম্যান। তার দিকে ফিরে মাথা দোলাল সে। 'ওতে কিস্‌সু হবে না, জর্জ! আরও ছয়টা নিয়ে এসো।'

'তুমি নিয়ম জানো, জনি,' বলল লোকটা।

'আলবৎ জানি! একশোবার জানি! কিন্তু, জর্জ, এ মুহূর্তে আমরা সেলিব্রেট করছি, ইউ নো? এঁকে চেনো? কিং সাউলের উত্তরাধিকারী, বুঝলে?'

'তাই নাকি?' অ্যাপ্রনে হাত মুছল জর্জ, হ্যান্ডশেক করার জন্যে সামনে বাড়াল। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, স্যার। মাঝেমধ্যে আমাদের হোটেলে আসতেন মিস্টার সাউল। অমায়িক মানুষ! কিন্তু···একবার কাম লাকির প্রায় সবাই মিলে আমাদের এখানেই ভদ্রলোককে চরম হেনস্তা করল। মনে আছে তোমার, জনি?'

'নেই আবার? কিঙের পক্ষ নিতে গিয়ে আমিই কি কম বেইজ্জত হয়েছি সেদিন? গড!' হাসল জনি। 'যাক্‌গে, এখন যাও, নিয়ে এসো বীয়ার।' জর্জ বিদেয় হতে রানার দিকে ফিরল। 'ভদ্রলোক কি হতেন আপনার?'

কি বলা যায় ভাবছে ও, হঠাৎই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'গ্র্যান্ডফাদার।' ভালই হলো, ভাবল মাসুদ রানা। জনে জনে বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না, এক কথাতেই ফুরিয়ে যাবে মানুষের আগ্রহ। ঠাণ্ডা বীয়ারে লম্বা চুমুক দিল ও, দেখাদেখি হার্ট আর জনিও। 'অর্থাৎ এখন আপনি কিংডমের কিং?' প্রশ্ন করল হার্ট।

মাথা দোলাল রানা।

'ওয়েল, ওয়েল!' বিড় বিড় করে বলল জনি। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে হঠাৎ করে।

'কি অবস্থায় আবিষ্কার করেছিলেন আপনি তাঁর ডেডবডি?'

'ও হ্যাঁ।' হেলান দিল জনি কার্সটেয়ার্স। এক চিমটি লবণ ঢালল নিজের বীয়ারে, এক ঢোঁক গিলে 'ঠক্' করে রেখে দিল গ্লাস। 'ব্যাপারটা

অদ্ভুত লেগেছে আমার। এক সপ্তা আগে দেখে গেলাম মানুষটাকে পুরো সুস্থ, সবল। ফিরে দেখি নেই।'

'কি হয়েছিল?'

'সে সময় ছিল সীজন। একদল আমেরিকান ফটো সাংবাদিক নিয়ে রকিতে যাই আমি। যাওয়ার সময় আমাদের ঘোড়া রেখে যাই আপনার দাদার কোরালে। সব সময়ই তাই করতাম আমি। সাতদিন পর যখন ফিরলাম, দেখি ঘোড়াগুলো কেমন অস্থির। কিং সাউলের ঘরের কোন চিমনিতে ধোঁয়ার আভাস পর্যন্ত নেই। সামনের স্নোতে কোন ট্র্যাক নেই। মৃতপুরীর মত লাগল জায়গাটাকে। তাঁর ঘরের দরজা খুলে দেখি সামনেই উপুড় হয়ে পড়ে আছেন আলবেরি সাউল। স্টেবলের অবস্থা দেখে মনে হলো ঘোড়াগুলো অন্তত তিনদিন খায়নি, বুঝে নিলাম তিনদিন আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

'মৃত্যুর কি কারণ ছিল মনে হয়েছে আপনার?'

কাঁধ শ্রাগ করল জনি কার্সটেয়ার্স। 'হার্ট অ্যাটাক, ঠাণ্ডা, অথবা হয়তো বয়সের কারণেই, যে কোন একটা হতে পারে। কারণ যা-ই হোক, ওইরকম মৃত্যুই ভাল, বুঝলেন? সবার অজান্তে, নীরবে চলে যাওয়ার মধ্যে আলাদা এক ইয়ে আছে।' হাতের গ্লাস আনমনে নাড়াচাড়া করল সে কিছুক্ষণ। 'তাঁর বাঁশী শুনেছেন কখনও? চমৎকার বাজাতেন!'

'আমি শুনেছি,' বলল হার্ট। রানা কিছু বলল না।

'জেল থেকে আসার পর সারাক্ষণ খুব মনমরা থাকতেন কিং সাউল,' বলে চলল জনি কার্সটেয়ার্স। 'প্রায়ই জেলের স্মৃতিচারণ করতেন। বেচারী! শেষ যেদিন দেখা হয়, সেদিনও বলেছিলেন তেল আছে রকিতে। একদিন তেল পাওয়া যাবেই, মানুষের ভুল ধারণা ভাঙবেই। হয়তো একদিন সত্যি হবে কিঙের বিশ্বাস, আর আপনি, কিংডমের মালিক হিসেবে আমাদের এই ফর্টি নাইনথ প্যারালেলের সবচে' ধনী বনে যাবেন। কে জানে!' স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বার বার আনমনা হয়ে পড়তে লাগল জনি। 'ট্যুরিস্টদের নিয়ে প্রায়ই দুই-এক রাত থাকা পড়ত

আমার কিঙের আশ্রয়ে। অদ্ভুত গুণ ছিল তাঁর পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে আকৃষ্ট করার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাষণ দিতেন কিং তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে, একটুও বিরক্ত হত না ট্যুরিস্টরা, বরং বসে বসে গিলত তাঁর কথা। যাকে পেতেন তাকেই শোনাতেন কিং, রকিতে তেল আছে, রকিতে তেল আছে।'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছল জনি কার্সটেয়ার্স। 'খুব ভাল বাঁশী বাজাতেন আপনার দাদা। একদিনের কথা জীবনে কোনদিন ভুলব না। জেল থেকে ফেরার কয়েকদিন পর, সন্ধের সময়, কিংডমে নিজের র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে বসে বাঁশী বাজাতে বাজাতে কেঁদে ফেলেছিলেন কিং। খুব দুঃখ পেয়েছিলেন সবাই তাঁকে ভুল বুঝল বলে।'

গ্লাসে চুমুক দিল মাসুদ রানা। অদেখা বৃদ্ধকে, তাঁর র‍্যাঞ্চ হাউস, কিংডম ইত্যাদি কল্পনার চোখে দেখার চেষ্টা করল। 'কিভাবে যাওয়া যায় ওখানে?'

'কিংডমে?' মাথা দোলাল জনি। 'এখন কোনমতেই সম্ভব নয়। অন্তত বরফ গলা শুরু না করা পর্যন্ত...'

'কখন গলবে বরফ?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'এক মাস পর, কমপক্ষে।'

'অতদিন দেরি করতে পারব না আমি।'

ভুরু কুঁচকে উঠল জনির। 'খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে?'

'তা বলতে পারেন।'

'তাহলে প্রথমে কাম লাকি যেতে হবে। ওখানে ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান নামে এক প্যাকার আছে, সে হয়তো নিয়ে যেতে পারবে আপনাকে, ঠিক জানি না। তবে ম্যাক্স যাকে বলে খানিকটা মানসিক প্রতিবন্ধী। হাবলা পদের মানুষ। নির্বোধ। নির্বোধ বলেই হয়তো আপনাকে কিংডম পৌঁছে দিতে রাজি হবে সে।'

ম্যাপটা বের করল মাসুদ রানা। 'ওখানে যাওয়ার পথ কোনটা?'

জেফ হার্ট বলল, 'কন্টিনেন্টাল রুট ধরে প্রথমে আপনাকে যেতে

হবে অ্যাশক্রফট। ওখান থেকে একশো পঞ্চাশ মাইল হাউস, তারপর হাইড্রলিক, লাইকলি, কীথলি ক্রীক।' জনির দিকে ফিরল সে। 'রাস্তা খোলা আছে তো, জনি?'

'সপ্তাহখানেক আগে খোলা ছিল জানতাম,' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'এখন কি অবস্থা বলতে পারব না।'

'তারপর, কীথলি ক্রীক থেকে?' হার্টকে প্রশ্ন করল রানা।

'ওখান থেকে কাম লাকি খুব কাছে। কিন্তু,' এক হাত রাখল সে ওর কাঁধে। 'আপনি অসুস্থ, মিস্টার রানা। এ অবস্থায় ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না কিছুতেই। এক মাস অপেক্ষা করুন, বরফ গলা শুরু হলে অনায়াসে যেতে পারবেন। কি বলো, জনি?'

'নিশ্চই! এ সময়ে রকিতে চড়া খুবই বিপজ্জনক।'

'কিন্তু আমি এতদিন অপেক্ষা করতে পারব না।'

'বোঝার চেষ্টা করুন ব্যাপারটা,' প্রায় অনুনয়ের সুরে বলল জেফ হার্ট। 'আমি আর জনি, এখানে আমাদের জন্ম। আমরা যা বলছি, জেনেবুঝেই বলছি।'

'কিন্তু আমাকে যেতেই হবে,' জেদের আভাস ফুটল রানার কণ্ঠে।

'বেশ তো,' বলল জনি। 'যাবেন। তবে এক মাস পর।'

মাথা দোলাল ও। 'সম্ভব না।'

'কেন সম্ভব না?' রেগে উঠল হার্ট।

'কারণ...' থেমে গেল রানা।

'যেতে দাও, জেফ,' বলল জনি। 'ছেড়ে দাও, নিজে ব্যবস্থা করে চলে যাক। ঘাড় ত্যাড়া মানুষদের বলে বোঝানো যায় না। তারা বোঝে যখন ঠেকায় পড়ে, তখন।'

লোকটার কণ্ঠের উষ্ণতা টের পেল মাসুদ রানা। 'না, ঠিক তা নয়। মানে...'

'মানে কি? কিসের এত ব্যস্ততা?' বলল জনি।

'মানে...' আবারও খানিক দ্বিধা করল ও। তারপর নিচু গলায়

আরেকদিক তাকিয়ে বলল, 'আর মাত্র দু'মাস আছে আমার আয়ু।'

থমকে গেল জনি-হার্ট। হাঁ করে চেয়ে থাকল রানার মুখের দিকে। পুরো আহাম্মক বনে গেছে। কিছু সময় লাগল ওদের সামলে নিতে। জনি দ্রুত পকেট থেকে তামাক বের করে সিগারেট বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হার্ট আরেকদিকে ফিরে থাকল। অস্বস্তিকর একটা পরিবেশ। অবশেষে জনিই মুখ খুলল প্রথম। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমি খুব দুঃখিত, মিস্টার রানা। না বুঝে কষ্ট দিলাম আপনাকে।'

'আমিও,' হড়বড় করে উঠল হার্ট। 'খুব লজ্জিত আমি।'

'দ্যাট'স...দ্যাট'স অল রাইট,' পাংশু মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করল মাসুদ রানা। 'আমি কিছু মনে করিনি।'

'কিন্তু আপনি তা জানলেন কি করে?' প্রশ্ন করল জেফ হার্ট। 'আগে থেকে নিজের আয়ু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নাকি?'

'সম্ভব। যদি স্টমাক ক্যান্সার থাকে, তাহলে সম্ভব। সেকেন্ডারি পর্যায়ে আছে আমার অ্যানিমিয়া, লন্ডনে পৃথিবীর সেরা ডাক্তার পরীক্ষা করে জানিয়েছে।'

কেউ আর কিছু বলল না।

চার

দীর্ঘ সময় নির্ঘুম কাটল সে রাতটা। বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে থাকল মাসুদ রানা। সিগারেট টেনে চলেছে একটার পর একটা, ডবল গ্লাস উইন্ডোর বাইরে নজর। তাকিয়ে আছে জোছনাভেজা এডিথ ক্যাভেলের আকাশছোঁয়া নিড়লের দিকে। অশুভ এক প্রেতের মত

লাগছে ওটাকে।

মাথার মধ্যে হাজারো আবোল-তাবোল চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে রানার। ঘুরপাক খাচ্ছে, জট পাকিয়ে যাচ্ছে। স্থায়ী বা পরিষ্কার হচ্ছে না কোনটা। ভাবছে ও, অথচ কি ভাবছে জানে না। এক সময় সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে আলো নিভিয়ে দিল মাসুদ রানা। জানালার দিকে ফিরে শুলো। অনেক আগে থেমে পড়েছে জ্যাসপারের জীবনযাত্রা। চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ। ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই, ও কেবল জেগে আছে একা। নিজের কথা ভাবছে। ভাবছে ফেলে আসা নানারঙের দিনগুলোর কথা।

এমন আচমকা শেষ হয়ে যাবে জীবন, কে জানত! কত আশা, কত কল্পনা, সব মুহূর্তে খান্ খান্ হয়ে গেল। রাহাত খান, সোহেল, সোহানা, রূপা, গিলটি মিয়া আরও অনেকের চেহারা ভেসে উঠল মনের চোখে, ছায়াছবির আবছা ইমেজের মত। আর কোনদিন দেখা হবে না প্রিয় মুখগুলো। বাস্তুতম মতিঝিলের সেই ভবন, বিসিআই, নিজের অফিস, সব চিরতরে হারিয়ে গেল মাসুদ রানার জীবন থেকে। বীরের মৃত্যু বরণ করতে চেয়েছিল ও, সে জন্যেই বেছে নিয়েছিল এই বিপজ্জনক পেশা। হলো না। অজান্তে নিয়তি ধুঁকে ধুঁকে মরণ হবে লিখেছিল কপালে। তাই ঘটতে চলেছে, অসহায়ের মত মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করার অপেক্ষায় পড়ে আছে মাসুদ রানা। এক সময় আসবে সে। ভেতরে কিছু একটা কুরে কুরে খাচ্ছে রানাকে, তার কাজ শেষ হলেই দু'চোখ জুড়ে বসবে চির ঘুম। বুকের ভেতর কোথায় যেন চিন্ চিন্ করছে।

চোখ মুছল মাসুদ রানা, উল্টোদিকে ফিরে শুলো। আলবেরি কিংডমের কথা ভাবল ও। যে করেই হোক, পৌঁছতে হবে ওখানে। কিছু একটা কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে নিজেকে। শুয়ে-বসে না মরে কাজ করতে করতে মরবে রানা।

পরদিন লাঞ্চের পর জেফ হার্ট আর জনি কার্সটেয়ার্স এল হোটেলে। মাসুদ রানাকে বিদায় জানাতে। ও কেমন আছে, সে প্রশ্ন কেউ করল না আজ। এমনকি রানার চোখের দিকে সরাসরি তাকালও না একবার।

আপত্তি উপেক্ষা করে ওর ব্যাগ-ব্যাগেজ নিজেরা তুলে নিল, সামনের রাস্তায় অপেক্ষমাণ ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দিল। এদিকে বড় গাড়ি চলে না, তাই গতকালই মাইক্রো বিদায় করে দিয়েছে মাসুদ রানা। বাকি পথ কারে চড়ে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু রাস্তা খারাপ বলে যেতে রাজি হয়নি কোন ড্রাইভার। বাধ্য হয়ে ট্রেনে করেই যেতে হচ্ছে। ওরাও এল স্টেশন পর্যন্ত।

'ড্যাম ইট!' অদৃশ্য কারও উদ্দেশে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল জেফ হার্ট। 'আর একটা মাস পরে হলে আমি নিজে পৌঁছে দিয়ে আসতাম আপনাকে।'

দু'জন দু'দিক থেকে রানার গা ঘেঁষে এগোল গাড়ির দিকে, যেন এখনই পড়ে মরে যাবে ও। সদ্য পরিচিত মানুষ দুটোর প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করল ও। দু'জনে কয়েক কার্টুন সিগারেট আর অজস্র ম্যাগাজিন, বই ইত্যাদি দিয়ে দিল সাথে।

লম্বা বাঁশি বাজিয়ে ছেড়ে দিল ট্রেন। রানার ক্যারিজের সাথে খানিক দূর এগোল জনি আর হার্ট। 'যদি কখনও জরুরী প্রয়োজন পড়ে,' চেঁচিয়ে বলল জনি। 'আমাদের কথা মনে রাখবেন, মিস্টার রানা। টেলিফোন করবেন।'

মাথা দুলিয়ে ধন্যবাদ জানাল মাসুদ রানা।

'আমরা চলেও আসতে পারি যে কোনদিন,' বলল জেফ হার্ট।

পুরু কাঁচের জানালার ওপাশ থেকে হাত নাড়ল মাসুদ রানা। ট্রেনের গতি বেড়ে যাওয়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল জেফ-জনি, মাথার ওপরে হাত তুলে নাড়তে লাগল জোরে জোরে। বাতাস তাড়িত তুষার অল্পক্ষণের মধ্যে আড়াল করে ফেলল ওদেরকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বসে পড়ল মাসুদ রানা। গলার ভেতর কি যেন একটা আটকে আছে ওর, ঠেলাঠেলি করছে। একাকীত্বের যন্ত্রণা চারদিক থেকে চেপে ধরল। ভেবে অবাক হলো রানা, মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয় ওর জেফ আর জনির সাথে। অথচ এখন মনে হচ্ছে হাজার বছরের বন্ধুত্ব ছিল যেন রানার ওদের

সাথে।

ইয়েলোহেড পাসের কাঁধ বেয়ে একটু একটু করে এগোতে লাগল ট্রেন লম্বা এক সরীসৃপের মত। গতি মন্থর। জোরে চলার শক্তি নেই এঞ্জিনের। উঁচু-নিচু চকচকে সাদার রাজত্বে সরু দুটো কালো ফিতে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে চলছে নীল রঙের এক শুয়োপোকা, অদ্ভুত লাগছে দেখতে। দু'দিক থেকেই একটু একটু করে চেপে এল পাহাড় শ্রেণী, মাথার দিক খাওয়া সাদা চাদর মুড়ি দেয়া দৈত্যাকার এককেটা চূড়া। ছমছম করে উঠল রানার গায়ের মধ্যে।

বৈরী পরিবেশের মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে চড়াই ভাঙছে ট্রেন, দক্ষিণে চলেছে। থাম্ভার রিভার অতিক্রম করে রেড স্যান্ড, ব্লু রিভার ও অ্যাঙ্গাসহর্ন পেরিয়ে এল ওরা। কটনউড ফ্ল্যাটস পৌঁছতেই শুরু হলো বৃষ্টি। প্রবল বৃষ্টি আর বাতাস মাথায় করে সন্ধের আগে বার্চ আইল্যান্ড পৌঁছল ট্রেন। এখানে প্রথম চোখে পড়ল রানার, রাস্তা পরিষ্কার। বরফ নেই। মাঝরাতের দিকে অ্যাশক্রফট স্টেশনে ইন করল ট্রেন। এই পর্যন্তই দৌড় কানাডিয়ান রেলওয়ের।

রাতটা যেমন-তেমন এক হোটেলে কাটাল মাসুদ রানা। কাউন্টারে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মাত্র গতকালই খুলে দেয়া হয়েছে কাম লাকির রাস্তা। ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে ভেবে সন্তুষ্ট হলো ও। কিন্তু মুশকিল হলো, ওখানে যাওয়ার মত কোন গাড়ি নেই। শেষ পর্যন্ত এক লগ ওয়াগন ড্রাইভার সাহায্য করতে রাজি হলো। প্রিন্স জর্জ যাবে সে, যাওয়ার পথে রানাকে একশো পঞ্চাশ মাইল হাউস পর্যন্ত এগিয়ে দেবে। তাই সই। পরদিন নাস্তার পর ওয়াগনে চেপে রওনা হলো মাসুদ রানা। অবিরাম বৃষ্টি ঝরছে তখনও, থামার কোন লক্ষণ নেই।

সামান্য পথ পাড়ি দিতে দিন পুরোটাই ব্যয় হয়ে গেল। কাজেই আবার যাত্রাবিরতি। পরদিন আরেক লগ ওয়াগন হাইড্রলিক পর্যন্ত লিফট দিল মাসুদ রানাকে, ওখান থেকে এক ফার্ম ট্রাকে পৌঁছল কীথলি ক্রীক। বৃষ্টি এরমধ্যে পরিণত হয়েছে ঘন তুষারে। সন্ধের পর যখন কীথলি

পৌঁছল ফার্ম ট্রাক, রাস্তা ডুবে গেছে তুষারে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। এ রাতটাও হোটেলেই কাটল ওর। সামান্য কিছু মুখে দিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় উঠল রানা, পরদিন এগারোটা পর্যন্ত ঘুমাল মড়ার মত। রাতেই খোঁজ নিয়ে জেনেছে ও কাম লাকির এক প্যাকার আছে এই হোটেলে, পরদিন লাঞ্চের পর রওনা হবে সে। এগারোটায় হোটেল মালিক ঘুম ভাঙাল ওর, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে বলল। আর কিছুক্ষণ পর রওনা হবে প্যাকার।

খিদে লেগেছিল প্রচণ্ড। বড় দুই ফালি স্টেক, চারটে ডিম দিয়ে তৈরি ফ্রাই আর পর পর দু'কাপ কফি খেয়ে কিছুটা সুস্থির হলো মাসুদ রানা। তৈরি হয়ে নেমে এল নিচে। সামনের রাস্তায় অপেক্ষমাণ এক লরিতে গ্রোসারি সামগ্রী বোঝাইয়ের কাজে ব্যস্ত ছিল প্যাকার লোকটা, তার হাতে ওকে তুলে দিল হোটেল মালিক। লোকটা মধ্য বয়স্ক, কম করেও পঁয়তাল্লিশ হবে। দেখলে বোঝা যায় প্রচণ্ড পরিশ্রমী। দীর্ঘদেহী, মুখটা কুঠারের মত। দু'হাত প্রায় হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ তার। আজদাহা এক বীয়ার স্কিন কোট আর কানঢাকা ফার ক্যাপ পরে আছে। ওকে তেমন একটা গুরুত্ব দিল না সে।

সাড়ে বারোটায় রওনা হলো ওরা। স্টিয়ারিং হুইল ধরে রাস্তার ওপর সতর্ক নজর রেখে লরি চালাচ্ছে প্যাকার। রানার ব্যাপারে আগ্রহ নেই মোটেই।

'আপনি কাম লাকির স্থানীয়?' এক সময় নিজেই মুখ খুলল ও।

জবাবে ঘোঁৎ করে উঠল লোকটা, মাথা দোলাল।

'হোটেল আছে নিশ্চই ওখানে?'

আবারও একই আওয়াজ ও ভঙ্গি করে উত্তর দিল সে।

হাল ছেড়ে দিল মাসুদ রানা। আয়েশ করে বসে মন দিল রাস্তা দেখায়। প্রায় খাড়া উঠে গেছে রাস্তা, বরফমোড়া পাহাড়ের সাথে মাঝে মাঝে গাঢ় রঙের বনও আছে, আকাশছোঁয়া নানান জাতের সব গাছ। এক আধ ঝলক নদীও চোখে পড়ছে কখনও ওর ফাঁকে। মাথায় তুষারের

বোঝা নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলো। ক্যাবের গোঁ-গোঁ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। জনমানুষের চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোনদিকে। ভৌতিক এক পরিবেশ। তীর্যকভাবে উঠে চলেছে লরি। এক ঘণ্টা পর লিটল রিভার পার হলো ওরা। ব্রিজ অতিক্রম করার সময় নিচে তাকাল মাসুদ রানা, প্রায় কালির রং নদীর পানি।

একটু একটু করে গাছের পরিমাণ বেড়ে চলল দু'দিকে। পাহাড় ঠেলে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। সামনে অবিশ্বাস্যরকম উঁচু এক শৃঙ্গ চোখে পড়তে সামনে ঝুঁকে তাকাল রানা। ওটা কত উঁচু বোঝা গেল না, মাথা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে। হঠাৎ কি খেয়াল হতে পাশে তাকাল ও, প্যাকারের কুড়াল মুখের দিকে তাকাল। কাল রাতে জনি কি নাম যেন বলছিল কাম লাকির সেই প্যাকারের?

'আপনার নাম ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান?'

এতক্ষণে ধ্যানভঙ্গ হলো লোকটার। ঘুরে দেখল রানাকে। 'জা।' সামান্য কুঁচকে উঠল তার কপাল, বোধহয় ভাবছে ও তার নাম জানল কি করে।

'আমি আলবেরি কিংডমে যেতে চাই। পৌঁছে দিতে পারবেন আপনি?'

'আলবেরি কিংডম!' হঠাৎ করে ভীষণ আগ্রহী হয়ে উঠল লোকটা, কর্কশ কণ্ঠে রীতিমত চার্জ করল ওকে, 'সেখানে কি?'

'এমনিই যেতে চাই,' বলল মাসুদ রানা।

'এমনি মানে!'

কি ভেবে আসল উদ্দেশ্য বলল না ও। 'অনেক নাম শুনেছি ওখানকার, তাই দেখব বলে এসেছি।' ব্যাটা কিংডমের নাম শুনে খেপে গেল কেন ভাবতে লাগল।

'কিংডম দেখার শখ হলো এই অফ সীজনে? আপনি কে, অয়েল ম্যান?' কথা নয়, যেন একেকটা বোমা বের হচ্ছে লোকটার কুড়াল মুখ দিয়ে।

'না।'

'তাহলে?' কঠোর দৃষ্টিতে ওকে দেখল ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান। খেয়াল করল রানা, দু'চোখ কুঁচকে আছে তার।

পাল্টা প্রশ্ন করল ও, 'কেন আমাকে অয়েল ম্যান মনে হলো আপনার?'

'গত বছরও কিছু অয়েল ম্যান সার্ভে করতে গিয়েছিল কিংডমে। এক পাগল বুড়োর সম্পত্তি কিংডম। মহা ধাপ্পাবাজ ছিল বুড়ো, কিংডমে তেল আছে বলে জব্বর ধোঁকা দিয়েছে কাম লাকির মানুষদের। বুড়ো শয়তান! মরে গেছে! তবে যাওয়ার আগে অনেককে পথে বসিয়ে দিয়ে গেছে! আমার ভাইকে জিজ্ঞেস করবেন, তাহলে জানতে পারবেন ব্যাটা কত মানুষের সর্বনাশ করেছে।'

'আপনি কিং সাউলের কথা বলছেন?' নরম গলায় প্রশ্ন করল রানা।

'আহ্!' ঘোঁৎ করে উঠল সে ফের। 'কিং সাউল!' মুখ ভ্যাঙচাল। 'তার সাথে দেখা করতে এসেছেন আপনি? সে তো নেই, বললাম না?'

'আমি জানি।'

সন্ধের খানিক আগে এক সরু লেকের কাছে পৌঁছল ওরা। ম্যাপের দিকে তাকিয়ে বুঝল রানা, এর শেষ মাথায় আছে কাম লাকি। ভেতরে উত্তেজনা বোধ করল ও। ওপরের গাছপালার আচ্ছাদন পিছিয়ে গেল এক সময়, খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল লরি। সামনেই হাঁটু বরফে তলানো কাম লাকি চোখে পড়ল রানার। শহরটা কাত হয়ে গড়ে উঠেছে পাহাড়ের ঢালে। বেশির ভাগই ছাড়া ছাড়া হতশ্রী মার্কা কাঠের ঘর। দু'চারটে দালানও আছে এখানে ওখানে। ভয় হলো রানার, বড় ধরনের তুষার ধস যদি কখনও ঘটে, তার সাথে কাম লাকিও গড়িয়ে এসে মুখ থুবড়ে পড়বে লেকে।

একটা দীর্ঘ, নিচু কাঠের ঘরের সামনে লরি দাঁড় করাল ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান। ওটার সামনে-পিছনে, দু'দিকে পাহাড়-সমান স্তূপ করে রাখা আছে লগ। হাজার হাজার লগ, সব পাইনের। ঘরের একটা দরজায়

ঝুলছে হলুদ সাইনবোর্ড। তাতে লেখা আছে ঃ ট্রিভেডিয়ান ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি, অফিস। খুলে গেল অফিসের দরজা, ভেতর থেকে এক চীনা বের হলো। সে আর ম্যাক্স মিলে লেগে পড়ল মাল খালাসের কাজে, রানার দিকে লক্ষ নেই কারও।

লরি থেকে নামল মাসুদ রানা। ওদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে দড়াম করে লাগাল দরজা। কাজ হলো, গলা বাড়িয়ে তাকাল চীনা। 'এখানে থাকতে চান আপনি, মিস্টার?'

'এটাই হোটেল?' বিস্ময় চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো ও।

'না, বাঙ্ক হাউস। পাহাড়ের ওপরে থান্ডার ক্রীকে রাস্তার কাজ চলছে, ওখানকার লেবাররা থাকে।'

তাও ভাল, ভাবল রানা। 'হোটেলটা কোথায়?'

'ইউ মীন, ম্যাক'স প্লেস?' হাত তুলে সামনে, ডানে যাওয়ার একটা রাস্তা দেখাল সে। 'সামনে যান, ওদিকে।'

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ব্যাগ-ব্যাগেজ তুলে নিল মাসুদ রানা, নরম তুষারে হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে এগোল। রাস্তাটা সরু। দু'দিকের বিষণ্ণ চেহারার জীর্ণ ঘরগুলো দেখতে দেখতে হাঁটছে ও মন্থর গতিতে, ঢাল বেয়ে উঠতে কষ্ট হচ্ছে। ঘরগুলো বেশিরভাগই পোড়ো, বুঝল রানা, কারণ একটাতেও মানুষের ছায়া পর্যন্ত চোখে পড়েনি ওর। কোনটার দরজা-জানালা নেই, কোনটার চাল নেই। প্রতিটার দরজায় একটা করে সাইনবোর্ড আছে, রং-লেখা যার বেশিরভাগই গায়েব হয়ে গেছে। যা দু'একটা পড়া গেল, তাতে গোটা কয়েক সেলুন, ডাক্তারের চেম্বার, জেনারেল স্টোর ইত্যাদির অতীত উপস্থিতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো মাসুদ রানা। বাণিজ্যিক এলাকা ছিল এটা কোনকালে। এখন ভূতুড়ে।

খানিকটা এগোতে কাঠের উঁচু সাইডওয়াকের দেখা পেল মাসুদ রানা। তাও বহু আগের। প্রায়ই একটা-দুটো, এমনকি কোথাও একসঙ্গে চারটে পর্যন্ত প্ল্যাঙ্কের খবর নেই। আরও কিছুদূর এগোতে মানুষের সাড়া

পেল রানা, বেশ কয়েকটা মোটামুটি ধরনের শ্যাক চোখে পড়ল। এদিকের সাইডওয়াক চলনসই। কাম লাকির একমাত্র হোটেল বা ম্যাক'স প্লেস, দালান। এবং এ শহরের সবচেয়ে বড় ভবন। নাম গোল্ডেন কাফ।

বার রুমটা খুবই বড় আর প্রশস্ত গোল্ডেন কাফের। এক দেয়াল জুড়ে দীর্ঘ বার, পিছনে বড়সড় লিকার শেলফ। তবে খালি, পানীয় নেই। পিছনের ঝাপসা আয়নাগুলো বেরিয়ে আছে। চার দেয়ালে ঝুলছে কিছু নগ্ন, অর্ধনগ্ন নারীদেহের ছবি। কয়েকটা পাথরের টেবিল, কিছু ভগ্নপ্রায় চেয়ার, আর একটা আয়রন ফ্রেমড্ পিয়ানো আছে বারে। আর আছে বড় একটা ড্রাম স্টোভ। রুম গরম রেখেছে ওটা। দেখলে বোঝা যায়, এখন যাই হোক, কোন এককালে এডওয়ার্ডিয়ান আভিজাত্য ছিল গোল্ডেন কাফের।

স্টোভের কাছের এক টেবিলে তাস খেলছিল দুই বৃদ্ধ, একযোগে ঘুরে তাকাল তারা মাসুদ রানার দিকে। বোঝা নামিয়ে একটা চেয়ার নিয়ে স্টোভের দিকে এগোল রানা। এরইমধ্যে ওর উইন্ডব্রেকারে জমে ওঠা বরফ গলতে শুরু করেছে। ওটা খুলে চেয়ারে বসে পড়ল রানা ধপ্ করে, খ্যাচম্যাচ শব্দে তীব্র আপত্তি জানাল চেয়ার। চোখ বুজে কিছুক্ষণ বসে থাকল ও, এত ক্লান্তি লাগছে যে কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না। একটুপর ধোঁয়া উঠতে শুরু করল রানার ট্রাউজার থেকে। ভিজে গিয়েছিল, উত্তাপ পেয়ে শুকোচ্ছে এখন। নীরবে ওকে পর্যবেক্ষণ করছে দুই বৃদ্ধ, কথা নেই কারও মুখে। তবে আগন্তুককে দেখে তারা যে বিস্মিত হয়েছে, তা দু'জনের চোখ দেখলেই বলে দেয়া যায়।

'একটা রুম হবে?' শক্তি সঞ্চয় করে অনেকক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল মাসুদ রানা।

ওকে মুখ খুলতে দেখে চমকে উঠল যেন দুই বৃদ্ধ। দীর্ঘক্ষণের অপলক চোখে পলক পড়ল একজনের টিপ-টিপ করে, অন্যজন খুক্ করে কেশে উঠল। কিন্তু উত্তর দিল না কেউ, দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে ব্যস্ত হয়ে

পড়ল হাতের কাজে। ভাল করে লোক দুটোকে দেখল রানা। এত দুঃখের মাঝেও হাসি পেল তাদের কাণ্ড দেখে। স্টোভের পিছনের একটা বন্ধ দরজার পাশে বেল পুশ আছে দেখতে পেয়ে হাঁটুতে ভর রেখে ঠেলে তুলল ও নিজেকে, টিপে দিল বেল।

ভেতরে কোথাও টুংটাং আওয়াজ উঠল, খানিক পর বন্ধ দরজার ওপাশে পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজা খুলে উঁকি দিল এক বুড়ো চীনা। মাসুদ রানাকে দেখে বেরিয়ে এল সে, কাছে এসে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে, মুখে মাপা হাসি। 'কি করতে পারি আপনার জন্যে?'

'একটা রুম চাই,' বলল মাসুদ রানা।

'একটু অপেক্ষা করুন, স্যার। আমি মিস্টার ম্যাককে ডেকে আনি।' দ্রুত পায়ে চলে গেল চীনা। প্রায় পরক্ষণেই এক টেকোকে নিয়ে ফিরল। কম করেও আশি হবে এ লোকের বয়স। তার চাউনি দেখে মাছের প্রত্যাশায় অপেক্ষমাণ একপেয়ে বকের কথা মনে পড়ল মাসুদ রানার, যদিও মনের ভাব আড়াল করার চেষ্টায় কোন ত্রুটি ছিল না তার।

'আপনি মিস্টার ম্যাক?' প্রশ্ন করল ও।

'আসলে ম্যাকক্লিলান,' বলল টেকো। 'ফ্লোরেন্স ম্যাকক্লিলান। কিন্তু এখানকার সবাই ম্যাক ডেকে ছোট করে ফেলেছে নামটা। সে যাক, আপনি রুম চান?'

'হ্যাঁ।'

'ওচ্! অসুবিধে নেই, ম্যানেজ করে দিচ্ছি। কোত্থেকে এসেছেন আপনি, স্যার? নাম কি?'

বলল রানা।

'উয়ীল উয়ীল! নো পবলেম। আমরা আসলে জুনের শেষ সপ্তা না পড়া পর্যন্ত তৈরি হই না, বুঝলেন? তখন ফিশারমেন আসে, ট্যুরিস্টরা আসে। তার আগে পর্যন্ত ফাঁকাই থাকে হোটেল। আমাদের সাথে কিচেনে বসে খেতে আপত্তি নেই তো আপনার?'

'মোটেই না।'

দোতলায় রাস্তারদিকের এক রুম দেয়া হলো মাসুদ রানাকে। ভালই

লাগল ওর রুমটা। অন্তত গত তিনরাত যে সব হোটেলে থেকেছে, সেগুলোর তুলনায় প্রায় স্বর্গ এটা। একটা খাট, একটা চেস্ট অভ ড্রয়ার, এক সেট চেয়ার-টেবিল এবং একটা ওয়াশ বেসিন, সাকুল্যে এই হলো ফার্নিচার। মেঝেতে ধুলো বা কাগজের টুকরো, কিচ্ছু নেই। একদম পরিষ্কার। কাপড় বদলে হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হতে না হতে বৃদ্ধ চীনা এসে জানিয়ে গেল চা তৈরি, ম্যাকের পরিবারের সবাই ওর জন্যে অপেক্ষা করছে।

নেমে এল মাসুদ রানা। প্রকাণ্ড কিচেনে ফ্লোরেন্স ম্যাকক্লিলান পরিবারের অন্যেরা উপস্থিত। ম্যাক বিপত্নীক। সে পরিচয় করিয়ে দিল রানাকে সবার সাথে। জেমস ম্যাকক্লিলান তার ছেলে। জেমসের স্ত্রী পলিন, তার দুই ছেলে-মেয়ে, জ্যাকি আর কিটি, এই নিয়ে ম্যাকের পরিবার। জেমস বছর ত্রিশেক বয়সের হবে, অনুমান করল মাসুদ রানা। চেহারা কাঠখোট্টা ধরনের। চোখের রং নীল। নাক দীর্ঘ, ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকা। লোকটার চাউনি, ভাবচক্কর সুবিধের মনে হলো না। হামবড়া ভাব আছে। সম্ভবত রগচটা।

পলিন ঠিক উল্টো। হাফ ফ্রেঞ্চ মেয়েটি, চমৎকার হাসিখুশি টাইপের। বহিরাগত আরও একজন আছে টেবিলে। ব্যায়াম বীরের মত স্বাস্থ্য লোকটার, বয়স অনুমান চল্লিশ। সারা দেহে বেলে রঙের পশম তার। লোকটাকে বেন ক্রেসি, এঞ্জিনীয়ার বলে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। থান্ডারক্রীক রোড এরই তত্ত্বাবধানে তৈরি হচ্ছে।

খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ কোন কথা বলল না, এমনকি বাচ্চা দুটোও না। গলদা চিংড়ি ফ্রাই, ডিম, দুধ দিয়ে বিকেলের ভোজনপর্ব সারা হলো। রানা তেমন কিছু খেল না, একটা চিংড়ি আর কফি খেল শুধু। তারপর বেরিয়ে এসে বার রুমের আগুন ঘিরে বসল পুরুষরা। রানা সিগারেট ধরিয়ে ঝিম্ মেরে বসে থাকল। পথের ক্লান্তি বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে ওর। বৃদ্ধ ম্যাক পাইপ টানার ফাঁকে অনেকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল রানাকে। 'এই অসময়ে কাম লাকি কেন এলেন আপনি,

মিস্টার রানা?'

অন্যমনস্ক ছিল ও, তাই খানিকটা চমকে উঠল। তাকাল বৃদ্ধের দিকে। 'আলবেরি কিংডম নামে এক জায়গা আছে এখানে, চেনেন?'

'আয়ি,' মাথা দোলাল ম্যাক।

'ওখানে যাব।' সিগারেটে চুমুক দিল মাসুদ রানা। জেমস, এঞ্জিনীয়ার ক্রেসি ঝট্ করে ঘুরে তাকাল ওর দিকে। দৃষ্টিতে কৌতূহল প্রত্যেকের।

'কি করে যাওয়া যায় কিংডমে?' জানতে চাইল ও।

'বেনকে জিজ্ঞেস করুন,' এঞ্জিনীয়ারের দিকে ফিরল ম্যাক, ঘন ঘন কয়েকটা টান দিল পাইপে। 'ও ভাল বলতে পারবে।' কিন্তু কি ভেবে পরক্ষণে নিজেই প্রশ্ন করল সে, 'ক্রীক হেডে বরফ কেমন জমেছে, বেন?'

'প্রচুর! প্রায় উরু সমান। ওই বরফ ঠেলে কোনমতেই কিংডমে পৌঁছানো সম্ভব নয়। অন্তত পায়ে হেঁটে।'

এবার মুখ খুলল জেমস। 'ওখানে কেন যেতে চান আপনি?' জানতে চাইল সে ভারিক্কি ঢঙে। রানার সন্দেহ হলো লোকটা যেন ঝগড়া বাধাবার জন্যে মুখিয়ে আছে।

'কিংডম দেখতে যাব।' এঞ্জিনীয়ারের দিকে ফিরল রানা। 'আপনি যে রোড তৈরি করছেন, সেটা কিংডমের দিকে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন তৈরি হচ্ছে ও রাস্তা?'

রানাকে দেখল বেন ক্রেসি। কাঁধ ঝাঁকাল। 'আর যে জন্যেই হোক, ট্যুরিস্টদের সুবিধের জন্যে নয়।'

বুড়ো ম্যাক বলল, 'আপনি ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন বলেছিলেন না তখন?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা।

'ওখানে বসে কিংডমের নাম জানলেন কি করে আপনি?'

ঠোঁট মুড়ে খানিকক্ষণ বসে থাকল মাসুদ রানা। 'আমি আলবেরি

সাউলের গ্র্যান্ডসন।'

চাউনিতে বিস্ময় ফুটল সবার। থমকে গেছে। সামনে ঝুঁকে এল বৃদ্ধ। 'গ্র্যান্ডসন বললেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু দেখে তো মনে হয় না! তার স্বাস্থ্য, চেহারা কিছুর সাথেই মিল নেই আপনার!' বলে মাথা ঝাঁকাল ম্যাক। 'তা...মিল থাকতেই হবে তেমন কোন কথাও অবশ্য নেই। কিংডম দেখতে এসেছেন তাহলে আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?' খ্যাপাটে দৃষ্টিতে ওকে দেখছে জেমস, কণ্ঠে রাগের আভাস।

লোকটাকে দেখল মাসুদ রানা। হঠাৎ রেগে ওঠার কি হলো তার ভেবে পেল না। 'কারণ ও জমি এখন আমার।'

'আপনার!' লাফিয়ে উঠল প্রায় জেমস। দৃষ্টিতে নিখাদ অবিশ্বাস। 'কিন্তু আমরা তো জানি কিংডম বিক্রি হয়ে গেছে! লারসেন মাইনিং কোম্পানি কিনে নিয়েছে!'

এবার মাসুদ রানার বিস্মিত হওয়ার পালা। 'লারসেন মাইনিং...!' চট্ করে মনে পড়ে গেল নামটা হেনরি ফেরগাসের অফিসের দরজায় লেখা দেখেছে ও সেদিন। একেবারে নতুন লেখা। 'না। কেনার প্রস্তাব দিয়েছিল এক পার্টি, আমি ফিরিয়ে দিয়েছি।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল জেমস, লাথি মেরে ফেলে দিল চেয়ার। ঠিকই ধরেছিলাম, ভাবল মাসুদ রানা, ব্যাটা ভারি রগচটা। 'ফিরিয়ে দিয়েছেন!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'কিন্তু...' থেমে গেল, ঘুরে তাকাল এঞ্জিনীয়ারের দিকে। 'পিটারের সাথে কথা বলা দরকার এখনই,' জরুরী গলায় বলল সে।

'হ্যাঁ, চলো।' উঠে পড়ল বেন ক্রেসি। দু'পা এগিয়ে থেমে পড়ল সে, রানার দিকে তাকাল। 'সত্যিই আপনি আলবেরি সাউলের গ্র্যান্ডসন?'

'মিথ্যে বলে আমার লাভ?'

'এবং আপনি কিংডমের বর্তমান মালিক?'

মেজাজ চড়তে লাগল রানার। 'হলে আপনার কোন অসুবিধে আছে?' বলেই খেয়াল করল, লোকটা ভীত, আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ব্যাপার কিছুই বুঝে উঠতে পারল না মাসুদ রানা। এরা এমন অস্বাভাবিক আচরণ করছে কেন, হলো কি এদের?

'প্রমাণ করতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল জেমস ম্যাকক্লিলান।

'কি?'

'বলছি কিংডমের মালিক যে আপনি, তা প্রমাণ করতে পারবেন?'

রেগেমেগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ও, থেমে গেল শেষ মুহূর্তে। ভাবল দেখাই যাক, কোনদিকে গড়ায় ব্যাপারটা। 'পারব।'

'ফর গড'স সেক, দেখান কিছু একটা!'

প্রচুর সময় নিয়ে ওপরে এল মাসুদ রানা, অ্যাচেনসনের দেয়া দ্বিতীয় সেল ডীড নিয়ে এসে দিল তাকে। 'এটা দেখুন। আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোনে কথা বলুন অ্যাচেনসনের সাথে।'

ডীডটা উল্টে পাল্টে দেখল জেমস। হাত কাঁপছে তার। 'অ্যাচেনসনের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে আপনার?'

'না হলে ওটা আমার হাতে আসার কথা নয়।' সিগারেট ধরাল রানা।

'কিংডম বিক্রির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন?'

'এই ডীডে আমার সই করার কথা ছিল প্রায় বাহাত্তর ঘণ্টা আগে। শেষ সময় ছিল ওটা। দেখতেই পাচ্ছেন আমি করিনি।'

'ক্রাইস্ট অলমাইটি!' দাঁতের ফাঁক দিয়ে সশব্দে শ্বাস নিল জেমস। 'তার মানে...!' ঝট্ করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে, যেন ওখানে এখনই অলৌকিক একটা কিছু ঘটবে যা রানাকে সিদ্ধান্ত বদলাতে প্রভাবিত করবে। কিন্তু ঘটল না তেমন কিছু। জানালার কাঁচ কেবল ভেতরের দৃশ্যই প্রতিবিম্বিত করল।

'আমি দেখতে পারি?' হাত বাড়াল এঞ্জিনীয়ার। নিঃশব্দে ডীডটা দিল সে তাকে। পড়ল বেন, মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, পিটারের সাথে কথা বলা প্রয়োজন এখনই। এটা আমরা রাখতে পারি, মিস্টার রানা?'

'হ্যাঁ, রাখুন। কিন্তু সমস্যাটা কি বলুন তো?'

'কিচ্ছু না,' দ্রুত বলল জেমস, ডীড থাবা দিয়ে কেড়ে নিল এঞ্জিনীয়ারের হাত থেকে। 'কোন সমস্যা নেই। আমরা জানতাম কিংডম বিক্রি হয়ে গেছে।' দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল সে, বেন অনুসরণ করল তাকে।

ঘুরে ম্যাকের দিকে তাকাল রানা। বুড়ো আঙুল দিয়ে পাইপের বাউলে তামাক ঠাসছে লোকটা। 'ওদের অদ্ভুত আচরণের কি অর্থ, মিস্টার ম্যাক?'

ব্যস্ত হলো না বৃদ্ধ উত্তর দেয়ার জন্যে। সময় নিয়ে পাইপ ধরাল, ধোঁয়া ছাড়তে লাগল নিরুদ্বিগ্ন চেহারায়। 'আপনি তাহলে কিংডমের নতুন মালিক? ভাল। কিন্তু এতদূর ছুটে আসার আসল কারণ কি আপনার, বলুন তো?'

'আগেই বলেছি জায়গাটা দেখতে চাই আমি।'

'শুধুই তাই, না বুড়োর মত কোন বদ মতলব আছে?'

'মানে?'

'আপনার দাদার অয়েল ফিভার ছিল। কিন্তু...' শ্রাগ করল ম্যাক, পুরো করল না কথাটা।

'তাঁকে চিনতেন আপনি?'

'অবশ্যই! খুব সহজ মানুষ ছিল না লোকটা। বদমেজাজী ছিল, এক চোটে হাজারটা কথা বলত। কথায় কথায় ঘুসি মারত টেবিলে। তবে...মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা ছিল তার, নো ডাউট। সবাইকে বলে বেড়াত কিংডমে তেল আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সব ফক্কা।' হঠাৎ মুখ তুলল বৃদ্ধ। 'কিংডম নিয়ে কি পরিকল্পনা আছে আপনার, মিস্টার রানা?'

'ওখানে থাকার কথা ভাবছি আমি।'

'হোয়াট! কিংডমে?'

'এতে অবাক হওয়ার কি আছে? আমার দাদা থাকতেন।'

'আয়ি। বিশ বছর থেকেছে আলবেরি সাউল।' 'থোক্' করে খানিকটা তামাক ফেলল ম্যাকক্লিলান। 'কিন্তু আপনি অন্তত অমন বোকামি করবেন না, ও জায়গা আপনার থাকার উপযুক্ত নয়। আর যদি তেলের স্বপ্ন দেখে থাকেন মনে মনে, ভুলে যান। কারণ এ শহরের আমরা প্রায় সবাই তেল তেল করে সমস্ত কিছু খুইয়েছি। তেল নেই ওখানে। দুই নিকেলও মূল্য নেই কিংডমের। ওচ্! তবে র‍্যাঞ্চ করতে চাইলে অন্য কথা।'

চেয়ার ছাড়ল বৃদ্ধ। পায়ে পায়ে রানার চেয়ারের কাছে এসে দাঁড়াল, মুখ তুলে তাকে দেখল ও। 'এ জায়গাটাই আপনার উপযুক্ত নয়, মিস্টার,' শীর্ণ এক হাতে ওর কাঁধ ধরল ম্যাক। 'খুব কঠিন জায়গা এটা, আগন্তুকদের খুব সহজে গ্রহণ করতে পারে না কাম লাকির অধিবাসীরা।'

'তাই? প্রতিবছর হাজার হাজার ট্যুরিস্টকে কিভাবে গ্রহণ করেন তাহলে আপনারা?'

'তারা সবাই স্রেফ ট্যুরিস্ট, তাই সমস্যা হয় না কোন। কিন্তু আপনি তা নন, মিস্টার। আমার কথা শুনুন, বিক্রি করে দিন কিংডম, ঘরে ফিরে যান।'

একটু ভাবল মাসুদ রানা। সিদ্ধান্ত নিল এখনই পরিকল্পনা ফাঁস করবে না। আরও অপেক্ষা করে দেখবে। কেন সবাই এভাবে উঠে পড়ে লেগেছে ওর পিছনে, বুঝতে হবে ভাল করে। সব না বুঝে এদের সাথে কথা বাড়ানো ঠিক হবে না। 'দেখি, ভেবে দেখি।'

কঠোর দৃষ্টিতে ওকে দেখছিল ম্যাক, নরম হলো তা রানার কথা শুনে। 'আয়ি, ভেবে দেখুন।' পায়ে পায়ে বেরিয়ে গেল সে ঘর ছেড়ে।

হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে থাকল মাসুদ রানা। ভীষণ পরিশ্রান্ত

লাগছে। কে জানত এখানে এসে এই ঝামেলায় পড়তে হবে? ও কিংডম বেঁচতে না চাইলেও বোঝা যাচ্ছে এরা ওকে দিয়ে জোর করে হলেও বিক্রি করিয়েই ছাড়বে। যা ভেবে এসেছিল, তার সবই এখন দেখা যাচ্ছে উল্টে গেছে। এখানকার সবাই, সবকিছুই দেখা যাচ্ছে ওর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াতে কোমর বেঁধে নেমেছে। কিন্তু কেন? শুধুই ক্ষতিপূরণ পাবে বলে? না আরও কোন কারণ আছে?

পরদিন ঘুম থেকে উঠল রানা আটটায়। ভোরের দিকে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েছে ও কেবল, বাকি সময় কেটেছে নানান চিন্তায়-দুশ্চিন্তায়। ম্যাজমেজে শরীর নিয়ে বিছানা ছাড়ল রানা, খিদে লাগেনি মোটেই, তবু তৈরি হয়ে চলে এল কিচেনে। টেবিলে মাত্র একজনের নাস্তার বন্দোবস্ত দেখা গেল। বৃদ্ধ চীনা ছাড়া কেউ নেই কিচেনে।

'সবাই খেয়ে নিয়েছে,' ওর অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তরে বলল বৃদ্ধ। বিনা বাক্য ব্যয়ে সামান্য কিছু খেয়ে উঠে পড়ল মাসুদ রানা। রুমে এসে জ্যাসপার থেকে কেনা এক জোড়া ওয়াটার প্রুফ বুট পরল, গায়ে চাপাল পুরু উইন্ড চীটার। কান ঢাকা ফার ক্যাপ ও দস্তানা পরল। তারপর খুদে একটা দূরবীন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তুষার পড়ছে না আজ, বাতাসও নেই। তবে আকাশ থমথমে, ধূসর মেঘে ঢাকা।

রাস্তা একদম ফাঁকা দেখে তাজ্জব হয়ে গেল মাসুদ রানা, মানুষের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। এ কেমন শহর ভেবে পেল না ও, ঘরেই বন্দী থাকে নাকি সবাই রাতদিন? দিনের এই সময় এমন জনশূন্য থাকে কোন লোকালয়, কাম লাকিতে না এলে বিশ্বাসই করত না রানা। বাঙ্কহাউসের উদ্দেশে হাঁটতে থাকল ও। এক হেভী আমেরিকান ট্রাক দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছে ওটার সামনে। তার পিছনে জোড়া আছে এক বুলডোজার। ট্রাকের কাছে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। উঁকি দিয়ে দেখল ক্যাব খালি, ড্রাইভার নেই। তবে এঞ্জিন চালু আছে।

ট্রিভেডিয়ান ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির অফিসে লোকটার খোঁজ নেবে

কি না ভাবছিল রানা, এই সময় দরজা খুলে বেরিয়ে এল ড্রাইভার। কাছে এসে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। 'সকালের বাস মিস্ করেছেন?' মানুষটা যতটা না দৈর্ঘে, তারচেয়ে প্রস্থে বেশি বলে মনে হলো রানার। বাকস্কিন জ্যাকেটে প্রায় পোলার ভাল্লুকের মত দেখাচ্ছে।

'না,' রানাও হাসল।

'তার মানে আপনি থান্ডারক্রীক রোডে কাজ করেন না?' একটু যেন বিস্মিত হলো ড্রাইভার।

'না।'

'অর্থাৎ এখানে থাকেন! ক্রাইস্ট! ষাটের নিচের কেউ এই ঠাটাপড়া জায়গায় থাকে আজই প্রথম জানলাম।'

'আমি ট্যুরিস্ট,' বলল মাসুদ রানা। সিগারেট বের করে ড্রাইভারকে অফার করল, নিজেও ধরাল একটা। 'না বুঝে অসময়ে এসে পড়েছি, একটু ঘুরে ফিরে যে দেখব, সুযোগই পাচ্ছি না। আপনি ওপরে যাচ্ছেন, থান্ডার ক্রীকে?'

'হ্যাঁ। যাবেন নাকি রাস্তার কাজ দেখতে?'

'যাব।'

'দেন জাম্প ইন।'

গাড়ি ছাড়ল ড্রাইভার। বেসুরো, হেঁড়ে গলায় গান ধরল। প্রথমে লেকের দিকে এল সে, তারপর বাঁয়ের এক রাস্তা ধরে এগোল, কাল কাম লাকি আসার সময় মেঘের জন্যে যে পাহাড় চূড়ার প্রান্ত দেখতে ব্যর্থ হয়েছিল রানা, ট্রাকটা সেদিকেই যাচ্ছে বলে মনে হলো। 'কি নাম ওটার?' আঙুল তুলে পাহাড়টা ইঙ্গিত করল ও। আজও তার চূড়া মেঘে ঢাকা।

'সলোমন'স জাজমেন্ট।'

'ওদিকেই যাচ্ছি আমরা?'

'হ্যাঁ। থান্ডার ক্রীক ওর কাছেই।'

'থান্ডারক্রীক রোড কোথায় গিয়ে শেষ হবে?'

'কেবল্ হয়েস্ট আছে একটা ওখানে। সলোমন'স জাজমেন্টের মাঝের গভীর এক খাঁড়ি মালপত্র, মানুষ পারাপারের জন্যে বসিয়েছে পিটার ট্রিভেডিয়ান, সেই পর্যন্ত গিয়ে। অনেক বড় প্রজেক্ট, ইউ নো! কয়েক মিলিয়ন ডলারের। এখন মেঘের জন্যে সব পরিষ্কার দেখতে পাবেন না, সীজনে এলে দেখবেন কী চমৎকার সব দৃশ্য! নাকি আগেও এদিকে এসেছেন আপনি?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'জীবনে এই প্রথম। আগে কখনও অন্তত দেখার ইচ্ছে নিয়ে রকিতে আসিনি।'

'ও, তাহলে ঠিক আছে। আপনি বুঝতেই পারবেন না কি কি মিস্ করছেন। আপনার মত আদেখলে ট্যুরিস্টের কাছে রকির এখন আর তখন সবই সমান।' ঝুঁকে সামনে তাকাল ড্রাইভার। 'আপনি মনে হচ্ছে লাকি, জাজমেন্টের মেঘ কেটে যাচ্ছে। দেখতে পাবেন হয়তো কিছু। কোয়াইট আ সাইট, আহাঁ!'

মাসুদ রানাও ঝুঁকল। এই প্রথম চোখে পড়ল চুড়ো একটা নয় ওখানে, দুটো। এখান থেকে খুব কাছাকাছি মনে হয়। সরাসরি এগোচ্ছিল বলে কাল বা আজ এতক্ষণ ব্যাপারটা চোখে পড়েনি, এ মুহূর্তে তেরছাভাবে এগোচ্ছে ওরা, তাই বোঝা গেল। দুটো চুড়োই সমান উঁচু। প্রায় কালচে খয়েরী রঙের দানবীয় দুই স্তম্ভ, কোথায় তাদের মাথা কে জানে!

আরেকটু এগোতে দু'পাশে পড়ল ঘন বন। প্রচুর গাছ। নব্বই ভাগই তার পাইন। এত ঘন আর উঁচু ওগুলো যে সামনে রাস্তার ওপর পাতার বেষ্টনী ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না এখন। বড় একটা সুড়ঙ্গ ধরে চলেছে যেন ওরা। বরফের ভারে নুয়ে আছে গাছগুলো। পথের ওপর জমে থাকা বরফের কার্পেটে ট্রাক-বুলডোজারের চাকার দাগ দেখা যাচ্ছে। পথের পাশে কোথাও কোথাও স্তূপ হয়ে আছে বরফ। বেলচা দিয়ে রাস্তার ওপর থেকে সরিয়ে জমা করেছে নিশ্চয়ই রোড লেবাররা।

চড়াই ভাঙতে শুরু করল ওরা। পথ এখানে অনেক খাড়া। পিছনে

বুলডোজার থাকায় শক্তি বেশি খাটাতে হচ্ছে, গোঁ-গোঁ আওয়াজ করছে ট্রাকের এঞ্জিন। রাস্তা অনুমান বারো ফুট চওড়া, প্রায় প্রতি মাইলের মাথায় আছে একটা করে পাসিং পয়েন্ট, প্রায় চব্বিশ ফুটমত চওড়া পয়েন্টগুলো। বিপরীতমুখী দুই ট্রাক বা বুলডোজার যাতে অনায়াসে একটা অন্যটাকে পাশ কাটাতে পারে সেজন্যে এই ব্যবস্থা। ছোট ছোট কয়েকটা কাঠের সেতুও আছে পথে, ছোট পাহাড়ী নালা বা ঝরনা পার হওয়ার জন্যে। কোনটাই পনেরো-বিশ ফুটের বেশি নয় চওড়ায়। মোটা কাণ্ডের মজবুত লগ, তারওপর প্ল্যাঙ্ক বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে ওগুলো।

এক সময় আচমকা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ট্রাক, গোঁয়ারের মত অদম্য শক্তিতে প্রায় অনায়াসে ঠেলে তুলে নিয়ে চলেছে ওটাকে প্রচণ্ড শক্তিধর এঞ্জিন। অনেক কাছে এসে পড়েছে এখন সলোমন'স জাজমেন্টের জোড়া স্তম্ভ। এবার ও দুটোর চুড়ো দেখতে পেল মাসুদ রানা। অবিশ্বাস্যরকম উঁচু! বরফ ফুঁড়ে সুচের মত বেরিয়ে আছে দুই যজম ভাই যেন। আকারে গঠনে প্রায় একইরকম দেখতে।

'ওই যে, সলোমন'স জাজমেন্ট,' বলল ড্রাইভার। গিয়ার শিফট করল।

'আপনি আলবেরি কিংডম চেনেন?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'নাম শুনেছি,' রাস্তায় নজর রেখে বলল লোকটা। 'যাইনি কখনও। এক বুড়ো ছিল জায়গাটার মালিক। চিনতাম তাকে।'

'জায়গাটা কোথায় জানেন?'

'হ্যাঁ।' সাবধানে একটা সেতু অতিক্রম করল লোকটা। অনির্দিষ্ট-ভাবে যমজ চুড়ো ইঙ্গিত করল। 'ওখানে।'

মনটা দমে গেল মাসুদ রানার। সর্বনাশ! অত উঁচুতে উঠতে হবে? 'এই রাস্তা ওটার কাছ দিয়ে গেছে?'

'রাস্তা!' হা-হা করে হেসে উঠল ভাল্লুক। 'তিন হাজার ফুট খাড়া ক্লীফে রাস্তা? কী যে বলেন না!'

ডানে দ্রুত বাঁক নিল ট্রাক। সরাসরি সামনে দুটো বুলডোজার

দাঁড়িয়ে আছে দেখা গেল। একদল শ্রমিক কাজ করছে তার কাছে। রাস্তা আচমকা শেষ হয়ে গেছে ওখানে। কাছে গিয়ে ট্রাক দাঁড় করাল ড্রাইভার। 'ব্যস্, এই পর্যন্তই দৌড় আমার।'

নেমে পড়ল মাসুদ রানা। দেখল প্রায় খাড়া এক ঢালের মাথায় রয়েছে ও এ মুহূর্তে। কয়েক ফুট সামনে ঝপ্ করে সোজা নেমে গেছে পাহাড়। কয়েকশো ফুট নিচে প্রশস্ত এক খাঁড়ি, তার মাঝখান দিয়ে বেগে ছুটে চলেছে নদী। পানির আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে রানা। সামনে যেখানে রাস্তা শেষ হয়েছে, সেদিকে এগোল ও। জায়গাটা চওড়া। ধারেকাছে গাছের বংশও নেই, অনেকটা জায়গা কেটে সাফ করে ফেলা হয়েছে।

চোখ তুলে এদিক-ওদিক তাকাল মাসুদ রানা। ওর ড্রাইভারটিকে তফাতে দাঁড়িয়ে বেন ক্রেসির সাথে কথা বলতে দেখল। রানা ঘুরে তাকাতে হাত নাড়ল বেন। গতরাতের অস্বাভাবিক আচরণের ছিটে-ফোঁটাও দেখল না ও লোকটার মধ্যে। 'কতদূর যাবে আপনার এই রাস্তা?' জানতে চাইল রানা।

খাঁড়ির পাশ দিয়ে আঙুল ঘুরিয়ে খানিকটা দূরে, একই সমতলে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বিল্ডিং দেখাল সে। মাঝখানের রাস্তা ধসে পড়ায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ওটা। 'সামান্য! দুশো গজমত।'

'আই সী!' ঘুরে জোড়া স্তম্ভের দিকে তাকাল ও দূরবীনে চোখ লাগিয়ে। ধোঁয়া উড়ছে ও দুটোর গায়ে জমাট বাঁধা বরফ থেকে। দুই স্তম্ভের মাঝখানে, নিচের দিকে কি যেন একটা দেখল রানা। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে ভাল করে তাকাল আবার সেদিকে। পরমুহূর্তে স্থির হয়ে গেল, যখন বুঝল একটা কংক্রীটের বাঁধের দিকে তাকিয়ে আছে ও। মাঝের কিছুটা বাদে প্রায় কমপ্লিট এক ড্যাম ওটা। একটু ভাবল রানা বিষয়টা নিয়ে।

অ্যাচেনসন বলল ড্যামের কাজে হাত দিতে যাচ্ছে কিংডমের সম্ভাব্য বায়ার। অথচ এখন দেখা যাচ্ছে মাঝের একটা অংশ বাদে ওটা প্রায়

তৈরি হয়েই আছে। ব্যাপারটা কি? মোটকা ড্রাইভারের দিকে এগোল মাসুদ রানা। 'এই রাস্তা কেন তৈরি করা হচ্ছে, ওই ড্যাম কমপ্লিশনের জন্যে?'

'হ্যাঁ।' আঙুল তুলে বিচ্ছিন্ন দালানটা দেখাল লোকটা। 'ওই দালান থেকে সলোমন'স জাজমেন্ট পর্যন্ত একটা কেবল্ হয়েস্ট আছে, ওই পর্যন্ত যাবে এ রাস্তা। ওটা হয়েস্ট কেসিং। বাঁধ তৈরির সরঞ্জাম এই রাস্তা ধরে যাবে ওই কেসিং পর্যন্ত, তারপর ওখান থেকে হয়েস্টে চড়ে বাঁধের মিডল সেকশনে পৌঁছবে খাঁড়ি অতিক্রম করে। ওই কেব্‌ল ধরে চলে হয়েস্ট।'

চিন্তিত মনে সেদিকে তাকাল মাসুদ রানা। খানিক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল কেবল্ লাইনটা। কেসিং থেকে কয়েকটা কংক্রীট পাইলনে ভর দিয়ে লাইনটা চলে গেছে পরের স্তম্ভের দিকে। থান্ডার ক্রীক আর জাজমেন্টের মাঝে যোগসূত্র রচনা করেছে ওটা। দূরবীন নামাল মাসুদ রানা। কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করছে।

'আলবেরি কিংডম ঠিক কোন জায়গাটায়?'

জাজমেন্টের দূরের স্তম্ভটা দেখাল ড্রাইভার। 'ওটার কাছেই, ওপাশে।'

এঞ্জিনীয়ারের খোঁজে তাকাল মাসুদ রানা। খানিক দূরে একজন সহকারীর সাথে কি যেন আলাপ করছে লোকটা। দূরে দুটো বুলডোজার দেখল রানা, বড় বড় বোল্ডার বয়ে নিয়ে আসছে। তৈরির আগে রাস্তার খানা-খন্দ ভরাট করা হবে ওগুলো দিয়ে।

'কিংডমের বাউন্ডারি কোথায় শুরু জানেন?'

মাথা দোলাল ড্রাইভার। 'তা বলতে পারব না।'

ভেতরে ভেতরে রেগে উঠতে লাগল মাসুদ রানা। এরা ওর কিংডম বিক্রি করে দেয়ার ব্যাপারে এতই নিশ্চিত ছিল যে ড্যাম নির্মাণে হাত দেয়ার আগে একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করার প্রয়োজন মনে করেনি। 'ওই ড্যাম তৈরির কাজ কবে শুরু হয়েছে?'

'তিন বছর আগে। গত বছর খুব বড় এক ভূমিধসে এই রাস্তা ভেঙে পড়ায় কাজ বন্ধ ছিল এতদিন। এখন আবার শুরু হয়েছে।'

রাগে গা জ্বলে গেল মাসুদ রানার।

পাঁচ

ওখানে দাঁড়িয়ে সেই মুহূর্তেই পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মাসুদ রানা, কিংডম বিক্রি করবে না ও। কোনমতেই না। এতক্ষণ মনে যাও বা একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, অনিশ্চয়তা ছিল, দূর হয়ে গেছে তা। এ পর্যন্ত সরাসরি কখনোই বলেনি রানা যে কিংডম ও বিক্রি করবে না। মনে যাই থাক, মুখে বলেনি।

ভেবে রেখেছিল তেল পাওয়ার সম্ভাবনা যদি দেখা যায় আসলেই নেই, আলবেরি সাউলের ধারণা ভুল, তাহলে অয়েল কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের কথা ভেবে হলেও বেচে দেবে ও জমি। কেবল হস্তান্তরের জন্যে সময় চেয়ে নেবে যা হোক কিছু একটা বলে। কিন্তু এদের অসহ্য বাড়াবাড়ি খেপিয়ে তুলেছে ওকে, বাধ্য করেছে দ্রুত নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে।

ওর জানা নেই কিংডম ঠিক কোথায়, তবে ওই বাঁধের কাছেই যে কোথাও, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। বাঁধের কাজ শেষ হয়ে গেলে কিংডম থাকবে না, তলিয়ে যাবে পানির নিচে। অ্যাচেনসন বলেছে ওকে, ভোলেনি মাসুদ রানা। কাজেই এর একটা বিহিত করা প্রয়োজন। কিন্তু কি ভাবে তা সম্ভব করা যায় ভেবে পেল না। বাঁধ নির্মাণের সপক্ষে নাকি প্রাদেশিক পার্লামেন্টে আইন পাস করিয়ে নিয়েছে এরা। কিসের

ওপর ভিত্তি করে তা পাস হলো জানতে হবে। কিন্তু জমি ও বেচবে না কিছুতেই। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লড়ে যাবে রানা এদের বিরুদ্ধে।

ক্রেসির দিকে এগোল ও। এ মুহূর্তে একা আছে সে। মনে হলো ওকেই পর্যবেক্ষণ করছিল, রানা ঘুরে তাকাতে সে-ও আরেকদিকে তাকাল। এখন বুঝতে পারছে রানা গত রাতে এই ব্যাটা আর জেমস কেন ওরকম করেছিল। রানা ডীডে সই না করলে ড্যামের কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে, কয়েক মিলিয়ন ডলারের কন্ট্রাক্ট ছুটে যাবে তাহলে, সেই কারণেই। গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটছে মাসুদ রানার। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে ও, জানে এখন কোন কারণে উত্তেজিত হওয়া একেবারেই উচিত হবে না। সে দিন নেই মাসুদ রানার, যা করার সংযত হয়ে করতে হবে এখন।

'কার নির্দেশে এই রাস্তা তৈরি করছেন আপনি?' জানতে চাইল ও।

চোখ কুঁচকে ওকে দেখল এঞ্জিনীয়ার। পাল্টা প্রশ্ন করল, 'জেনে কি করবেন?'

'আমার ধারণা ওই ড্যাম আমার কিংডমের ক্ষতির কারণ হবে।'

'তো?'

'নিজের ক্ষতি যাতে না হয়, সে ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে, তাই...'

'করুন না গিয়ে। নিষেধ করেছে কেউ?'

ধাঁ করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল রানার। এক পা এগোল ও ক্রেসির দিকে। ভাগ্য ভাল যে দু'হাত চীটারের পকেটে ছিল, নইলে ওর পাকানো মুঠি দেখে ফেলত ব্যাটা, ঝামেলা বেধে যেতে পারত। 'আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি,' গলা যথাসম্ভব শান্ত রেখে বলল মাসুদ রানা।

বিরক্ত হলো ক্রেসি। 'দেখুন, কোথায় আপনার কিংডম, আর কিসে তার ক্ষতি হবে, আমি জানি না। জানতে চাইও না। আমি ট্রিভেডিয়ানের জমিতে কাজ করছি। তাতে আপনার কোন ক্ষতি নিশ্চই হচ্ছে না।'

'এখনই হচ্ছে না তা ঠিক, তবে তার আয়োজন করছেন আপনি এই রাস্তা তৈরির মাধ্যমে।'

'তাহলে দয়া করে পিটার ট্রিভেডিয়ানের সাথে কথা বলুন গিয়ে। আমাকে ঝামেলায় ফেলবেন না। আমি বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র।'

নীরবে ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা। ঠিক বলেছে বেন ক্রেসি, পিটার ট্রিভেডিয়ানের সাথেই কথা বলতে হবে। দূর থেকে হেঁকে উঠল ড্রাইভার, ওকে বোঝাতে চাইল ফিরে যাচ্ছে সে। এগিয়ে গেল মাসুদ রানা। কাম লাকি ফিরে ট্রিভেডিয়ান ট্রান্সপোর্ট অফিসে খোঁজ নিল। দেখা গেল অফিস তালা মারা, নেই কেউ। ড্রাইভার লোকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে গোল্ডেন কাফে চলে এল মাসুদ রানা।

বারে কয়েকজন খদ্দেরকে দেখল ও, প্রত্যেকের বয়স পঁয়ষট্টি-সত্তরের ওপর। বীয়ার পান করছে। 'পিটার ট্রিভেডিয়ানকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?' একজনের উদ্দেশে বলল রানা।

'কীথলি ক্রীক গেছে পিটার,' বলল লোকটা। 'জেমসও গেছে তার সাথে।'

বৃদ্ধা চীনাকে দেখে নিজের জন্যেও বীয়ারের অর্ডার দিল ও। বসে পড়ল একটা খালি টেবিলে। কথা বলতে হবে অ্যাচেনসনের সাথে, ভাবল মাসুদ রানা। তাকে জানাতে হবে ওর সিদ্ধান্তের কথা। বুড়ো ম্যাক এসে ঢুকল বার রুমে। 'আপনার টেলিফোনটা ব্যবহার করতে পারি?'

'নিশ্চই পারেন,' বলেই হেসে উঠল বৃদ্ধ। 'কিন্তু এক সপ্তা ধরে মরে পড়ে আছে ব্যাটা, অসুখ সারতেই চায় না। সারা শহরে মাত্র দুটো ফোন, একটা আমার, অন্যটা পিটার ট্রিভেডিয়ানের। কোম্পানি খুব একটা গুরুত্ব দেয় না।'

আবার ভাবতে বসে গেল মাসুদ রানা। আজ ফোন করা গেল না তাহলে। দেখা যাক, কালকের মধ্যে যদি ঠিক না হয় ম্যাকের টেলিফোন, অন্য ব্যবস্থা দেখতে হবে। রুমে এসে চীটার, বুট খুলে শুয়ে পড়ল রানা। মাথায় রাজ্যের চিন্তা। একটায় লাঞ্চের ঘণ্টা শুনে উঠল ও।

এবার ডাইনিং টেবিলে নতুন আরেকজনকে দেখল মাসুদ রানা। লোকটা বেন ক্রেসির মতই খাটো, গায়ের রং তামাটে। ডান গালে দীর্ঘ এক কাটা দাগ তার, কান থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত। ওটার জন্যে খারাপ লাগার কথা, অথচ উল্টে ভালই লাগল রানার, দাগটা যেন তার চেহারা আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। চোয়াল চৌকো লোকটার, নাক খাটো, খাড়া। কালো চুল। চেহারায় ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান ভাব আছে।

আজ জেমস নেই টেবিলে, ফেরেনি। আগন্তুকের সাথে রানাকে পরিচয় করিয়ে দিল ম্যাক। তার নাম ব্লাডেন। বয় ব্লাডেন। নামটা চেনা চেনা মনে হলো ওর, কোথায় যেন শুনেছে রানা এর নাম।

'গতকালই জিন তোমার কথা বলছিল, বয়,' বলল ম্যাক। 'বলছিল ট্রাকগুলোর ব্যবস্থা করতে যে কোনদিন এসে পড়বে তুমি।'

'জিন আছে এখনও?'

'আছে।'

'হয়েস্টের কাজ কতদূর?'

'এখনও কিছু বাকি। হয়ে যাবে অল্পদিনের মধ্যে, কাজ খুব জোরেশোরে চালাচ্ছে ক্রেসি।' মুখ তুলল বৃদ্ধ। 'থাকছ তো এখন? নাকি চলে যাবে?'

'থাকছি। ওগুলো না নিয়ে যাচ্ছি না এবার।'

চোখ তুলছে না মাসুদ রানা, কিন্তু মন দিয়ে শুনছে ওদের আলোচনা। হঠাৎ করেই লোকটাকে চিনে ফেলল ও। রুজার ফেরগাসের মুখে এর নাম শুনেছে রানা। হাফ ইন্ডিয়ান বয় ব্লাডেন। ভাল পাইলট। এই লোক গত বছর সার্ভে করেছিল কিংডমে।

'বুঝলেন, মিস্টার রানা, এই ব্লাডেনই গতবার সার্ভে করেছিল কিংডমে। দুর্ভাগ্য! হঠাৎ ধস নেমে রাস্তা বসে গেল, ফলে সমস্ত ইকুইপমেন্ট ওখানে ফেলেই চলে আসতে হয়েছে বেচারীকে। পুরো ক্যাপিটাল আটকা পড়ে আছে এর কিংডমে।'

কিছু বলল না মাসুদ রানা। খাওয়া শেষ করে চলে এল রুমে।

সিগারেট ধরিয়ে পরবর্তী করণীয় নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল। ঘুমিয়ে পড়েছিল ও, নিচ থেকে জেমসের হাঁকডাক শুনে জেগে গেল। চেঁচিয়ে বাপকে ডাকছে সে। ঘড়ি দেখল রানা, চারটা বাজে। জেমস যখন এসেছে, ভাবল ও, নিশ্চয়ই পিটার ট্রিভেডিয়ানও এসেছে। কোট গায়ে চাপিয়ে নেমে এল রানা। কোনদিক না তাকিয়ে বাঙ্কহাউসের দিকে চলল।

ঠিকই ভেবেছিল ও। ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির অফিস খোলা। দরজা পুরো বন্ধ নয়, সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। কাঠের ধাপ টপকে বাঙ্কহাউসের সামনের টানা বারান্দায় উঠল ও। এগোতে গিয়েও থমকে গেল ভেতর থেকে উত্তেজিত চেঁচামেচি শুনে। '...এখন কেন তড়পাচ্ছ?' মোটা গলায় খেঁকিয়ে উঠল কেউ। 'সব ওই জাহান্নামে নিয়ে তোলার সময় এ চিন্তা আসেনি মাথায়? আমি যদি জঞ্জাল সরিয়ে রাস্তার কাজ শুরু না করতাম, জীবনে কোনদিন পারতে ওগুলো নামিয়ে আনতে? প্রচুর খরচ হয়েছে আমার। ওর কমে পারব না আমি, যাও!'

'ঠিক আছে,' বলল আরেক কণ্ঠ। বুঝল রানা, এ বয় ব্লাডেন। 'দেখি, ম্যাক আর জেমস কি বলে। ভ্যালির মালিক তুমি হলেও হয়েস্টে ওদের অর্ধেক শেয়ার আছে।'

'যাও, দেখো বলে লাভ হয় কি না। আমার কথার বাইরে ওরা যাবে না, মনে রেখো। ট্রাকগুলো যদি চাও, যা দাবি করেছি তাই দিতে হবে তোমাকে।'

'ড্যাম ইউ, ট্রিভেডিয়ান!' চেঁচিয়ে উঠল ব্লাডেন, পরমুহূর্তে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। রানাকে খেয়ালই করল না সে, পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় নেমে হন্ হন্ করে হাঁটতে লাগল।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল মাসুদ রানা, তারপর নক্ করে ঢুকে পড়ল অফিসে। ঘরটা ছোট। ও প্রান্তে একটা ডেস্কের ওপাশে বসে আছে ক্রু কাট্ দেয়া লাল চুলো এক লোক। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে বয়স। ঘাড়ের অস্তিত্বই নেই, সরাসরি কাঁধের ওপর বসে আছে তার প্রায় গোল মাথা।

নাকের নিচে সরু গোঁপ আছে। কানের নিচের অংশ প্রশস্ত লোকটার, সোজা তাকালে মুখটা অবিকল পেঁপের মত লাগে। ধূর্ত চাউনি। টেলিফোন কাছে এনে রিং করতে যাচ্ছিল সে, থেমে গেল ওকে দেখে।

'মিস্টার পিটার ট্রিভেডিয়ান?'

'আপনি নিশ্চই মিস্টার মাসুদ রানা?' হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল সে, হাত বাড়াল। আরেক হাতে ঠেলে সরিয়ে দিল টেলিফোন। তার হাসি দেখে রানার মনে হলো ওটা নিশ্চই রাবার স্ট্যাম্প করা রেডিমেড হাসি। 'বসুন। জেমসের মুখে শুনেছি আপনার আসার কথা। সিগারেট?'

'না, ধন্যবাদ।' বসল রানা।

'ওয়েল। বুঝতে পারছি কেন এসেছেন। ভাবছিলাম আমিই গিয়ে দেখা করব আপনার সাথে।' একটা সিগারেট ধরাল পিটার। 'আমি সোজা কথার মানুষ, মাসুদ রানা, ইউ নো! আপনি কিংডম বিক্রির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন শুনে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। আপনি হয়তো জানেন, আমি সলোমন'স জাজমেন্ট ড্যাম নির্মাণের কাজ পেয়েছি। আরও আগেই শেষ হয়ে যেত কাজ, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে...'

বাধা দিল ও। 'আমি জানি কেন হয়নি শেষ।'

'বুঝুন তাহলে। এই গ্রীষ্মের মধ্যে বাকি কাজ শেষ করতে হবে আমাকে, অথচ মালপত্র বয়ে নেয়ার মত রাস্তা নেই। রাস্তা নির্মাণ, তারপর বাঁধ। তাই আগেভাগেই শুরু করে দিয়েছি, পরে যাতে ঝামেলায় পড়তে না হয়।'

'সবই বুঝলাম। বুঝলাম না কেবল আমার সাথে আগে কেন যোগাযোগ করা হলো না। কেন জানানো হলো না ড্যামের কথা। কেন এতবড় ঝুঁকি নিলেন আপনি?'

'এখানে দুটো পয়সা রোজগার করতে হলে ঝুঁকি নিতেই হবে, মিস্টার রানা। বাদ দিন, আপনিই বা কেন আটকে রেখেছেন কিংডম?

কি করবেন ও দিয়ে? নাকি দাম মনমত হয়নি?'

'না, টাকার জন্যে নয়।'

'তাহলে কিসের জন্যে?' বিস্মিত হলো পিটার। 'আমি তো ভেবেছি সমস্যা টাকার অঙ্ক নিয়েই। সত্যিই কিংডমে থাকার কথা ভাবছেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

খানিক ভাবল লোকটা। 'দুনিয়ায় আর জায়গা পেলেন না থাকার? শুনুন, মাসুদ রানা, ওই রাস্তা আর বাঁধ যদি তৈরি করতে পারি আমি, এখানকার গরীব মানুষরা দুটো পয়সার মুখ দেখবে। ওপারে অনেকগুলো খনি ছিল, বছর ত্রিশেক আগে ভয়ঙ্কর এক ভূমিকম্পে পাহাড় ধসে বুজে গেছে। ড্যাম শেষ করে ওখানে একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট বসাব আমি, খনিগুলো আবার চালু করব। চেষ্টা করব অন্তত। যদি পারি, যারা তেলের আশায় আপনার দাদাকে টাকা দিয়ে ফকির হয়েছে, তাদের কিছু উপকার হবে। এক সময় কাম লাকির মানুষের সবই ছিল, আজ কিছু নেই। আমার বাবাও প্রচুর টাকা দিয়েছিল আপনার দাদাকে। তারপর সে যে টাকার শোকে মারা গেছে, তা নিশ্চই আপনি জানেন।'

'আমি জানি। সেজন্যে দুঃখিত...'

হেসে উঠল পিটার ট্রিভেডিয়ান। 'দুঃখিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সে সব অতীত এখন। আমরা সে দুঃখের কাহিনী ভুলতে চাই। শহরে যদি একটা চক্কর দিয়ে আসেন, দেখতে পাবেন কিসের মধ্যে বাস করে মানুষ। বয়স্কদের সাথে কথা বলে দেখুন, জানতে পারবেন কত কষ্টে আছে তারা। কিংডম বিক্রির মাধ্যমে তারা যদি ক্ষতিপূরণ পায়, যদি ভবিষ্যতে পাওয়ার প্ল্যান্ট বা খনিতে কাজ করার সুযোগ পায়, তাতে আপনার আপত্তির কিছু থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। কিংডমে যদি তেল প্রাপ্তির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকত, তাও না হয় মানা যেত। কিন্তু ওরকম এক বিচ্ছিন্ন জায়গায় থাকবেন বলে যদি আপনি কিংডম আটকে রাখেন, সে বড় দুঃখজনক ব্যাপার হবে না কি? বিশেষ করে

যেখানে কিছুই অজানা নেই আপনার কিংডম সম্পর্কে?'

অনেক প্রশ্ন, অথচ একটারও উত্তর নেই ওর কাছে, তাই চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। আলবেরি সাউল এখানকার ক্ষতিগ্রস্তদের কথা ভেবেছেন, পিটারও তাই ভাবছে। পার্থক্য কেবল দৃষ্টিভঙ্গি আর বিশ্বাসের। একদিক থেকে বরং এ লোক সুবিধেজনক পর্যায়ে আছে। রেবেকার দাদার বিশ্বাস এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কোনদিন হবে কি না তাও নিশ্চিত নয়। অন্যদিকে পিটারের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কিছু নেই, চোখে আঙুল দিয়ে বাস্তব নির্দেশ করছে সে।

'ওয়েল, মিস্টার রানা, কি ঠিক করলেন? যদি আপনি কিংডম বিক্রি করেন, হাইড্রো ইলেক্ট্রিক প্রজেক্টের কাজ চলবে। আর কাম লাকির...'

'ওই প্রজেক্টের মূল কন্ট্রাক্টর কে?'

'হেনরি ফেরগাস।'

'রজার ফেরগাসের ছেলে?'

'রাইট।'

একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'যদি আমি বিক্রি না করি কিংডম?'

ইতস্তত ভঙ্গিতে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল লোকটা প্রথমবার। 'জানি না।' চট্ করে উঠে দাঁড়াল, পিছনের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পিছন থেকে তার চওড়া, ঢালু কাঁধের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। ক্রু কাট চুলের নিচে খুলি দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। অনেকক্ষণ পর ঘুরল পিটার ট্রিভেডিয়ান। 'কাম লাকিকে সবাই বলে ভুতুড়ে শহর, মিস্টার রানা। একে আগের প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে দেয়ার একটা সুযোগ আছে আপনার হাতে। ভেবে দেখুন।'

সিগারেট ধরিয়ে আনমনে টানতে থাকল পিটার। 'আজ কীগুলি ক্রীক গিয়েছিলাম আমি। ওখান থেকে ফোনে কথা বলেছি হেনরি ফেরগাসের সাথে, জমির দাম আরও কিছু বাড়িয়ে ধরার পরামর্শ দিয়েছি তাকে।'

'বলেইছি তো টাকার জন্যে নয়।'

'ওয়েল, মে বি!' তিক্ত কণ্ঠে বলল সে। 'তবু টাকার আলাদা একটা ক্ষমতা আছে। হোটেলে ফিরে গিয়ে আরেকটু ভাবুন বিষয়টা নিয়ে, প্লীজ! এর সাথে বৃহত্তর স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত। রাস্তার কাজ দেখতে খুব শিগগিরি কাম লাকি আসবে হেনরি ফেরগাস। আপনার সাথে দেখা করবে সে তখন। দয়া করে সিরিয়াসলি ভেবে সিদ্ধান্ত নেবেন।'

উঠে পড়ল মাসুদ রানা। দ্বিধান্বিত। চিন্তায় কুঁচকে আছে কপাল।

'চললেন?'

'হ্যাঁ।'

'যান। ভাল করে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। দেখা হবে।'

হোটেলে যখন ফিরল ও, তখন বিকেলের চা পর্ব শুরু হতে চলেছে। খাওয়ার ফাঁকে কয়েকবার চোখ পড়ল জেমস ম্যাকক্লিলানের ওপর, প্রতিবারই লোকটাকে আড়চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল মাসুদ রানা। চোখাচোখি হতেই নজর ফিরিয়ে নেয়। বয় ব্লাডেন বসেছে তার পাশে, ভয়ানক গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে। পালা করে দু'জনকে দেখতে লাগল রানা। জেমসের সাথে আলোচনা যে খুব ফলপ্রসূ হয়নি, তা ব্লাডেনের মুখ দেখেই বুঝল ও।

সামান্য কিছু গিলে তাড়াতাড়ি উঠে গেল জেমস। খুব ব্যস্ত। নিশ্চয়ই পিটার ট্রিভেডিয়ানের কাছে যাচ্ছে, ভাবল মাসুদ রানা, তাকে ও কি বলেছে তা শুনতে। একটু পর ব্লাডেনও উঠে পড়ল। এই সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল রানা, তার পিছন পিছন বার রুমের স্টোভের সামনে এসে বসল ও।

'আপনার সাথে কিছু কথা আছে।'

মুখ তুলে রানাকে দেখল লোকটা। 'নিশ্চই।' চেয়ার ঘুরিয়ে ওর দিকে ফিরে বসল। 'বলুন।' নার্ভাস দৃষ্টিতে ওকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল সে। 'কিংডম সম্পর্কিত কোন তথ্য চান?'

'গত বছর ওখানে আপনি সার্ভে করেছেন বলে শুনেছি আমি।'

'কার কাছে জানতে পারি?'

'রজার ফেরগাস।'

নার্ভাস ভাবটা কেটে গেল বয় ব্লাডেনের। 'বুড়ো শকুনের কাছে? তাঁর সাথে দেখা হয়েছে আপনার!'

শ্রাগ করল মাসুদ রানা। 'না হলে সে বলল কি করে?'

'ঠিক কথা। আমারই ভুল। হ্যাঁ, করেছিলাম সার্ভে। যদি আপনি তার ফলাফল জানতে চান, তাহলে গত বছর তেসরা ডিসেম্বরের এডমন্টন জার্নাল দেখতে হবে। ওতে আছে ডিটেলস।'

'ডিটেলস প্রয়োজন নেই। শুধু বলুন ফল কি ছিল, নেগেটিভ অর পজেটিভ?'

'নেগেটিভ।'

'কোন্ ধরনের সার্ভে ছিল ওটা?'

'সিসমোগ্রাফিক।'

'সিসমো সার্ভের রেজাল্ট কতটা নির্ভরযোগ্য মনে করেন আপনি?'

দৃষ্টি পাল্টে গেল হাফ ইন্ডিয়ানের। কপাল কুঁচকে রানাকে দেখল সে খানিক, তারপর হাত উল্টে নখ পরীক্ষায় মন দিল। গালের কাটা দাগটা মনে হলো যেন মুহূর্তের জন্যে সাদা হয়ে উঠল তার। 'এই টেস্ট নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না কোথায় তেল আছে, কোথায় নেই। তবে রকের ফর্মেশন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিতে পারে, যা দেখে জিওফিজিসিস্টরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে ঠিক কোন স্পটে ড্রিল করতে হবে।'

'আই সী। রক ফর্মেশনের মধ্যে অয়েল ট্র্যাপড় হয়ে থাকে, তাই না?'

'হ্যাঁ। এক ধরনের ডোম আকৃতির পাথর, ডোমের ওপরের অংশে থাকে তেল। যেখানে অ্যান্টিসিলিন আছে, সেখানে থাকে এই বিশেষ ডোম।'

'তাহলে কিংডমে যে সার্ভে গতবার করেছেন, তাতে আপনি পুরো নিশ্চিত যে ওখানে তেল পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, এই তো?'

মাথা দোলাল বয় ব্লাডেন।

'আপনি শিওর?'

'রিপোর্টটা দেখলে বুঝবেন আপনি। ওতে সব পরিষ্কার...'

'আমি রিপোর্টের ব্যাপারে আগ্রহী নই। আপনার মত জানতে আগ্রহী।'

নজর নেমে গেল লোকটার। দ্বিধাগ্রস্ত লাগছে। 'আপনি বোধহয় ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারেননি। সাগরে যেমন জাহাজ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ইকো-সাউন্ডিং ডিভাইসের সাহায্যে পরীক্ষা চালানো হয়, আমিও কিংডমে তাই করেছি। ডিটেক্টিং ডিভাইসের সাহায্যে কয়েক জায়গার শক ওয়েভ রেকর্ড করেছি, তারপর ফিগারগুলো পাঠিয়ে দিয়েছি লুইস অ্যান্ড উইনিকে। রিপোর্ট ওরা তৈরি করেছে।' আসন ছাড়ল লোকটা। 'আপনি ওদের সাথে যোগাযোগ করলে...'

'মিস্টার ব্লাডেন,' শান্ত, অনুচ্চ কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'আমি আপনার মত জানতে চেয়েছি।'

'আমার ব্যক্তিগত কোন মতামত নেই,' প্রায় বিড়বিড় করে বলল সে। দরজার দিকে পা বাড়াবার উদ্যোগ নিল, যেন পালাতে চায়।

'কিংডমে তেল থাকার কোন সম্ভাবনা আছে কি না, আমি শুধু তাই জানতে চেয়েছি। প্রশ্নটা নিতান্তই সাধারণ ছিল।'

'রিপোর্টে বলা হয়েছে নেই।'

লোকটা বার বার রিপোর্টের ওপর জোর দিচ্ছে দেখে সন্দেহ হলো মাসুদ রানার, নিশ্চয়ই কিছু গোপন করতে চাইছে সে। তার চোখে চোখ রেখে একই প্রশ্ন অন্যভাবে করল ও, 'আপনি রিপোর্টের সাথে একমত?'

'দেখুন, আমার তাড়া আছে। বলেছি তো...'

'আপনি ওই রিপোর্টের বক্তব্য মানেন, কি মানেন না?'

খানিক ভেবে পেল না ব্লাডেন কি বলবে। এক পলক রানাকে দেখেই চোখ নামিয়ে নিল। দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'হ্যাঁ।'

কিসের 'হ্যাঁ'? ভাবল মাসুদ রানা, কোনটার? প্রথমটার, না

পরেরটার? সোজা একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে এত কিসের দ্বিধা বয় ব্লাডেনের? কেন সরাসরি দিল না সে?

সাড়ে সাতটায় ডিনার খেল ওরা। টেবিলে তিন জনকে অনুপস্থিত দেখা গেল সে সময়। জেমস, ক্রেসি আর ব্লাডেন। খাওয়া সেরে বৃদ্ধ ম্যাক কিচেন ত্যাগ করতে পলিনের উদ্দেশে বলল রানা, 'জিন লুকাস নামে এক মেয়ে থাকত এখানে, চেনেন তাকে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চই! ইংরেজ। এখনও আছে জিন, মিস রুথ গ্যারেট আর তার বোনের সাথে থাকে। দেখা করতে চান জিনের সাথে?'

'হ্যাঁ।'

'একটু অপেক্ষা করুন। থালা-বাসন ধোয়া শেষ হলে আমি নিয়ে যাব আপনাকে।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

আধ ঘণ্টা লাগল পলিনের কাজ শেষ করতে। অভুক্ত তিনজনের জন্যে টেবিল সাজিয়ে ভারি এক বীয়ারস্কিন কোট পরে তৈরি হয়ে এল সে। বার রুমে সবাই বসে আছে দেখে ভেতরে ভেতরে অবাক হলো মাসুদ রানা। এত লোক এখানে, কিচেনে বসে বোঝাই যায়নি। কয়েকজন বৃদ্ধের সাথে বুড়ো ম্যাক বসে আছে দেখা গেল। তাদের কাছেই বসা জেমস, ক্রেসি, ব্লাডেন এমনকি পিটার ট্রিভেডিয়ানও। নিচু কণ্ঠে আলোচনা করছে।

ওদের সাড়া পেয়ে থেমে গেল ওরা, সবাই ঘুরে তাকাল একযোগে। চোখ কুঁচকে পলিনকে দেখল জেমস। মুহূর্তের জন্যে সন্দেহ হলো রানার, লোকটা সম্ভবত পলিনকে যেতে দেবে না। 'টেবিল রেডি,' স্বামীর উদ্দেশে বলল পলিন। 'আমি মিস্টার রানাকে মিস গ্যারেটের বাসায় পৌঁছে দিতে যাচ্ছি। জিনের সাথে দেখা করবেন ইনি।'

না, বাধা দিল না জেমস। কিছুই বলল না। কেবল বয় ব্লাডেনের চোখ পিট পিট করে উঠল জিনের নাম শুনে। অন্যরা নীরবে বেরিয়ে যাওয়া দেখল ওদের। বাইরে গাঢ় অন্ধকার, কিচ্ছু দেখা যায় না।

কোথাও একটা আলোও চোখে পড়ল না। দিনের তুলনায় ঠাণ্ডা কিছুটা কম মনে হলো। দু'জনেই শুনল, ওরা বেরিয়ে আসামাত্র ভেতরে আবার শুরু হয়ে গেছে আলোচনা।

'ওরা নিশ্চই আমাকে নিয়ে আলোচনা করছে!' প্রশ্ন নয়, মন্তব্য করল মাসুদ রানা।

'অবশ্যই!' হাসল পলিন। 'এখন কাম লাকিতে একমাত্র আপনিই সমস্ত আলাপ-আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।' পকেট থেকে টর্চলাইট বের করে জ্বালল সে। 'চলুন।'

'এরা কেউ আলবেরি সাউলকে পছন্দ করে না দেখছি।' পা বাড়াল ও।

'আসলে ভদ্রলোকের ওপর এরা বিরক্ত, দ্যাট'স অল। উনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, সবার মনেই একটা আশা ছিল। এখন নেই, মরে গেছেন, সেই সাথে সবার আশা-ভরসাও শেষ। যার যা পুঁজি ছিল, তাও শেষ।' ওর বাহু আঁকড়ে ধরল পলিন। 'আস্তে হাঁটুন, সাবধানে! রাস্তা খুব খারাপ। দেখছেন, সাইডওয়াকের অনেক প্ল্যাঙ্ক নেই? মেরামত করার মত পয়সা নেই আমাদের। সরকারও করে না কিছু। যদি গ্রীষ্ম পর্যন্ত থাকেন, দেখতে পাবেন কী জঘন্য চেহারা হয় কাম লাকির। রাস্তায় হাঁটার উপায় থাকে না তখন, পুরো শহর তলিয়ে থাকে হাঁটু সমান কাদার নিচে।'

পলিনের সব কথা শুনল না মাসুদ রানা। অন্য চিন্তায় আছে। 'ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান পিটার ট্রিভেডিয়ানের ভাই না?'

'হ্যাঁ, ছোট ভাই। সৎ ভাই। কথাটা বলবেন না যেন কাউকে, সবাই বলাবলি করে, তাই বললাম আপনাকে। ভেতরের খবর জানি না। তবে ওদের চেহারায়-প্রকৃতিতে কোন মিল নেই দেখে মনে হয় ব্যাপারটা সত্যি হলেও হতে পারে। ওদের বাবা, লিউক ট্রিভেডিয়ান মারা যাওয়ার পর সহায়-সম্পত্তি যা ছিল, সব একাই দখল করে নেয় পিটার। ম্যাক্সকে কেবল খাওয়ায়-পরায়, ব্যস। এখনও পর্যন্ত ভাইকে মারধর করে পিটার।

ম্যাক্স আকারে দানব ঠিকই, কিন্তু ভাইকে বাঘের মত ভয় করে, তার সমস্ত নির্দেশ অন্ধের মত পালন করে। হাবলা মানুষ। ছেলে-মেয়েরা, এমনকি বুড়োরা পর্যন্ত আড়ালে ম্যাক্সকে চমরি ষাঁড় বলে। চমরি দেখেছেন?'

'দেখেছি।'

'আমাদের এদিকে প্রচুর আছে।'

কিছু সময় নীরবে হাঁটল ওরা। 'ভাল কথা, জিনকে চেনেন আপনি?' প্রশ্ন করল পলিন।

'পরিচয় হয়নি, তবে তার প্রায় সবকিছুই জানি। দাদার প্রায় সব চিঠিতেই থাকত ওর কথা। উনি খুব ভালবাসতেন জিনকে।'

'ঠিক। চমৎকার মেয়ে জিন। ইংরেজ তো, সাহস খুব বেশি। সবাই যখন আপনার দাদাকে ত্যাগ করল, পাহাড়ে একা থাকতেন তিনি, জিন গিয়ে থেকেছে ওঁর সাথে। রান্নাবান্নাসহ সমস্ত কাজ করেছে তাঁর। অন্যরা যাই ভাবুক,' হেসে উঠল পলিন, 'জিন এখনও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে তেল আছে কিংডমে। ওর বাবা ছিলেন আপনার দাদার বন্ধু। ভদ্রলোক ব্রিটিশ ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ফ্রেঞ্চ।'

'জানি। জিনের সাথে কতদিনের পরিচয় আপনার?' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

'অনেকদিনের। আমরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ওকে আপনারও ভাল লাগবে। খুব ভাল মেয়ে। বেচারী! খুব অল্পদিনের মধ্যে বাবা-মা দু'জনকেই হারিয়েছে।'

'এখনও এখানে পড়ে আছে কেন? কি করছে?'

'ওর কাছে দুনিয়ার সব জায়গাই সমান। বরং এখানে বহু বছর থেকেছে ও বাবা-মার সাথে। ওর বাবা প্রায় পনেরো বছর কাজ করেছেন আপনার দাদার সাথে। বলতে গেলে কাম লাকির স্থানীয়ই হয়ে গেছে জিন। ফ্রান্সে নিয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন ওকে ওর বাবা-মা, কিন্তু বছর না ঘুরতেই ভেঙে গেল বিয়ে। ফিরে এল সে এখানে। এই যে, এসে

গেছি।'

একটা একতলা দালান এটা, দেখল মাসুদ রানা। বেশ বড়। জানালা দিয়ে ভেতরের আলোর আভাস আসছে। নক করল পলিন। 'মিস গ্যারেট, আমি পলিন!'

দরজা খুলল ছোটখাট এক বৃদ্ধা। বয়সকালে যথেষ্ট সুন্দরী ছিল মহিলা, দেখলেই বোঝা যায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ড্রেসডেন চায়নার খুদে এক মূর্তির মত লাগল তাকে রানার চোখে। ওকে দেখল বৃদ্ধা কয়েক মুহূর্ত। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল মুখে। মেয়েটির দিকে ফিরে বলল, 'এঁকে নিয়ে আসার জন্যে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, পলিন। আসুন, মিস্টার মাসুদ রানা। প্লীজ! পলিন, তুমিও এসো।' ঘরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে উঠল সে, 'সারা, দেখে যাও কাকে নিয়ে এসেছে পলিন।'

দরজার কয়েক গজ দূরে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসা ছিল আরেক বৃদ্ধা। উঠে আসার গরজ দেখা গেল না তার মধ্যে, কেবল পাখির মত চকিতে রানার দিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল। চেহারা দেখে যে কেউ বলবে মিস গ্যারেটের বোন সে। ভেতরে এসে বসল ওরা। 'মিস্টার রানা,' বলল মিস গ্যারেট। 'বলুন, কিংডম সম্পর্কে কি ঠিক করেছেন?'

'ইনি এসেছেন জিনের সঙ্গে দেখা করতে,' বলল পলিন।

'হবে হবে,' দুষ্টুমির হাসি দিল বৃদ্ধা। 'জিন ওর ঘরে আছে। পড়ছে বোধহয়, দিন-রাত বই নিয়ে পড়ে থাকে। সারা, জিনকে খবর দেবে, প্লীজ?'

'যাচ্ছি।' উঠে পড়ল সারা। আবারও চকিত নজরে তাকাল সে রানার দিকে। ওর ব্যাপারে মনে হলো বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তার। খুব গম্ভীর বুড়ি।

'তো, মিস্টার রানা,' বোন প্রস্থান করতে বলল মিস গ্যারেট। 'কিং সাউলের নাতি আপনি?'

'হ্যাঁ।'

ওর মুখের দিকে কিছু সময় তাকিয়ে থাকল সে। 'আপনাকে দেখে

সুস্থ মনে হচ্ছে না! শরীর খারাপ নাকি?'

'অসুস্থ ছিলাম। এখন নই।'

'তার মানে হাওয়া বদলাতে এসেছেন? ডাক্তার বলেছে পাহাড়ী বাতাসে স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে আপনার, তাই তো? দারুণ! শুনেছি আপনি নাকি কিংডমে নতুন করে ড্রিল করতে চান। খুব ভাল হবে তাহলে। ড্যামের কাজে আগে প্রচুর জাপানী-চীনা শ্রমিক আমদানী করা হয়েছিল জানেন? সারা শহর ভরে গিয়েছিল বিদেশী শ্রমিকে। ওদের জ্বালায় পথে বের হতে পারত না মেয়েরা। সে সব...' থেমে গেল বৃদ্ধা জিনকে দেখে। 'এই যে, এসে গেছে জিন।' হাসল সে।

তাকে দেখল মাসুদ রানা। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি মত দীর্ঘ জিন। চমৎকার ভরাট গঠন। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা সোনালী চুল। চোখের রং বাদামী। মায়াভরা চেহারা। চব্বিশ থেকে ছাব্বিশের মধ্যে হবে মেয়েটির বয়স, অনুমান করল রানা। 'মিস্টার রানা?' ডান হাত বাড়াল জিন।

হ্যান্ডশেক করল ও। খেয়াল করল হঠাৎ করেই যেন পিনপতন নীরবতা নেমে এল ঘরের পরিবেশে। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বলল জিন। 'চলুন, আমার ঘরে গিয়ে কথা বলি।'

মুহূর্তের জন্যে মিস গ্যারেটের দৃষ্টিতে আপত্তি ফুটতে দেখল মাসুদ রানা। কিন্তু ততক্ষণে পলিনকে অপেক্ষা করার অনুরোধ জানিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে জিন লুকাস। 'প্লীজ, আসুন।'

মেয়েটিকে অনুসরণ করে তার রুমে এসে ঢুকল ও। রুমটা ছোট, তবে রুচিসম্মত করে সাজানো-গোছানো। জিনের কথাবার্তা, হাঁটাচলার মধ্যে বেশ একটা দৃঢ়তা আছে, খেয়াল করল ও। তবে রূঢ়তা বা অহঙ্কার নেই। দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসল ওরা। 'সিগারেট?' প্রশ্ন করল জিন। মাঝখানের খুদে টেবিলের ওপর রাখা একটা সুদৃশ্য কাঠের বাক্সের দিকে হাত বাড়াল।

তার আগেই নিজের প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল মাসুদ রানা। 'বরং আমার ব্রিটিশ ব্র্যান্ড ট্রাই করুন।'

'ধন্যবাদ।'

রানার লাইটারের 'ক্লিক!', 'ক্লিক!' শব্দের পর অনেকক্ষণ আর কোন আওয়াজ নেই, নীরবে ধূমপান করে চলল দু'জনে। 'নিজে থেকে দেখা করতে এসেছেন যখন, ধরে নিতে পারি আমার সম্পর্কে মোটামুটি জানা আছে আপনার।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল ও। 'জানা আছে। প্রায় সবই জানি।'

চোখ কুঁচকে সিগারেটের মাথার আগুন দেখল জিন। 'আমিও আপনার সম্পর্কে জানি। আশা ছিল হয়তো একদিন আপনাদের দু'জনকে একসাথে দেখব। রেবেকার ব্যাপারে আমি দুঃখিত, মিস্টার রানা।'

'ধন্যবাদ।' গম্ভীর হয়ে গেল রানা। নানান ক্ষত ওকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে, এর মধ্যে রেবেকা ক্ষত নিয়ে নাড়াচাড়া করার শক্তি নেই। 'এখানে সবাই জানে আমিই আলবেরি সাউলের গ্র্যান্ডসন।'

মাথা দোলাল মেয়েটি। 'ভালই হয়েছে, মানুষের কৌতূহল এক কথায় চাপিয়ে দেয়া যাবে।'

'কতদিন কিংডমে ছিলেন আপনি?'

'অনেকদিন। তা প্রায় তিন বছর।' দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল জিন লুকাস। 'কেবল তাঁর মৃত্যুর সময় ছিলাম না। নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা গেলেন দুর্ভাগা মানুষটা। আফসোস! অনেক কষ্ট পেয়েছেন জীবনে, মানুষের লাঞ্ছনা সয়েছেন, কিন্তু কোনদিন প্রতিবাদ করেননি। ভেবেছেন তাঁর স্বপ্ন সফল হলে নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে সবাই। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছুই হলো না শেষ পর্যন্ত। থাক সে সব, আপনি এখানে কেন এসেছেন?'

'কিংডম দেখতে।'

'শুধুই দেখতে?'

'থাকার ইচ্ছেও ছিল ওখানে।'

'ছিল?' মসৃণ কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল মেয়েটির। 'এখন নেই?'

'না, মানে...'.

'আমি তো শুনেছি আসার আগে অ্যাচেনসনের মাধ্যমে হেনরি ফেরগাসকে খুব বড়রকম এক ঝাঁকি দিয়ে এসেছেন আপনি।'

'কোত্থেকে শুনলেন এ খবর?'

'এখানে বসেই। কাম লাকি খুব ছোট জায়গা। কোন খবরের আমদানী ঘটলে মুহূর্তে সবার কানে পৌঁছে যায়। সত্যিই কি মত বদলেছেন আপনি?'

'এখনও বদলাইনি।'

'অর্থাৎ ইচ্ছে বা আগ্রহ টলে গেছে আপনার। বদলাতে পারেন।' উত্তরের অপেক্ষায় থাকল জিন। কিছু বলল না রানা। 'তার মানে পিটার ট্রিভেডিয়ানের ওষুধ অ্যাকশন শুরু করে দিয়েছে আপনার ওপর। শহরের সমস্ত দরিদ্র, যারা ফান্ড জুগিয়েছে কিংকে, নিঃস্ব হয়েছে সব হারিয়ে, তাদের দুঃখ-কষ্টের বয়ান শুনিয়ে মোটামুটি ঘায়েল করতে সক্ষম হয়েছে সে আপনাকে,' তীক্ত কণ্ঠে, খুব দ্রুত বলে গেল মেয়েটি।

'আমার মনে হয় তাদের ঋণ শোধ করা প্রয়োজন। হাজার হোক, দুর্দিনে তারা টাকা দিয়ে সাহায্য...'

'হোয়াট!' থামিয়ে দিল ওকে জিন। উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। 'ঋণ! কিসের ঋণ? কিসের সাহায্য! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সলোমন'স জাজমেন্টে প্রচণ্ড এক ভূমিধস ঘটে, সে সময় তেল বেরিয়েছিল ওখান থেকে, সারা পৃথিবী তা জানে। সেই আশা নিয়েই ওই জমি কিনেছিলেন কিং, তাঁর বিশ্বাস ছিল লেগে থাকলে একদিন না একদিন তেল পাওয়া যাবেই কিংডমে। তেল তিনি নিজের চোখে দেখেছেন কিংডমে, কেউ বিশ্বাস করে না, কিন্তু আমি করি। নিজ মুখে সে ঘটনা একদিন বলেছেন আমাকে কিং।

'ছয় বছর আগে মাঝারি এক ভূমিকম্প ঘটে ওখানে, তিনি তখন কিংডমে উপস্থিত। তাঁর চোখের সামনে দিয়ে পাথর ফেটে তেল বেরিয়ে এসেছিল, ঝরনার মত গড়িয়ে গড়িয়ে নেমেছে সে তেল কয়েক ঘণ্টা

ধরে। উৎসমুখ কোথায় ছিল জানতে পারেননি বটে কিং, বহু খুঁজেছেন, পাননি। কিন্তু আমি জানি, উনি মিথ্যে বলতেন না। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি উনি যা বলেছেন, সত্যি বলেছেন, ঠিকই তেল দেখেছেন কিং। রেকর্ড বলছে তেল আছে, তাতে দোষ নেই, দোষ হয়েছে কেবল আলবেরি সাউলের, কারণ তিনি বলেছেন তেল আছে, ব্যস!

'তাঁকে পয়সা দেয়ার আগে, যারা দিয়েছে, তারা কেন ভাল করে খোঁজ-খবর নেয়নি? কেন তেলের জিওলজিকাল সম্ভাবনা পরীক্ষা করিয়ে নেয়নি? নিষেধ করেছিল কে? তা এরা করেনি, ফোকটে বড়লোক হওয়ার আশায় যার যা ছিল নিয়ে ছুটে গেছে কিঙের কাছে। আমি জানি, তাদের কেউ কেউ জোর করেও তাঁকে টাকা গছিয়ে দিয়ে এসেছে। যখন তেল পাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমে অনিশ্চিত হয়ে আসতে থাকল, এই বুড়োরা দল বেঁধে কেস করল তাঁর নামে। কোর্টে এফিডেভিড করে সাক্ষী দিল কিঙের বিরুদ্ধে। তাঁকে মিথ্যুক, প্রতারক, কী না বলেছে এরা? সবাই মিলে নিরীহ বুড়ো মানুষটাকে জেল খাটিয়েছে। সাজা খেটে যখন ফিরে এলেন কিং, এই শয়তানের দল তাঁকে ধাওয়া করে তুলে দিয়ে এসেছে কিংডমে। প্রাণের ভয়ে জীবনের শেষ তিনটি বছর ওই জাহান্নামে কত কষ্ট পেয়েছেন বুড়ো মানুষটা, কত রাত নির্ঘুম, কেঁদে কাটিয়েছেন, তা একমাত্র আমিই জানি।'

মাথা নিচু করে বসে থাকল জিন লুকাস। প্রচণ্ড আবেগে কেঁদে ফেলেছে। একটু পর চোখ মুছে সোজা হলো সে। তার গোলাপী হয়ে ওঠা নাকের ডগার দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। আরেকটা সিগারেট ধরাল মেয়েটি। 'এই অমানুষের ঝাড় কিংকে সাহায্য করেছে বলছেন? এদের কাছে তিনি ঋণী ছিলেন ভাবছেন? আমার বাবা মারা যাওয়ার পর একজনই তাঁর বন্ধু ছিলেন এ শহরে। তিনি ছিলেন লিউক ট্রিভেডিয়ান। আরেকজন যিনি ছিলেন, রজার ফেরগাস, তাঁকে কিঙের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল ছেলে, হেনরি ফেরগাস। কাজটা এমনভাবে করল সে, সবাই ধরে নিল বন্ধুর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে সরে

গেছেন রজার। আসলে তা নয়। রজার ফেরগাস খুবই ভালবাসতেন তাঁকে, আমার বিশ্বাস এখনও বাসেন।'

পঙ্গু রজারের সাথে ওর সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের কথা ভাবল মাসুদ রানা। জিনের বক্তব্যের সাথে মিল দেখতে পেল অন্তত দুটো ক্ষেত্রে। এক. রানা আলবেরি সাউলের দেনার প্রসঙ্গ তুলতে খেপে গিয়েছিলেন বৃদ্ধ, দুই. ছেলে সম্পর্কে পরোক্ষে কিছু মন্তব্য করেছেন সেদিন তিনি, যা স্বাভাবিক নয়। 'আর লিউক ট্রিভেডিয়ান?'

'তাঁর যে কি হয়েছিল সঠিক জানে না কেউ। এক শীতের রাতে ঘোড়া নিয়ে কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেলেন, আর ফিরলেন না। মৃতদেহটাও পাওয়া যায়নি তাঁর।'

'আই সী!'

'আপনি এসেছেন, আগে নিজে পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করুন। মানুষের সব কথা বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই। আমার ইচ্ছায় হয়তো আপনার কিছু আসবে যাবে না। তবু আমি আশা করব, আপনি আপনার আগের সিদ্ধান্ত বহাল রাখবেন। আমি মনেপ্রাণে চাই কিঙের ধারণা, বিশ্বাস সত্যে পরিণত হোক, পৃথিবী জানুক তিনি মিথ্যেবাদী, প্রতারক, কোনটাই ছিলেন না।'

আলবেরি সাউলের ওপর মেয়েটির আস্থা, ভালবাসা দেখে অবাক হলো মাসুদ রানা। 'কিন্তু সার্ভে রিপোর্টের ফল জানেন আপনি?'

'জানি। আপনি কি মনে করেন রেজাল্ট পজিটিভ হতে দেবে হেনরি ফেরগাস? নিজের কয়েক মিলিয়ন ডলারের কন্ট্রাক্ট খোয়াতে চাইবে? আপনি বয় ব্লাডেন নামে এক লোক আছে, তার সাথে কথা বলুন। সে জানে...'

'কথা বলেছি। সে রিপোর্টের বক্তব্যের সাথে একমত।'

সুন্দর চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল জিন লুকাসের। 'অসম্ভব!' রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল সে। 'হতেই পারে না। গতবারের সার্ভের পর ব্লাডেনই সবচে' উৎফুল্ল ছিল। সেভেন্টি পার্সেন্ট শিওর ছিল ও...ঠিক

আছে, আমি কথা বলব ব্লাডেনের সাথে। ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মৃদু নক হলো দরজায়, প্রায় সাথে সাথে ভেতরে ঢুকল প্রথম বৃদ্ধা, রুথ গ্যারেট। 'চা নিয়ে এলাম,' অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল সে। তীক্ষ্ণ চোখে দেখল ওদের দু'জনকে।

'অনেক ধন্যবাদ,' বলল জিন। 'পলিন আছে তো?'

'হ্যাঁ। মিস্টার রানার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'এখনই যাবেন উনি।' বৃদ্ধা বেরিয়ে যেতে নিজের বিছানার মাথার দিকের ওয়াল র‍্যাক থেকে একটা ছোট কাঠের বাক্স নিয়ে এল জিন। 'এরমধ্যে কিঙের কিছু জিনিস আছে, আপনাদের জন্যে নিয়ে এসেছিলাম আমি কিংডম থেকে। খুলে দেখুন।'

ওটা কোলে রেখে ঢাকনা তুলল মাসুদ রানা। অনেকদিন আগের কিছু ছবি আছে ভেতরে, সব হলদেটে হয়ে গেছে। একটা টিনের টোব্যাকো জার আছে, যার ওপর লেখাঃ আলবেরি সাউলকে এক্সেলসিয়র অয়েল কোম্পানি, টার্নার ভ্যালির পক্ষ থেকে, তাঁর বিদায় ও নিজ অয়েল কোম্পানি শুরু করার শুভ মুহূর্তে আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ—এপ্রিল ৮, ১৯—। গুড লাক, সাউল!—স্বাক্ষর, রজার ফেরগাস, চেয়ারম্যান। নামটা দেখে চোখ কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার। চট করে জিনের দিকে তাকাল ও।

'ইয়েস!' মাথা দোলাল মেয়েটি। 'আমার যা বয়স, তার দ্বিগুণেরও বেশি সময়ের বন্ধুত্ব ছিল ওঁদের।'

'এগুলো কবে দিয়েছেন উনি আপনাকে?'

'দেননি। তাঁর মৃত্যুর পর আমি গিয়ে নিয়ে এসেছি। আপনার ঠিকানা জানতাম না, জানলে পাঠিয়ে দিতাম।'

'ওখানে যাওয়া যায় কি করে, হয়েস্টে?'

মাথা দোলাল জিন। 'হয়েস্ট তো পিটারের। ও কেন আমাদের পারাপার করবে? আমরা ঘোড়ায় চড়ে আসা-যাওয়া করতাম।'

'ঘোড়ায় চড়ে কিংডম যাওয়া যায়?'

'নিশ্চই! পুরনো এক ইন্ডিয়ান ট্রেইল আছে, ও পথে গেলে পুরো একদিন লাগে পৌঁছতে।'

একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'আপনি একা গিয়েছিলেন কিংডমে?'

'হ্যাঁ। কেন?'

মেয়েটির দুঃসাহস অবাক করল ওকে। 'না, এমনিই। ওই পথেই ড্রিলিং রিগ ওপরে তুলেছিলেন মিস্টার সাউল?'

'না, তখন তো রাস্তা ছিল। বছর ছয়েক আগে ভূমিকম্পে নষ্ট হয়ে গেছে সে রাস্তা। ধসে গেছে অনেকখানি জায়গা নিয়ে। সেই রাস্তাই পরে ঘুরিয়ে নিজের জমির ওপর দিয়ে নিয়ে গেছে পিটার ট্রিভেডিয়ান। সেটাও গতবছর নতুন করে ধসেছে। আগের রাস্তা একেবারে সলোমন'স জাজমেন্ট পর্যন্ত ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বানিয়েছিল ব্রিটিশরা।'

'মিস্টার সাউলের একটা পকেট বাইবেল ছিল, ওটা আছে এর মধ্যে?'

'আছে। ওটার কথা জানলেন কি করে আপনি?'

'রেবেকাকে লেখা এক চিঠিতে ছিল বাইবেলটার কথা। ওর মধ্যে নাকি কিছু কাগজ-পত্রও আছে?'

'একটা চিঠি আছে কেবল। বের করুন। আমি পড়িনি। একটা মুখ বন্ধ খামে আছে চিঠিটা।'

বাক্সের তলায় টিস্যু পেপারে মুড়ে রাখা ছিল খুদে এক বাইবেল। ভেতর থেকে বের হলো খামটা। আলোর দিকে ধরে সাবধানে ওটার এক প্রান্ত ছিঁড়ে চিঠি বের করল মাসুদ রানা। সিঙ্গল শীটের একটা চিঠি। ভাঁজ খুলে পড়তে আরম্ভ করল ও। লক্ষ করল, এ চিঠির লেখাগুলো অন্যগুলোর মত পরিচ্ছন্ন নয়। লেখা আঁকাবাঁকা। ওটা এরকমঃ

আলবেরি কিংডম
২০ নভেম্বর

প্রিয় রেবেকা,
এই চিঠি যখন তোমার হাতে পড়বে, তখন তুমি কিংডমের মালিক। আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে, বুঝতে পারছি। নিজের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করার মত শক্তি বা মনের জোর কোনটিই আর অবশিষ্ট নেই। আমার সংগ্রাম শেষ, আর ক্ষমতা নেই।
আজ বয় ব্লাডেনের সার্ভের রেজাল্ট পেয়েছি, তবে চার্টে যা দেখানো হয়েছে, তা অবিশ্বাস্যরকম তালগোল পাকানো, কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না আমি এই ফলাফল। ওটা এ মুহূর্তে সামনেই আছে আমার...

চোখ তুলল মাসুদ রানা। 'সাউল জেনে গিয়েছিলেন ব্লাডেনের সার্ভের রিপোর্ট!'

'না তো!'

কাগজটা দোলাল রানা। 'এতে আছে উনি জেনে গেছেন!'

'কই, দেখি!' দ্রুত চিঠিটার ওপর চোখ বোলাল জিন লুকাস। দেখতে দেখতে ফ্যাকাসে হয়ে উঠল তার চেহারা, হাত কাঁপছে। চোখ বিস্ফারিত। 'ওহ্ গড! কে তাকে দিল রেজাল্ট!'

চিঠিটা নিল মাসুদ রানা। পড়ে যেতে লাগল:

...যা পড়ে এতদিনে বুঝলাম, না জেনে আসলে সোনার হরিণের পিছনে ছুটেছি আমি এতগুলো বছর। জীবনের দীর্ঘ বাইশটি বছর বরবাদ করেছি আমি এখানে পড়ে থেকে। আমি...

জিনের কান্নার শব্দে থেমে গেল রানা। দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে সে, ফোঁপাচ্ছে। 'ওহ, গড! কী করে এত নিষ্ঠুর হতে পারল ওরা!' ঝট্ করে

মুখ তুলল মেয়েটি। ভেজা চোখে ওর দিকে তাকাল। 'এ হতে পারে না! রেজাল্ট প্রায় পজেটিভ ছিল, মিস্টার রানা! কিং যেটা পেয়েছেন, সেটা সাজানো ছিল! নিশ্চই ওটা পড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি, হার্ট অ্যাটাক করেছিল ওঁর। ওরা...ওরা খুন করেছে মানুষটাকে। ওরা খুনী! ওরা খুনী! একটা ভাল মানুষকে...!' আবার মুখ ঢাকল জিন।

আনমনা দৃষ্টিতে তাকে দেখল খানিক মাসুদ রানা। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে আছে। তাই কি? সাজানো একটা রেজাল্ট তৈরি করে...? চিঠিতে মন দিল রানা।

...আমি এ রেজাল্ট মেনে নিতে পারছি না। সারা জীবনটাই কেটেছে আমার তেল, রক স্ট্রাটা ইত্যাদি নিয়ে। কাজেই আমার সামনের রিপোর্টটায় যা লেখা, তা আমি মানি না। কিন্তু এ মুহূর্তে আমি অসহায়। আমি জানি আমার আশার মূলে কুঠারাঘাত করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে একদল মানুষ, যারা চায় না আমি সফল হই। এ বিশ্বাস আমার আরও দৃঢ় হয়েছে আজ এই রিপোর্ট পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে যে তেল পাওয়া গেছে, তা একেবারে চেপে যাওয়া হয়েছে এতে। কিন্তু কিছু করার নেই। কারণ আমি একা আর ওরা অনেক। তাই ফলাফল মানি আর না মানি, পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। অসহায়ের মত বসে ওদের বাঁধের কাজের অগ্রগতি দেখছি।
আমি মরে গেলে তোমরা চেষ্টা কোরো। আমি বিশ্বাস করি, তোমরা ব্যর্থ হবে না। ওরা কিংডম চিরতরে ডুবিয়ে দেয়ার আগেই করতে হবে যা করার।
আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যাতে তোমরা সফল হও। আর, তারপরও যদি ব্যর্থ হয় তোমাদের প্রচেষ্টা, সবাইকে ক্ষমা করে দিতে বোলো এ বৃদ্ধকে, যে জীবনের অর্ধেক সময় অপচয় করেছে এক চরম ভ্রান্ত ধারণার পিছনে ছুটে। ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা

করবেন। পথ দেখাবেন।

তোমাদের সুখময় ভবিষ্যৎ কামনায়
আলবেরি সাউল

শিথিল হাত কোলের ওপর পড়ে গেল মাসুদ রানার। মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল ও। দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় গরম রক্তের তীব্র ছোটাছুটি অনুভব করছে। কান মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে রানার, অন্ধ আক্রোশ ধীরে ধীরে গ্রাস করতে শুরু করেছে ওকে। কিন্তু সেটা কার ওপর, জানে না মাসুদ রানা।

ছয়

নীরবে পাশাপাশি হাঁটছে রানা ও পলিন। বাক্সটা বাঁ হাতে শক্ত করে ধরে আছে মাসুদ রানা। মাথার মধ্যে রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ আর নিজের বর্তমান শারীরিক অক্ষমতা, সব মিলিয়ে জগাখিচুড়ি অবস্থা। এত কিছুর মধ্যেও নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে ও, জানে, এখন ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। নইলে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। ঠেকাতে পারবে না মাসুদ রানা। আলবেরি সাউলের মত ও-ও একা, সম্পূর্ণ একা। অন্যদিকে এরা এখনও অনেক।

গোল্ডেন কাফের সামনে পৌঁছে বিড় বিড় করে পলিনকে ধন্যবাদ জানাল মাসুদ রানা। ন'টা বাজে তখন। বার রূমে পুরো এক ডজন মানুষ, উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছে তাদের কেউ কেউ। দরজায় শব্দ উঠতে

ঘুরে তাকাল সবাই, থেমে গেল কথাবার্তা।

'ওই যে এসেছে,' মুহূর্তখানেক পর একটা কর্কশ কণ্ঠ বলে উঠল। 'টেলিগ্রামটা দাও ওকে, হাট।'

লম্বা, ঢ্যাঙা এক বৃদ্ধ উঠে এল। বাদামী গোঁপ আছে এর, দু'প্রান্ত সরু হয়ে নেমে এসে থুতনির একদম গোড়ায় ঝুলছে ইঁদুরের লেজের মত। 'আপনি মাসুদ রানা?' শান্ত, মার্জিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এটা আপনার,' মলিন চেহারার কোটের পকেট থেকে একটা চার ভাঁজ করা কাগজ বের করে এগিয়ে দিল সে। 'কিথলী টেলিগ্রাম অফিস থেকে ওরা দিয়েছে আপনাকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে।'

কাগজটা এরমধ্যেই নেতিয়ে গেছে। বহু হাত ঘুরেছে বোঝা যায়। ওকে কে টেলিগ্রাম করবে, ভাবতে ভাবতে খুলল রানা ওটা, পড়তে লাগল। বার্তাটা এরকমঃ মাসুদ রানা, কাম লাকি। হ্যাভ পারসুয়েডেড লারসেন মাইনিং কোম্পানি টু ইনক্রিজ অফার স্টপ আর্জেন্ট আই সী ইউ স্টপ হোপ অ্যারাইভ কাম লাকি টুইসডে উইথ হেনরি ফেরগাস, চেয়ারম্যান, লারসেন কোম্পানি স্টপ প্লীজ অ্যাওয়েট আওয়ার অ্যারাইভাল স্টপ ভাইটাল উই ফাইন্যালি কাম টু টার্মস রি-পার্চেজ অভ কিংডম অর অলটারনেটিভ প্ল্যান উইল ডেফিনিটলি বি অ্যাডপটেড স্টপ সাইনড—অ্যাচেনসন।

মুখ তুলল মাসুদ রানা। কাগজটা ভাঁজ করার ফাঁকে উপস্থিত সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। ট্রিভেডিয়ানরা দুই ভাই, বুড়ো ম্যাক, জেমস, ক্রেসি আর বয় ব্লাডেন আছে ওদের মধ্যে। আরও আছে হাটসহ ছয় বৃদ্ধ, এদের কারও নাম জানে না রানা। সবাই নীরবে পর্যবেক্ষণ করছে ওকে। পরিবেশে টান টান উত্তেজনা। যেন ফিউজ পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে আসছে, যে কোন মুহূর্তে ফাটবে বোমা।

সিঁড়ির দিকে যাওয়ার জন্যে ঘুরল মাসুদ রানা, চট্ করে সামনে এসে পথরোধ করল হাট। 'আপনার সাথে কিছু কথা ছিল। যদি শোনেন, খুশি

হব।'

'বলুন।'

'উয়ীল! ব্যাপারটা এরকম, মিস্টার মাসুদ রানা, আমরা সবাই জানতে আগ্রহী আপনি কিংডম বিক্রি করছেন কি না।'

নিঃশব্দে লম্বা করে দম নিল ও। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমার সম্পত্তি আমি কি করব, তা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

যতই শান্ত কণ্ঠে বলুক, ঘরের সবার মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির মত মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল প্রচণ্ড উত্তেজনা। সবার স্নায়ু জ্যা'র মত টানটান হয়ে উঠল। চাউনি কঠোর হয়ে গেল সবার। যদিও তখনই কেউ কিছু বলল না। ডানদিকের ইঁদুরের লেজ ধরে খানিক মোচড়ামুচড়ি করল হাট। 'আপনি মনে হয় আমাদের সমস্যাটা বুঝতে পারেননি,' বলল সে। 'সলোমন'স জাজমেন্ট ড্যাম নির্মাণ সম্পন্ন হওয়া আমাদের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাম লাকির জীবন-মরণ বলতে গেলে ওর ওপরই নির্ভরশীল। ওটার কাজ শেষ হলে ভূতুড়ে শহর নাম ঘুচবে এটার, আমরা কাজ পাব, খেতে-পরতে পারব। আবার আগের দিন ফিরে আসবে আমাদের।'

'আপনি হয়তো এখনও বুঝে উঠতে পারেননি, আমাদের সবার দারিদ্রের জন্যে কতটা দায়ী আপনার দাদা,' বলে উঠল জেমস ম্যাকক্লিলান। ভঙ্গি উদ্ধত, তবে দৃষ্টিতে উদ্বেগ। 'তার তেলের বানানো গল্পে বিশ্বাস করে আমার বাবাসহ এ শহরের প্রায় প্রত্যেকে সঞ্চিত শেষ কপর্দকটি তাকে দিয়েছে, দিয়ে পথে বসেছে। সবাইকে আপনার দাদা ধনী বানাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বানিয়েছে ফকির।'

'সাউল একটা প্রতারক ছিল!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কুঠারমুখো ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান। 'একটা রক্তচোষা ছিল! লোকটা...'

'শাটাপ্, ম্যাক্স!' পিটার ট্রিভেডিয়ানের মৃদু ধমকে মুহূর্তে কেঁচো বনে গেল দানবাকৃতি মানুষটা।

'ম্যাক্স মিথ্যে বলেনি, মিস্টার রানা,' বলল জেমস। 'সে যাক.

আমরা নিশ্চিত হতে চাই সব জেনেবুঝেও আপনি আমাদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছেন কি না। আমাদের সমস্যার কথা না ভেবে আপনার দাদার মত আপনিও একইভাবে তেলের জাবর কাটতে যাচ্ছেন কি না।'

বুড়োরা তীব্র কণ্ঠে, সবাই একযোগে কথা বলে উঠল। বোঝা গেল না একজনের কথাও। তবে তারা যে জেমসের পক্ষে সমর্থন দিচ্ছে, তা বোঝা গেল।

'বলুন,' বলল সে। 'কি করতে যাচ্ছেন আপনি, মিস্টার রানা? বলুন আমাদের, শুনি। আমাদের বুঝতে দিন কোথায় অবস্থান করছি আমরা।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, এখনই বলুন!' আবারও একযোগে বলে উঠল অনেকে।

একে একে সবার মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে এল মাসুদ রানার দৃষ্টি। প্রত্যেকে নীরবে ওজন করছে যেন ওকে, পলকহীন চোখে দেখছে। চাউনি অনিশ্চিত। মানুষগুলোকে ক্ষুধার্ত হায়েনা মনে হলো রানার।

'উয়ীল!' বলল হাট। 'বিক্রি করছেন কিংডম?'

'না! করছি না।'

তড়াক করে লাফ দিল পিটার ট্রিভেডিয়ান, হাঁটুর পিছনে বাড়ি খেয়ে উড়ে গিয়ে সশব্দে আছড়ে পড়ল তার চেয়ার। রাগে কুকুরের মত দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, দৃষ্টিতে আগুন। ঘেউ ঘেউ করে উঠল সে, 'আপনি বলেছেন বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করবেন আপনি! বলেননি?'

'বলেছি।'

'তা-তাহলে?'

'চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিংডম বিক্রি না করার।'

লাল চোখে সঙ্গীদের দিকে ফিরল উত্তেজিত পিটার। তর্জনী উঁচিয়ে শাসানোর ভঙ্গিতে বলল, 'বলিনি আমি তোমাদের! দেখলে তো?' নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত করল সে, রানার সামনে এসে দাঁড়াল। 'দেখুন, মিস্টার রানা, আমি অনুরোধ করছি, অহেতুক সমস্যা সৃষ্টি করে আমাদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুযোগটা নষ্ট করে দেবেন না। আলবেরি

সাউলের ঋণ শোধ করার এমন সুযোগ আর কোনদিন আসবে না।'

'যদি আসে?' শান্ত কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

'মানে!' থমকে গেল পিটার।

'যদি সত্যিই তেল পাওয়া যায় কিংডমে? যদি প্রমাণ হয় আলবেরি সাউলের ধারণাই সত্যি ছিল?'

'কি! ফের সেই...'

'ঠিক আছে,' অন্য এক তীব্র ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠ বাধা দিল ট্রিভেডিয়ানকে। 'আমাদের জন্যে তেল নিয়ে আসুন তাহলে আপনি, তেল দিয়ে ডুবিয়ে দিন আমাদের কাম লাকি, বিনিময়ে বাঁধের পানি দিয়ে আমরা ডুবিয়ে দেই আপনার কিংডম। আসুন, চুক্তি হয়ে যাক একটা, দেখা যাক কে আগে কাকে ডোবাতে পারে।'

হাসির রোল পড়ে গেল ঘরে। চাপা গলায় হুমকি দিল পিটার, 'আমার পরামর্শ শুনুন। কিংডম বেচে দিয়ে কেটে পড়ুন, খুব তাড়াতাড়ি। নইলে পস্তাবেন।'

বয় ব্লাডেনের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। একটু তফাতে আলাদা হয়ে বসে আছে লোকটা। 'আপনার সার্ভের ব্যাপারে সত্যি কথাটা বলুন, মিস্টার ব্লাডেন।'

'গোল্লায় যাক সার্ভে!' চেঁচিয়ে উঠল পিটার। 'এদের কথা ভাবুন! ক্ষতিগ্রস্ত সবার কথা ভাবুন, যারা চায় কিংডম বিক্রি করে...'

'কেন তা ভাবতে যাব আমি? এরা কে কি ফেভার করেছে আলবেরি সাউলকে? এ শহরে প্রত্যেকে বরং তাঁর আবিষ্কারকে পুঁজি করে তাঁরই মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে চেয়েছে। লোভে পড়ে গাছেরটা, গোড়ারটা খেতে চেয়েছে সবাই, শেষে কিছু না পেয়ে মিথ্যে অভিযোগ এনে জেল খাটিয়েছে বুড়ো মানুষটাকে। তাঁকে নির্বাসনে থাকতে বাধ্য করেছে। কিংডম আটকে রাখার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না আমার, হয়তো ডীডে সই করেও দিতাম। কিন্তু এখন...' আরেকবার উপস্থিত সবার ওপর চোখ বোলাল মাসুদ রানা। উত্তেজনায় কাঁপছে ও একটু একটু। অসুস্থ

বোধ করছে।

'এখন আমি জানি, আপনাদের ভেতরই কেউ একজন ব্লাডেনের সার্ভের রেজাল্টের একটা কপি কিংডমে গিয়ে দিয়ে এসেছিল মিস্টার সাউলের হাতে। ওই রেজাল্ট সহ্য করতে পারেননি সাউল, হার্ট অ্যাটাকে মারা যান তিনি। যে ওই কপি পৌঁছে দিয়ে এসেছে কিংডমে, সে সোজা কথায় হত্যা করেছে বৃদ্ধ সাউলকে। আমার ধারণা তার পিছনে আরও লোক ছিল। অনেকের নোংরা হাতের কারসাজি ছিল ওটা। সেজন্যেই এই শহর বা এখানকার অধিবাসীদের জন্যে কোন মাথাব্যথা নেই আমার। আলবেরি সাউল কারও কাছে ঋণী বলেও মানতে রাজি নই আমি। অতএব বিক্রি করছি না আমি কিংডম। যদি জানতে পারতাম কে রিপোর্টটা নিয়ে গিয়েছিল কিংডমে, তাহলে...'

'জানলে কি করবে তুমি, অ্যাঁ?' প্রশস্ত বুক চিতিয়ে উঠে দাঁড়াল ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান। চেহারায় চ্যালেঞ্জ। 'কি করবে?' থপ্ থপ্ পা ফেলে দু'পা এগোল সে, দু'চোখে নগ্ন ক্রোধের বহ্নি। 'আমি নিয়ে গিয়েছিলাম ওটা। আমি হত্যা করেছি তাকে? ভাল করেছি। কি করবে তুমি?'

স্থির চোখে মানুষটাকে দেখল মাসুদ রানা। চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করল বয় ব্লাডেন বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে।

'আমার ভাই কি করে জানবে যে ওটা পড়লে মৃত্যু হবে সাউলের?' বলল পিটার। 'ও লেখাপড়া জানে না, রিপোর্টে কি লেখা ছিল স্বভাবতই জানত না ম্যাক্স। আমিই ওটা পাঠিয়েছি ম্যাক্সকে দিয়ে। আমি ভেবেছি আপনার দাদা ফলাফল জানতে আগ্রহী, এতে অন্যায়টা কি হয়েছে?'

'আপনি পাঠিয়েছেন?' ঘুরে পিটারকে দেখল ও।

'হ্যাঁ।'

'রিপোর্টের মূল কপি অ্যাচেনসনের অফিসে ছিল, এখন আমার কাছে আছে ওটা।'

চোখ কোঁচকাল পিটার। 'তাতে কি?'

'ডুপ্লিকেট কপি কে দিয়েছিল আপনাকে, হেনরি ফেরগাস? আপনি

কেন এত আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন ওটা কিংডমে পাঠাতে?'

চট্ করে এক পা এগোল পিটার। দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ। 'কি মনে করেন আমাদের আপনি, মিস্টার? কি সাব্যস্ত করতে চাইছেন? এতবড় সাহস! আর একটা বাজে কথা...'

সব ভুলে গেল মাসুদ রানা, চড়াৎ করে রক্ত উঠে গেল মাথায়। ওর ডান হাতের চড়টা পিটারের গালে পিস্তলের গুলির মত ফুটল। মাথা ঘুরে গেল পিটারের, এক পা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো সে চড়ের ধাক্কায়। পরমুহূর্তে থুত্নিতে তার ভয়ঙ্কর এক ঘুসি খেয়ে উড়ে গেল মাসুদ রানা। পড়েই ধড়মড় করে উঠতে গেল, কিন্তু পারল না। দেহের শক্তি ফুরিয়ে গেছে হঠাৎ করে। মুহূর্তে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছে। অক্সিজেনের জন্যে হাঁ করে দম নেয়ার কসরত করতে লাগল ও। নীল হয়ে গেছে সারামুখ, ঘেমে একাকার।

রাগ পড়েনি তখনও পিটারের। অন্ধের মত ভারী বুট পরা এক পা তুলল সে রানার পাঁজর সই করে, এই সময় চেঁচিয়ে উঠল পলিন, 'থামো! এসব কী হচ্ছে?' ছুটে এল মেয়েটি, দু'হাতে ধরল রানাকে। ভীত চোখে স্বামীর দিকে ফিরল সে। 'ভদ্রলোক অসুস্থ! আমি খেয়াল করেছি প্রায়ই শ্বাসকষ্ট হয়। প্লীজ, তোমরা বন্ধ করো এসব! ধরো এঁকে!'

'সে কি!' এক লাফে স্ত্রীর পাশে পৌঁছে গেল জেমস। চেহারায় উদ্বেগ। 'কই, দেখি!' ধরাধরি করে বসাল ওরা রানাকে। ছিটকে পড়া বাক্সটা তুলে দিল পলিন।

'আমি ঠিক আছি,' ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠে বলল ও। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল পলিনের দিকে। ঘাম মুছল। 'অনেক ধন্যবাদ।' নিজের চেষ্টায় উঠে পড়ল ও, অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ততক্ষণে শ্বাস-প্রশ্বাস। কোনদিকে না তাকিয়ে ধীরপায়ে সিঁড়ির দিকে এগোল মাসুদ রানা।

'কাজটা ভাল করোনি তুমি,' রানা চোখের আড়ালে চলে গেলে চাপা গলায় পিটারকে বলল জেমস। 'কি দরকার ছিল গায়ে হাত তোলার?'

'আমি আগে তুলেছি?' হিসিয়ে উঠল পিটার।

'উস্কানিটা তোমারই ছিল।'

রোষ কষায়িত চোখে কয়েক মুহূর্ত জেমসকে দেখল লোকটা, তারপর জোর পায়ে বেরিয়ে গেল বার ছেড়ে। আচমকা নাটকে ছেদ পড়ায় অন্যরাও উসখুস শুরু করেছিল, সুযোগ বুঝে ভাল মানুষের মত মুখ করে সটকে পড়ল সবাই একে একে।

রুমে এসে বিছানায় বসে পড়ল মাসুদ রানা। দেহের সমস্ত শক্তি কে যেন শুষে নিয়েছে ওর। হাত নাড়তেও কষ্ট হচ্ছে। উঠে আয়নার সামনে টেনে নিয়ে এল ও নিজেকে। সারামুখে জেগে আছে নীল রঙ। কে যেন ঝামা ঘষে চেহারার সমস্ত লাবণ্য কেড়ে নিয়েছে, ব্লটারের মত রস-কষহীন শুকনো মুখে কোটরাগত দু'চোখের নিচে গাঢ় কালির ছাপ। বুকের ভেতর পুরানো অভিমান উথলে উঠল মাসুদ রানার। কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় ফিরে এল, শুয়ে পড়ল। নিজ দুর্বলতা, অনির্দিষ্ট, দিকচিহ্নহীন ভবিষ্যতের কথা ভেবে চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল ওর।

ঘুমিয়ে পড়েছিল রানা, দরজায় টোকার শব্দে জেগে গেল। 'কে?'

'আমি, পলিন।'

ধস্তাধস্তি করে উঠল ও। দরজা খুলল। মেয়েটিকে দেখে হাসির ভঙ্গি করল। 'আপনার শরীর কেমন এখন?' জিজ্ঞেস করল পলিন।

'ভাল। ধন্যবাদ।'

'মিস্টার ব্লাডেন দেখা করতে চান আপনার সাথে। আসতে বলব?'

'হ্যাঁ, প্লীজ!'

'আপনার কিছু লাগবে?'

'না, ধন্যবাদ। গুডনাইট।'

'গুড নাইট।'

এক মিনিট পর খোলা দরজার সামনে উদয় হলো বয় ব্লাডেন। 'আসতে পারি?'

'আসুন, প্লীজ! বসুন।'

ঘরের একমাত্র চেয়ারটায় বসল ব্লাডেন। 'জিনের ওখান থেকে আসছি আমি এইমাত্র। ও বলল···শুনলাম, আপনি নাকি নতুন করে ড্রিলিং শুরু করতে চান কিংডমে। প্রথমেই কথাটা জানাতে পারতেন আমাকে। বললেন না কেন?'

'প্রয়োজন মনে করিনি।'

'বুঝেছি। আজ ট্রিভেডিয়ানের অফিসের সামনে আপনাকে দেখেছি আমি বিকেলে। ভেতরে আমাদের আলোচনার কতটুকু শুনেছেন আপনি?'

'অনেকটাই।' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। ব্লাডেনকে অফার করল।

'তার মানে আপনি আমাদের প্রথম আলোচনার সময়ই বুঝে ফেলেছেন যে আমি রিপোর্ট সম্পর্কে পুরো সত্যি বলিনি?'

'না'। ওটা জেনেছি জিনের সাথে কথা বলে।'

'আই সী।' মুখ নিচু করে ভাবল কিছু ব্লাডেন। 'আমি দুঃখিত। ভেবেছিলাম আপনি কিংডম বিক্রি করে দেয়ার জন্যে এসেছেন, দাম কিছু বাড়াবার জন্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন বিষয়টা··· হেল্! দেখুন, মিস্টার রানা, ভুল বুঝবেন না। আমার জীবনের যা কিছু অর্জন, আমার সমস্ত সার্ভে ইকুইপমেন্টস, কয়েকটা ট্রাক, সব এক বছর হলো পড়ে আছে কিংডমে। ওগুলো ফেরত পেতে হলে পিটার ট্রিভেডিয়ানের সাহায্য না পেলে চলবে না আমার।'

'বুঝতে পেরেছি।'

'উইনিকের রিপোর্ট আমি দেখেছি কেবলমাত্র পত্রিকায়। কোন সন্দেহ নেই, অ্যান্টিসিলিনের খোঁজ পেয়েছি আমি সার্ভের সময়, অথচ ওই রিপোর্টে তার উল্লেখই নেই। যদিও আমি শিওর নই যে অ্যান্টিসিলিন আছে বলেই তেলও আছে কিংডমে। তবু, ব্যাপারটা অনুল্লেখ রাখা সন্দেহজনক মনে হয়েছে আমার, কিন্তু কিছু বলতে

পারিনি। সিসমোগ্রামে আমার সার্ভের সব ফিগার তোলা আছে, কোন এক্সপার্ট জিওলজিস্টকে দিয়ে পরীক্ষা করালেই উইনিক রিপোর্টের ফাঁকটা ধরা সম্ভব হবে। তবে এ-ও ঠিক, এডমন্টন জার্নালে যে ফিগারগুলো আমি নোট করেছিলাম, তা ওঠেনি। সমস্ত আবোল-তাবোল ফিগার ছাপা হয়েছিল ওটায়।

'আমি কোন এক্সপার্ট নই, তারপরও এটুকু অন্তত নির্দ্বিধায় বলতে পারি, সিসমোগ্রাফিক সার্ভের ফল দেখে কোথায় তেল আছে, তা বোঝা খুব একটা কঠিন বিষয় নয়।'

'উইনিকের সাথে কথা বলেছেন এই নিয়ে?'

'না। পুঁজি কিংডমে আটকে পড়ায় একটা বছর খুব কষ্টে পেট বাঁচাতে হয়েছে আমাকে। অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাই ইচ্ছে থাকলেও সময় করে উঠতে পারিনি।'

'উইনিক মানুষটা কেমন?'

'সৎ কি না জানতে চাইছেন? খুবই সৎ মানুষ। নয়কে ছয় করার মত ধানাই পানাই সে করে না। অসৎ মানুষ হলে অবশ্যই তাকে নিজের কনসালটেন্ট নিয়োগ করতেন না রজার ফেরগাস। এ প্রশ্ন কেন?' চোখ তুলে রানাকে বোঝার চেষ্টা করল ব্লাডেন।

'ভাবছি সেক্ষেত্রে আপনার রিপোর্টের সাথে তারটার অমিল কেন হবে?' সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে আরেকটা ধরাল মাসুদ রানা। 'রেজাল্ট নিজহাতে উইনিককে পৌঁছে দিয়েছিলেন আপনি?'

'না আমি···' আচমকা থেমে গেল বয় ব্লাডেন। চোখ বড় করে রানাকে দেখল। 'আমি তো ব্যস্ত ছিলাম কিংডমে,' বিড় বিড় করে বলল সে। 'ফিগারগুলো কয়েক দফায় ম্যাক্স ট্রিভে···অফ কোর্স! অফ কোর্স!' ঝট্ করে উঠে পড়ল ব্লাডেন, অস্থির পায়ে ঘরের এ মাথা ও মাথা করতে লাগল। 'এইবার বুঝলাম! পথের মাঝে ফিগারগুলো বদল করা হয়েছে। সপ্তায় একবার হয়েস্টের সাহায্যে ড্যামের মালপত্র নিয়ে যেত ম্যাক্স, ওর হাতে ফিগারগুলো পাঠাতাম আমি।'

থামল লোকটা, বসে পড়ল। 'আমি এসেছিলাম ট্রাক, ইকুইপমেন্ট নিয়ে চলে যাব বলে। কিন্তু জিনের অনুরোধ আর আপনি যে সূত্র এইমাত্র ধরিয়ে দিলেন...ওহ্, গড়! ঠিকই বলেছেন তখন আপনি, ওই ফোনি রিপোর্টই কিঙের মৃত্যুর জন্যে দায়ী।'

অনুমতির তোয়াক্কা না করে রানার প্যাকেট থেকে আরেকটা সিগারেট বের করে ধরাল লোকটা। 'জিন বলেছে আপনি ড্রিল করতে চান কিংডমে, কথাটা কি ঠিক?'

'কত টাকা...'

'টাকার জন্যে চিন্তা নেই। আপনি অনুমতি দিলে পুঁজি বিনিয়োগকারী খুঁজে বের করব আমি। ড্রিলিং ইকুইপমেন্টও আনতে হবে। কিংডমে যা আছে, সব সেকেলে, নির্ভরযোগ্য নয়। সে ক্ষেত্রে আপনি ফিফটি-ফিফটি শেয়ারে রাজি হবেন?'

টাকা কি পরিমাণ লাগতে পারে জানতে চাইছিল আসলে মাসুদ রানা। সেই সাথে ভাবছিল লন্ডন থেকে গোপনে কি করে আনানো যায় টাকা। সে ঝামেলা থেকে মুক্তির আশ্বাস পেয়ে হাঁপ ছাড়ল ও। পঞ্চাশ কেন, সব দিলেই বা কি? আলবেরি সাউলের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করাই রানার উদ্দেশ্য। 'কিসের ওপর নির্ভর করে এতবড় ঝুঁকি নিতে চাইছেন? কিংডমে যে তেল আছে, আপনি নিজেই তো সে ব্যাপারে নিশ্চিত নন।'

'কালই ক্যালগারি রওনা হব আমি, দেখা করব লুইস উইনিকের সাথে। কোন ফিগারের ওপর বেজ করে ওই রিপোর্ট সে দিয়েছে জানতে হবে। এদিকে কয়েক দিনের মধ্যে হয়েস্ট চালু করতে যাচ্ছে পিটার, ওতে করে আপনি কিংডম চলে যান। ওখানে একটা বার্নের মধ্যে আছে আমার ট্রাকগুলো। ইন্সট্রুমেন্ট ট্রাকের ড্যাশবোর্ডে আমার লেখা ফিগারগুলো পাবেন। ওগুলো এনে উইনিকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। তার সাথে সাক্ষাৎ সেরে আমি রজার ফেরগাসের সাথে কথা বলতে যাব। দীর্ঘদিন তার পাইলট ছিলাম আমি। ভালই চিনি তাকে, যদি লোকটাকে সব বোঝাতে পারি, তাহলে আর চিন্তা নেই। কিন্তু

আপনি ফিফটি-ফিফটি শেয়ারে রাজি আছেন তো?'

'নিশ্চই। তবে আরেকটা কথা, কিংডমের মিনারাল রাইটস রজার ফেরগাসের নামে আছে। যদি সে আপনার প্রস্তাবে রাজি না হয়? কোন অধিকারে...'

'কোন চিন্তা নেই। আমি জানি সে রাজি হবে। রজার ফেরগাস পাকা জুয়াড়ী। যে জন্যে গতবারের সার্ভের সমস্ত খরচ সে একাই বহন করেছে। যদি রিপোর্টের গড়বড় সত্যি হয়, এবং তার সামনে দুটো রিপোর্ট আমি হাজির করতে পারি, একবার কেন, হাজারবার রাজি হবে সে। যদি তা না-ও হয়, অন্তত মিনারাল রাইটস আমি আপনার নামে করিয়ে আনতে পারব। আর একজন ইনভেস্টরও খুঁজে বের করে ফেলব।'

'অল রাইট।' ভেতরে চাপা উল্লাস বোধ করল মাসুদ রানা। 'তাহলে শুরু করে দিন কাজ।'

'ভাল কথা, জিনের কাছে শুনেছি আপনি নাকি অসুস্থ?'

কিছুটা বিস্মিত হলো মাসুদ রানা। মেয়েটির সাথে এ প্রসঙ্গে কোন কথা হয়েছে বলে মনে করতে পারল না। 'তাই বলেছে জিন?'

খেয়াল করল না বয় ব্লাডেন। 'ও কিছু নয়। অলটিচ্যুডের জন্যে খারাপ করেছে শরীর, ঠিক হয়ে যাবে। আমি তাহলে চললাম, মিস্টার রানা। গুড নাইট!'

'গুড নাইট। সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ।'

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বয় ব্লাডেন, সারামুখ হাসছে তার। উত্তেজনায় ফুটছে টগবগ করে। 'কূপ খনন শেষ হোক, তখন অনেক সময় পাব আমরা পরস্পরকে ধন্যবাদ জানানোর।'

'ঠিক আছে।'

দরজা বন্ধ করে সিগারেট ধরাল ও। আলো নিভিয়ে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে টানতে লাগল। মনটা ভাল লাগছে। বেশ খুশি খুশি লাগছে।

পরের কয়েকটা দিন জিনের সাথে গল্প করে, জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে, নয়তো লেকের কালো পানিতে ছিপ্ ফেলে ট্রাউট ধরে কাটল মাসুদ রানার। এই ক'দিন লক্ষ করেছে ও, সদ্য পরিচিত পুরুষের সাথে মেয়েরা সাধারণত যেমন প্রগলভ হয়, জিন তার একেবারে উল্টো। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না। এবং নিজের প্রসঙ্গ সযত্নে এড়িয়ে যায়, প্রশ্ন না করলে বলে না কিছু। তাই বলে গম্ভীর হয়েও থাকে না জিন। অত্যন্ত মার্জিত, সংযত মেয়েটি ক্রমেই আকৃষ্ট করছে ওকে, টের পেল মাসুদ রানা।

ওদিকে বেন ক্রেসি প্রায় শেষ করে এনেছে রাস্তা তৈরির কাজ। একদিন রাতে খাওয়ার সময় তাকে আর জেমসকে খুব উৎফুল্ল দেখাল। তাদের আলোচনায় জানা গেল, দু'চার দিনের মধ্যেই হয়েস্ট চালু করার আশা রাখে তারা। সে রাতের সেই ঘটনার পর জেমস যেন কিছুটা সদয় হয়েছে রানার ওপর। আগে কথাই বলত না, এখন মাঝেমধ্যে বলে।

একদিন সন্ধের পর জিনকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে হোটেলে ফিরতে বুড়ো ম্যাক সাদা কাগজে হাতে লেখা একটা বার্তা দিল ওকে। 'আপনার টেলিগ্রাম,' বলল সে। 'বয় ব্লাডেন পাঠিয়েছে আজ বিকেলে।'

'কার লেখা এটা?'

'আমার। টেলিফোন ঠিক হয়ে গেছে। ফোন করেছিল বয়, আমি লিখে নিয়েছি।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।' পড়ল ও টেলিগ্রামটা। লেখা আছেঃ কনভিনসড্ ফিগারস্ নট মাইন। সেন্ড উইনিক দোজ ফ্রম কিংডম সূনেস্ট পসিব্ল্। রজার ফেরগাস ডায়েড টু ডেজ আগো। লিভিং ফর পীস রিভার। স্বাক্ষর—ব্লাডেন।

রজার ফেরগাসের জন্যে দুঃখ হলো মাসুদ রানার। উদ্বিগ্নও হলো মিনারাল রাইটসের কথা ভেবে। ওটা ছাড়া কিভাবে কাজ চলবে?

সে রাতে খাওয়ার সময় ক্রেসি জেমসকে বলল, 'আমার কাজ তো

শেষ। ভাবছি এখন তোমার হয়েস্ট ফ্যাকড়া না বাধায়।'

'ওটা আমার নিজের হাতে বসানো। আমি জানি কোন সমস্যা হবে না হয়েস্ট নিয়ে।'

খাওয়া সেরে মিস গ্যারেটের বাসায় এল রানা। ওকে দেখে হাসল রুথ গ্যারেট, তবে আজকের হাসিটা পানসে। 'আমরা দু'বোন রজার ফেরগাসের আকস্মিক মৃত্যুর খবরে খুব দুঃখ পেয়েছি, মিস্টার রানা।'

অবাক হয়ে বৃদ্ধাকে দেখল ও। 'আপনারা জানলেন কি করে সে খবর?'

'জানি জানি। বয় আপনাকে খবর পাঠিয়েছে, শুনেছি।'

'খুব ভাল মানুষ ছিলেন ভদ্রলোক,' বলল দ্বিতীয় বৃদ্ধা, সারা গ্যারেট। 'আপনার দাদা বেঁচে থাকতে মাঝেমধ্যে আসতেন কাম লাকি, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন দু'জনে।' স্বভাবসুলভ পাখির চাউনি দিল মহিলা। 'আমাদের এখানেও আসতেন ওঁরা মাঝেমধ্যে।'

সে রাতে আলোচনা বিশেষ জমল না। কথায় কথায় মিনারাল রাইটসের প্রসঙ্গ উঠল। আশ্বস্ত করল ওকে জিন। 'ভাববেন না, বয় একটা ব্যবস্থা করবেই। ওর ওপর ভরসা রাখতে পারেন।'

'বয়ের ওপর আপনি খুব আস্থাশীল দেখা যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, কারণ ওকে আমি চিনি। বয়ের বাবা ছিলেন নাম করা কানাডিয়ান অভিনেতা, বাসিল ব্লাডেন। মা খাঁটি ইরোকুইস ইন্ডিয়ান। প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন ওঁরা। কিন্তু কয়েক বছর পর দেখা গেল, কেন যেন স্ত্রীকে সহ্য করতে পারছেন না বাসিল, অথচ মহিলার মধ্যে খারাপ কিছু ছিল না,' কাঁধ শ্রাগ করল জিন। 'এক রাতে গুলি করে স্ত্রীকে মেরে ফেলেন বাসিল, তারপর নিজেও আত্মহত্যা করেন। বয়ের বয়স তখন মাত্র তেরো। বাপের প্রায় কিছুই অবশিষ্ট ছিল না তখন, প্রচুর সংগ্রাম করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়েছে ওকে। হেন কাজ নেই যা

করেনি। এ ধরনের সংগ্রামী মানুষ সব পারে। দারুণ পাইলট ছিল বয়. এক সময় রজার ফেরগাসের ব্যক্তিগত প্লেন চালাত। ও ছিল নর্থ ওয়েস্টার্ন টেরিটোরিজের সেরা বুশ ফ্লায়ার। দ্যাট ওয়াজ দি ইন্ডিয়ান ইন হিম।'

'খুব লম্বা সার্টিফিকেট ইস্যু করে ফেললেন,' হাসল মাসুদ রানা।

জিন লুকাসও হাসল। 'এ আর কি! দেখতে থাকুন, শেষে আমার থেকে অনেক লম্বা সার্টিফিকেট আপনিই ইস্যু করবেন ওকে।'

সে রাতে ঝম ঝম বৃষ্টির মধ্যে হোটেলে ফিরল মাসুদ রানা। বারে ওর পায়ের শব্দ পেয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল পলিন। 'ঘুমাতে চললেন?'

'হ্যাঁ,' বলল ও।

'কাল সকালে ড্যামে যাচ্ছে জেমস। বলেছে আপনি চাইলে যেতে পারেন ওর সাথে। ড্যাম-কিংডম দুটোই দেখতে পাবেন।'

'কখন যাবে জেমস?'

'নাস্তা খেয়েই রওনা হবে।'

'ঠিক আছে, ওকে বলবেন আমি যাব। ধন্যবাদ, পলিন। গুডনাইট।'

সকালে নাস্তার টেবিলে রানার সাথে বেশ উষ্ণ ব্যবহার করল জেমস। শরীরের খোঁজ নিল। খাওয়া শেষ হতেই বেরিয়ে পড়ল ওরা। বৃষ্টি নেই, তবে বাতাস আছে বেশ। কাদায় ডুবে আছে শহর। বাঙ্কহাউসের সামনে এক ট্রাকে ডিজেলের ড্রাম বোঝাই করতে দেখা গেল ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ানকে। একটু পর বাঙ্কহাউসের পিছনদিক থেকে বেরিয়ে এল পিটার। 'আর কত দেরি?' হাঁক ছাড়ল সে।

'এই তো,' বলল জেমস। 'হয়ে গেছে।'

'তোমরা কিংডমে যাচ্ছ আজ?' ভাইয়ের উদ্দেশে বলল ম্যাক্স। মুখে বোকার হাসি তার, দৃষ্টিতে ছেলেমানুষী উচ্ছ্বাস।

'ড্যামে যাচ্ছি,' বলল পিটার, রানার দিকে তাকিয়ে চোখ

কোঁচকাল।

'ড্যাম-কিংডম, একই তো কথা!' ক্রুদ্ধ শোনাল ম্যাক্সের কণ্ঠ। 'আমাকে সঙ্গে নেবে না?'

'না।'

'কেন? তুমি না বললে বাবার আত্মা শান্তি...'

'শাট আপ!' গর্জে উঠল পিটার। অবাক হয়ে দেখল রানা, মুহূর্তে কুঁকড়ে গেল দানবাকৃতি ম্যাক্স। 'কাজ শেষ করো তাড়াতাড়ি!'

'ও, বুঝেছি,' খানিক ইতস্তত করে হাসল চমরি ষাঁড়। 'বুড়ো শয়তানটা বেঁচে আছে ভাবছ তুমি, তাই না? মনে হয় ভয়...'

ঠাস্ করে তার গালে এক চড় লাগাল পিটার। জ্যাকেটের কলার মুঠো করে ধরে গায়ের জোরে এক ঝাঁকি দিল। 'আর একটা কথা বললে চিবিয়ে খেয়ে ফেলব!'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ম্যাক্স, বোকার মত চেয়ে থাকল ভাইয়ের দিকে। কি ভেবে পরমুহূর্তে হাসল পিটার। ম্যাক্সের কাঁধ বেষ্টন করে কয়েক পা দূরে সরিয়ে নিয়ে নিচু কণ্ঠে কিছু বোঝাল। সাথে সাথে খুশি হয়ে উঠল ম্যাক্স, হাসি মুখে মাথা দোলাল ঘন ঘন। 'জা, জা! ঠিক আছে।'

ভাইকে সন্তুষ্ট করে কাজে লাগিয়ে দিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল পিটার। রানার দিকে নজর দিল। 'আপনি এখানে কেন? কি চান?'

'আমি নিয়ে এসেছি এঁকে, ড্যাম দেখাতে নিয়ে যাব বলে,' বলল জেমস তাড়াতাড়ি।

'কেন?' দুই কোমরে হাত রেখে কৈফিয়ত দাবি করল সে। 'কেন ওকে এনেছ শুনি? কাকে বলে এনেছ?'

'শোনো,' হাত ধরে খানিকটা দূরে নিয়ে গেল জেমস লোকটাকে। নিচু কণ্ঠে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করল জরুরী ভঙ্গিতে। কিন্তু কাজ হলো না, কয়েকবার পিটারকে 'না' সূচক মাথা দোলাতে দেখল রানা।

অবশেষে জোরেই বলে উঠল সে, 'আমার ট্রাকে ওকে আমি নিচ্ছি না।' ঘুরে ট্রাকের কাছে চলে এল লোকটা, উঠে পড়ল ক্যাবে।

লজ্জায় লাল চেহারা নিয়ে মাসুদ রানার সামনে এসে দাঁড়াল জেমস ম্যাকক্লিলান। চেষ্টা করেও তাকাতে পারল না ওর দিকে। 'আমি…আমি খুব দুঃখিত, মিস্টার রানা। পিটার আপনাকে নিয়ে যেতে রাজি হলো না।'

'শুনেছি। আপনিও ওর নির্দেশেই চলেন?'

কান লাল হয়ে উঠল জেমসের। 'মানে…মানে…।' কি বলবে খুঁজে না পেয়ে থেমে গেল লোকটা, খানিক ইতস্তত করে দ্রুত ঘুরে পা বাড়াল ট্রাকের দিকে। সে ক্যাবে উঠতেই স্টার্ট দিল পিটার ট্রিভেডিয়ান, ট্রাক ছেড়ে দিল। যতক্ষণ দেখা যায় ট্রাকের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। ওকে ফিরে আসতে দেখে অবাক হলো ম্যাক। 'কি হলো, চলে এলেন যে?'

'পিটার রাজি হয়নি আমাকে নিতে।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কি যেন বলল বৃদ্ধ। 'আপনার টেলিফোন এসেছিল, মিস্টার রানা। আপনার দুই বন্ধু কাম লাকি আসছেন আজ দুপুরের পর।'

'আমার বন্ধু!' অবাক হলো ও। 'কি নাম?'

'জনি কার্সটেয়ার্স আর জেফ হার্ট।'

'বলেন কি?' হেসে উঠল মাসুদ রানা। মনে হলো এতবড় সুখবর জীবনে এই বোধহয় প্রথম শুনল। 'কখন ফোন করেছে ওরা, কোত্থেকে?'

'এই তো একটু আগে, একশো পঞ্চাশ মাইল হাউস থেকে।'

'গুড! ধন্যবাদ, মিস্টার ম্যাক।' জানালার কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল ও, যেন এখনই আশা করছে ওদের। চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়তে ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। প্রকাণ্ড এক ঘোড়ার পিঠে চেপে বাঙ্কহাউসের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল ও ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ানকে। লেকের তীর ধরে কিছুদূর গিয়ে ডানে ঘুরে গাছপালার

আড়ালে চলে গেল সে। 'কোথায় যাচ্ছে ও?' প্রশ্ন করল রানা। 'কিংডমে?'

ম্যাকও দেখেছে লোকটাকে। 'তাই তো মনে হয়,' বলল সে।

দুপুরের একটু পর এল জনি আর জেফ। প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের খানিক পরই জানল রানা ওরা কেন এসেছে। 'এডমন্টনে বয় ব্লাডেনের সাথে দেখা হয়েছে আমাদের,' জানাল জেফ হার্ট। 'ও বলল পিটার ট্রিভেডিয়ান সার্ভের রিপোর্ট উল্টোপাল্টা করে পাঠিয়েছে উইনিকের কাছে।'

'কোথায় পিটার?' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল জনি কার্সটেয়ার্স।

'হয়েস্ট চেক করতে গেছে,' বলল মাসুদ রানা। ওদের নিয়ে এল নিজের রূমে।

'ঘটনাটা খুলে বলুন আমাদের,' বলল জনি।

বলল রানা। শুনে রাগে অস্থির হয়ে উঠল দু'জনেই। 'বাস্টার্ডস!' দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল জনি। 'এইভাবে খুন করল ওরা বুড়ো মানুষটাকে!' রাগে গজরাতে থাকল সে, পায়চারি করতে লাগল ঘরের মধ্যে। 'আসুক আজ শালা! আজ ওর…'

লোকটাকে নিরস্ত করার প্রয়োজন বোধ করল মাসুদ রানা। 'দেখুন, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন…'

'হয়ে গেছে, না?' এমন দৃষ্টিতে তাকাল জনি, মনে হলো ওকেই বুঝি নেবে এক হাত। 'আমাকে চিনতে কিছু সময় লাগবে আপনার, মিস্টার রানা! আমি ভালর ভাল, পাজীর পাজী। যখন পরেরটা হয়ে যাই আমি, দুনিয়ার তাবৎ চার পেয়ে কুলের মধ্যে সবচে' খারাপটিকেও ছাড়িয়ে যাই। এসো,' জেফের দিকে ফিরে গর্জে উঠল জনি। 'খিদে পেয়েছে খুব, খেয়ে আসি।' ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল লোকটা। জেফ নীরবে অনুসরণ করল তাকে।

নিজেকে প্রশ্ন করল রানা, কেন ও বাধা দিতে যাবে জনিকে? কোন

অধিকারে? মাসুদ রানা কিংডমের উত্তরাধিকারী হতে পারে, কিন্তু জীবনেও দেখেনি ও আলবেরি সাউলকে। জনি তাঁকে দেখেছে, তাঁকে ভালবেসেছে, ওর মধ্যে ভদ্রলোকের জন্যে বিশেষ এক আসন তৈরি হয়েই আছে। এখন জনি জানতে পেরেছে তার প্রিয় মানুষটিকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে, যাঁর মৃতদেহ সে-ই আবিষ্কার করেছিল। সে যদি এখন এর প্রতিবাদ জানাতে চায়, তাকে রানা বড়জোর বোঝাতে পারে, বাধা দিতে যাবে কোন অধিকারে? কিং জনির কাছে কি, তা আসার পথে লোকটার মুখেই শুনেছে রানা। কেবল শোনেইনি, অন্তর দিয়ে অনুভবও করেছে। তাহলে কেন ও তাকে বাধা দেয়ার কথা ভাবছে?

ডিনারের একটু আগে ফিরল জেমস ও ক্রেসি। খাবার টেবিলে মুখোমুখি হলো ওরা সবাই। 'এ সময়ে কি মনে করে?' জনির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল জেমস। আজ বেশ মুডে আছে সে, হয়েস্টের মোটর টেস্টিং সফল হয়েছে তার। 'নিশ্চই অসময়ে ট্যুরিস্ট নিয়ে আসোনি?'

চেহারা গম্ভীর করে তাকে দেখল জনি কার্সটেয়ার্স। জেফকে দেখিয়ে বলল, 'এ আমার বন্ধু, জেফ হার্ট। এসেছি আরেক বন্ধু মাসুদ রানার খোঁজ নিতে। শুনলাম তাকে আজ কথা দিয়েও শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাওনি কিংডমে। দাওয়াত করে ডেকে নিয়ে ওকে এ অপমান না করলে কি ক্ষতি হত, জেমি?'

মুখ কালো হয়ে গেল জেমসের। 'এখানকার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির মালিক পিটার ট্রিভেডিয়ান, তুমি জানো।'

'নিশ্চই নিশ্চই!' বাঁকা হাসি ফুটল জনির মুখে। 'পিটার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির মালিক কাম লাকির মালিক, তোমারও মালিক। তুমি কি জানো লোকটা কি নির্মম উপায়ে হত্যা করেছে কিং সাউলকে? জানো না, তাই তো? অপেক্ষা করো, জানতে পারবে খুব শিগগির। আসার পথে আমার কিছু সাংবাদিক বন্ধুকে গরম খবরের আভাস দিয়ে এসেছি।

আসছে ওরা। তুমি কেন, দেশের কারও তখন জানতে বাকি থাকবে না কিছু।'

কেউ কোন কথা বলল না। মাসুদ রানা অবাক হলো জনির সাংবাদিক বন্ধুদের খবর শুনে। এ তথ্য ওকে পর্যন্ত এতক্ষণ জানায়নি সে।

'দেখো, জনি, আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় পিটারকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। আমি মিস্টার রানাকে...'

'অবশ্যই কথা বলব আমি ওর সাথে। কিন্তু এ মুহূর্তে তোমার সাথে কথা বলছি আমি, জেমি। এডমন্টনে বয় ব্লাডেনের সাথে দেখা হয়েছে আমাদের, সে কি বলেছে অনুমান করতে পারো?'

চোখ কুঁচকে উঠল জেমসের। 'নাহ্! কি?'

'তুমি জানো না পিটার কি ওস্তাদী করেছে তার সার্ভে রিপোর্টে?'

'না।'

'সে কি! আমি তো জানি তোমরা দু'জন ব্যবসায়িক পার্টনার!'

'সে কেবল হয়েস্টের ব্যবসায়।'

'আই সী! তার মানে ব্লাডেনের সার্ভে রিপোর্ট ওলট-পালট করার সময়ে তোমাকে দূরে রেখেছিল পিটার?'

রেগে উঠল জেমস। 'কি বলতে চাও পরিষ্কার করে বলো!'

'তোমার বুঝতে না পারার মত কিছু বলছি না আমি। তোমাকে একটা পরামর্শ দেই, জেমস ম্যাকক্লিলান! দেখে পা ফেলো, জানো তো, পাপী মরে সঙ্গী সাথী নিয়ে? এ মুহূর্তে জঘন্য এক পাপী, বদের সাথে জুটেছ তুমি। সতর্ক হও, নইলে হয়তো পস্তাবার সুযোগও পাবে না। পিটার কোথায় আছে এখন?'

'অফিসে আছে,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল বেন ক্রেসি। জনির ঠাস-ঠোস কথাবার্তা আর বেকায়দা ভাবসাব দেখে ঘাবড়ে গেছে সে। 'ওখানে না পেলে পিছনে, কোয়ার্টারে পাবেন।'

'ওকে, থ্যাঙ্কস।'

তাকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিল রানা ও জেফ হার্ট। হাত তুলে বারণ করল সে। 'তোমরা এখানেই থাকো। বীয়ার তৈরি রেখো আমার জন্যে, ফিরব যখন, খুব পিপাসা নিয়ে ফিরব।' আসন ত্যাগ করতে গেল জনি, তখনই বার রূমে এসে ঢুকল পিটার। ওদের ওপর চোখ পড়তে ক্ষণিকের জন্যে তাকে চিন্তিত দেখাল মনে হলো মাসুদ রানার। 'জনি যে!' হাসির ভঙ্গি করল পিটার, সতর্ক চোখে দেখছে ওদের তিনজনকে। 'কি খবর?'

'খবর জানার জন্যেই এসেছি। কাল এডমন্টনে বয় ব্লাডেনের সাথে দেখা হয়ে গেল, ওর মুখে শুনলাম গতবছর ওর সার্ভের রিপোর্ট তোমার হাত ঘুরে লুইসের কাছে পৌঁছেছে।'

'তো?'

'পথে ভৌতিক কোন কারণে সম্ভবত ফিগারগুলো বদলে গিয়েছিল। বয়ের পাঠানো ফিগার আর উইনিকের ফিগার এক ছিল না। জানো নাকি কিছু তুমি?'

দ্রুত উপস্থিত সবার ওপর চোরা নজর বোলাল পিটার ট্রিভেডিয়ান। 'অফিসে এসো আমার। ওখানে বসে...'

'তার কোন প্রয়োজন নেই, পিটার। তোমার সাথে এমন কোন গোপনীয় বিষয় নিয়ে কথা বলছি না আমি। কেন অমন নোংরা খেলা খেললে তুমি কিং সাউলের সাথে? তাঁকে এত কিসের ভয় ছিল তোমার, পিটার? তুমি বুঝি ভেবেছ ট্যুরিস্ট-সাংবাদিকদের কাছে তিনি হেনরি ফেরগাসের বাঁধের গোপন খবর ফাঁস করে দেবেন?'

'বাঁধের কি?'

'গোপন খবর!' ব্যঙ্গের হাসি ফুটল জনির মুখে। 'বাঁধে যে পুরনো, প্রায় বাতিল সিমেন্ট ব্যবহার করেছ তোমরা, সেই খবর।'

'কি যা-তা বকছ! আমি কেবল ক্যারি করি বাঁধের সরঞ্জাম, সিমেন্টের সাথে কোন সংশ্রব নেই আমার। আর তুমি যে বাতিল

সিমেন্টের কথা বলছ, তা-ও বাজে কথা। কোথায় পেয়েছ এসব ফালতু খবর? বাঁধের কাজ সরকারী ইনসপেক্টররা দেখছে না?' রেগে মেগে এক পা এগিয়ে এল পিটার ট্রিভেডিয়ান।

'দেখছে!' হাসি আরও বাঁকা হলো জনির। 'কেবল বাঁধের কাজই দেখছে তারা, দেখছে না তাদের ক্যারিং কন্ট্রাক্টর সিমেন্ট আনছে কোন জায়গা থেকে।'

অবাক হয়ে দু'জনের তর্ক শুনছে মাসুদ রানা, এসব ব্যাপারে কোন ধারণাই ছিল না ওর।

'তাদের জানা নেই,' বলে চলল জনি, 'সিয়াটল থেকে সিমেন্ট আনার কথা শিডিউলে থাকলেও তা আসে কুইন চারলোট্টি আইল্যান্ড থেকে। ওখানকার খোলা আকাশের নিচে এক বছরেরও বেশি আগে থেকে পড়ে থাকা রিজেক্টেড সিমেন্টের স্ট্যাক থেকে।'

রাগে দিশেহারা চেহারা হলো পিটার ট্রিভেডিয়ানের। 'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠল সে। 'রিজেক্টেড সিমেন্টই যদি হত, বাঁধের কাজ এগোত না, জনি কার্সটেয়ার্স। এতদিনে বহু জায়গায় ফাটল দেখা দিত। কাল দিনে একবার গিয়ে ঘুরে এসো বাঁধ, দেখো খুঁজে কোথাও কোন ফাটলের চিহ্ন পাও কি না। কাউকে কোন অভিযোগে অভিযুক্ত করতে হলে এরপর থেকে ভালমত খোঁজ-খবর নিয়ে নিয়ো।'

দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল পিটার, চলে গেল। জনির ভাব দেখে মুহূর্তের জন্যে মনে হলো সে-ও বুঝি অনুসরণ করতে যাচ্ছে তাকে। কিন্তু না, উঠল না জনি।

'ব্যাপার কি বলুন তো?' বলল মাসুদ রানা। 'সিমেন্টের ব্যাপারটা সত্যি নাকি?'

'সত্যি। দু'বছর আগে ভ্যানকুভারের এক জাহাজ মালিক এসেছিল রকি দেখতে। সব বলেছে লোকটা আপনার দাদাকে, আমিও শুনেছি। সে জন্যেই ড্যামের কাজে বাধা দেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি কিং।

কারণ লোকটা তাঁকে বলেছে, পানির চাপের সামনে ও বাঁধ টিকবে না। ওয়েল, আমি বেরুচ্ছি এখন। কয়েকজন বন্ধুর সাথে কথা বলা প্রয়োজন। রাতে ফিরছি না।' কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেল জনি কার্সটেয়ার্স।

কিছু সময় নীরবে কাটল। চুপচাপ ধূমপান করছে রানা ও জেফ। ওদিকে বেন ক্রেসির একদল ক্রু গল্প করছে বারের এক কোণে বসে। সকালে আর রাতে এখানেই খায় ওরা। পোল, ইউক্রেনিয়ান, ইটালিয়ান, দুই চীনা ও একজন নিগ্রোসহ প্রায় এক কুড়ি লোক। আনমনে ওদের দেখছে মাসুদ রানা। 'ওয়েল!' বলে উঠল জেফ হার্ট। 'কি করবেন এখন, রুমে যাবেন, না এখানেই…'

'বাইরে যাব,' চাপা কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

'কোথায়?'

'কিংডমে।'

হতভম্ব দেখাল জেফকে। 'বুঝলাম না।'

'এরা সবাই এখানে। রাতে কেউ যাচ্ছে না সাইটে। ওদিকে হয়েস্ট চালু হয়েছে আজ, তাই ভাবছি গোপনে ঘুরে আসব একবার কিংডম। এরা কিছু জানতে পারবে না।'

অবাক হয়ে ওকে দেখল জেফ। হাসল। 'ওয়েল, তাহলে আর বসে আছি কেন? রাস্তায় গাড়ি আছে আমার, ভেতরে গরম কোটও আছে। চলুন বেরিয়ে পড়ি এখনই।'

সাত

মেঘমুক্ত আকাশে বড় এক হলদেটে থালার মত ঝুলছে চাঁদ। মোটামুটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সব। হেড লাইট না জ্বেলেই এগোল ওরা। ধীর গতিতে শহর ছেড়ে ক্রীক রোডে এসে পড়ল জেফ হার্টের স্টেশন ওয়াগন। চমৎকার গাড়ি, এঞ্জিনের আওয়াজ প্রায় নেই বললেই চলে। জেফ নিজে মেকানিক, ভালই যত্ন নেয় গাড়ির।

বনের ভেতর এসে নিশ্চিন্তে হেডলাইট অন করল জেফ, গতি বাড়িয়ে দিল। কাদা রঙের তুষার জমে আছে রাস্তায়, তার ওপর দিয়ে চড়-চড়, প্যাঁচ-প্যাঁচ আওয়াজ তুলে ছুটছে ওয়াগন। হেড লাইটের আলোয় গাছের ছায়াগুলো অদ্ভুত রূপ পেয়েছে, গাড়ির ঝাঁকির সাথে তাল রেখে প্রতিনিয়ত কাঁপছে ছায়াগুলো, নাচছে। ক্যারিকেচারের মত লাফাতে লাফাতে ওদের পাশ কাটিয়ে সাঁ করে পিছিয়ে যাচ্ছে। সেতু পার হওয়ার সময় ছাড়া বাকি পথ গড়ে প্রায় চল্লিশ মাইল বেগে গাড়ি ছোটাল জেফ হার্ট।

এক সময় সাঁ করে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা। সামনে অনেক দূর পর্যন্ত একদম ফাঁকা। এখানে রাস্তা অসমান, নুড়ি পাথর দিয়ে তৈরি। বেন ক্রেসির মেরামত করা অংশ এটা। তার ওপর দিয়ে ক্রমাগত ঝাঁকি খেতে খেতে কয়েকশো ফুট নেমে এল ওরা ঢাল বেয়ে, ঢালের প্রান্তে প্রকাণ্ড এক সমতল কংক্রীটের চত্বর দেখে গতি কমাল জেফ। দাঁড় করিয়ে ফেলল গাড়ি। সামনেই সেই বিল্ডিং—বিশাল এক পিলবক্সের

মত দেখতে। এতদিন বিচ্ছিন্ন ছিল এটা।

বিল্ডিঙের জাজমেন্টের দিকটা উন্মুক্ত, দেয়াল তৈরি করা হয়নি ওদিকে। ওটার ফ্লোর তৈরি করা হয়েছে ভারী কাঠ দিয়ে। তার ওপর বসে আছে প্রকাণ্ড এক কাঠের বাক্স; অনায়াসে গোটা চারেক পূর্ণবয়স্ক হাতি ধরবে ওর মধ্যে। মাসুদ রানার বাহুর মত মোটা দুই কেবল্ ধরে রেখেছে ওটা ওপরের বিশাল চারটে লোহার দাঁড়ার সাহায্যে। নিচেও আছে দুটো একই রকম মোটা কেবল্—সাবসিডিয়ারি সাপোর্টিং। চমৎকার! ভাবল মাসুদ রানা। ওটা দিয়ে একবারে প্রচুর মালামাল নির্বিঘ্নে এপার-ওপার করা সম্ভব।

'দারুণ!' বলল জেফ হার্ট। একটা স্পট লাইট জ্বেলে কেবল্ পরীক্ষা করছে সে। 'এতবড় কেবল্ কার আর দেখিনি।'

মাসুদ রানা বলল না কিছু। চাঁদের আলোয় সলোমন'স জাজমেন্টের দুই আধিভৌতিক চুড়ো দেখছে আনমনে। মাঝখানের ফাঁকটা যেন বিশাল এক 'V'। দানবীয় কোন মাকড়সার বিছিয়ে রেখে যাওয়া সুতোর মত লাগছে কেবল্গুলোকে। জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট শেষ করল ও। তারপর ঘড়ি দেখল—সবে ন'টা। সামনে লম্বা সময় পড়ে আছে। 'এদের এঞ্জিনহাউসটা দেখা দরকার,' বলল ও।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন,' উৎসাহ নিয়ে দরজা খুলল জেফ।

প্রচণ্ড বাতাস বাইরে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই দায় হয়ে উঠল ওদের। গায়ে কাঁটা দিল বাতাসের টানা গোঁ-গোঁ আওয়াজ শুনে। পুরো ভ্যালি ছিঁড়েখুঁড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে যেন। প্রচণ্ড শীত উইন্ডচীটার ভেদ করে ভেতরে ঢুকে হাড়-মাংস চিবিয়ে খেতে শুরু করে দিয়েছে বলে মনে হলো রানার। কিংডমের শীতের কথা ভেবে গাড়ি থেকে একটা বাড়তি ডাফল কোট বের করে নিল ও, তারপর দু'জনে বাতাস ঠেলে এগোল হয়েস্টের এঞ্জিন হাউজিঙের দিকে। একদিক খোলা বিল্ডিংটার ভেতর আলাদা একটা রুমে বসানো আছে মোটর। এ রুমের দরজা

আছে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে হাঁপ ছাড়ল রানা ও জেফ। 'বাঁচলাম!' ফোঁস করে দম ছাড়ল জেফ।

রুমটা বেশ বড়। দু'দিকের দেয়ালের ওপরের অংশ কাঁচের, যাতে হয়েস্টের আসা যাওয়া ভেতরে বসে দেখতে পারে অপারেটর। একদিকের পুরো দেয়াল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক লোহার চাকা, ধানকলের ফিতের মত ওটাকে পেঁচিয়ে রেখেছে বাইরের কেবল্। মোটরের সাহায্যে ওই চাকা ঘুরিয়ে চালানো হয় হয়েস্ট। উল্টোদিকের দেয়ালে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখা আছে এক শক্তিশালী ডিজেল এঞ্জিন। ওটার কাছে এক সেট টেবিল-চেয়ার দেখা গেল, মান্ধাতা আমলের একটা ফিল্ড টেলিফোন আছে টেবিলের ওপর। টেবিলের বাঁ দিকে হয়েস্টের কন্ট্রোল প্যানেল। ওদিকে আরেক দেয়ালে সার দিয়ে রাখা আছে বেশ কয়েকটা ফুয়েল ড্রাম, আজই আনা হয়েছে এগুলো।

নিজের লাইনের কাজ পেয়ে খুশি হয়ে উঠল জেফ হার্ট, ত্রিপল সরিয়ে এঞ্জিন পরীক্ষার কাজে মন দিল সে। একটু পর সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'চমৎকার মাল! নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায় এর ওপর। এখন বলুন, কি ভাবে কি করতে চান।'

বলল মাসুদ রানা। শুনে চিন্তায় পড়ল জেফ। 'আপনার একা যাওয়া ঠিক হবে?'

'জনি থাকলে দুজন যাওয়া যেত। এখন একা যাওয়া ছাড়া উপায় কি?'

'কিন্তু আপনার যে অবস্থা···তাছাড়া যদি হয়েস্ট মাঝপথে থাকতে বন্ধ হয়ে যায় এঞ্জিন?'

'এই না বললেন নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায় এটার ওপর?' এঞ্জিনের গায়ে মৃদু লাথি মারল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু তবু, দুর্ঘটনাবশত যদি···'

'ভাববেন না। এদিকটা ঢালু আছে, যদি কোন কারণে এঞ্জিন বন্ধ

হয়েই যায়, গড়িয়ে ফিরে আসবে হয়েস্ট।'

পরীক্ষা করে দেখা গেল রানার কথাই ঠিক। হয়েস্ট কেসের সিলিঙে এক হ্যান্ড ব্রেক লিভার আছে। মোটর বন্ধ হয়ে পড়লে ওটা যাতে ফিরে এসে আছড়ে না-পড়ে কেসিঙের ভেতর, তা নিশ্চিত করবে ওই ব্রেক। নিয়ন্ত্রণহীন কেসের গতি সামাল দেবে।

'তারচে' আমি যাই না কেন?' বলল জেফ। 'কি জন্যে ওখানে যেতে চাইছেন বলুন, আমি...'

'না, আমিই যাব।'

'বেশ,' খানিক ইতস্তত করে কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'যান। লাইটটা নিয়ে যান তাহলে, কাজে লাগতে পারে।' টেলিফোন সেটটা দেখাল সে। 'এখানে যখন ফোন আছে, মনে হয় ও মাথায়ও আছে। পৌঁছেই একটা রিং দেবেন আমাকে। যদি ফোন না পাই, খাঁচা ফিরিয়ে আনব আমি ঠিক দশটায়। তারপর প্রতি ঘন্টা অন্তর পাঠাতেই থাকব ওটা। ওকে?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। জেফের সাথে ঘড়ি মিলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল খোলা কেসিঙে। কয়েক পা এগোতেই বাতাসের প্রচণ্ড চাপ কাহিল করে ফেলল রানাকে। কোনরকমে খাঁচার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও, লাগিয়ে দিল দরজা। পিছন থেকে 'গুড লাক!' বলে চেঁচিয়ে উঠল জেফ, শুনতেই পেল না রানা। ভেতরে এঞ্জিন স্টার্ট দিল জেফ, তারপর 'ফরওয়ার্ড' লেখা লিভারটা মুঠো করে ধরে আস্তে আস্তে ঠেলে দিল সামনে। মৃদু একটা ঝাঁকি খেয়ে সামনে এগোল খাঁচা, কেসিং থেকে বেরিয়ে আসতেই বাতাসে দোল খেতে আরম্ভ করল।

পিছনে তাকাল মাসুদ রানা, ছোট হতে হতে এক সময় হারিয়ে গেল হয়েস্ট কেসিং। বাতাসের বিকট হুঙ্কার আঘাত করছে কানের পর্দায়, ব্যাপারটাকে অগ্রাহ্য করতে চাইল ও। খাঁচার দেয়ালে হেলান দিয়ে তাকিয়ে থাকল সামনে। অদ্ভুত এক ভ্রমণ! দূর থেকে কল্পনায় নিজেকে

দেখার চেষ্টা করল রানা। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত উপত্যকার মাঝে সুতোয় বাঁধা, খাঁচায় পোরা অপার্থিব কিছু একটা যেন ও, ভেসে চলেছে অজানার পথে।

এক কংক্রিটের পিলার চোখে পড়ল রানার, কেবলের সাপোর্টিং পাইলন। দ্রুত কাছে চলে এল ওটা, তারপর পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল পিছনে, মিলিয়ে গেল। নিচের দিকে তাকিয়ে বুঝল রানা, বেশ দ্রুতই এগোচ্ছে খাঁচা। পাঁচ মিনিট চলার পর সামনে ড্যামের দেয়াল দেখতে পেল ও। মাঝখানের খানিকটা বাদে দু'দিকে ধপধপে সাদা বরফমোড়া অতিকায় দুটো সরীসৃপ যেন, শুয়ে আছে এঁকেবেঁকে। উইন্ডচীটারের ওপর ডাফল কোটটাও পরে নিয়েছিল রানা খাঁচায় ওঠার আগে, তবু শীত মানছে না। সামনের সলোমন'স জাজমেন্টের জমাট বরফে বার বার ঘা খেয়ে ফিরে আসছে উপত্যকার মাঝে আটকেপড়া বাতাস, জাজমেন্টের সমস্ত ঠাণ্ডা শুষে নিয়ে এসে আছড়ে পড়ছে খাঁচার ওপর, কাঁপুনি তুলে দিয়েছে ওর শরীরে।

দশ মিনিটের মাথায় অন্য প্রান্তে পৌঁছল খাঁচা, ও প্রান্তের মতই এক মুখ খোলা কংক্রিটের এক বিল্ডিঙে ঢুকে বসে পড়ল মেঝেতে। দরজা খুলে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। ওর খানিকটা সামনে, ত্রিশ-চল্লিশ ফুট নিচে ড্যামের দেয়াল। মাঝের বেশ খানিকটা অংশ নেই, তৈরি হয়নি। মাঝে খানিকটা ফাঁকা রেখে দু'দিকে চলে গেছে দুটো চওড়া, সমান্তরাল দেয়াল। বোল্ডার আর কংক্রীটের ঢালাইয়ের সাহায্যে বুজে দেয়া হয়েছে মাঝের ফাঁকটা।

পিছনে তাকাল ও। অনেক নিচে, দেখা যায় কি যায় না, কয়েকটা ছোটবড় কালো কাঠামো চোখে পড়ল। কাঠের ঘর। ওটাই কিংডম, বুঝল মাসুদ রানা। জায়গাটা প্রায় গোল, এবং সমতল বলেই মনে হচ্ছে। এপাশের বাঁধের দেয়াল থেকে কম করেও এক-দেড়শো ফুট নিচে জায়গাটা। প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই।

হঠাৎ জেফ হার্টের কথা মনে পড়তে তাড়াতাড়ি ফিরে এল রানা কেসিঙের ভেতরে। স্পটলাইটের আলোয় টেলিফোনটা খুঁজতে লাগল। এক দেয়ালে বড় এক হুইল আছে কেবল এ ঘরে, আর আছে কয়েকটা গ্রীজের ক্যান। এক কোণে খুঁজে পেল রানা টেলিফোন সেটটা, এটাও একই ধরনের। একটা ভাঙা চেয়ারের ওপর রাখা আছে। হাতল দুই পাক ঘুরিয়ে ক্রেডল তুলল রানা। প্রায় সাথে সাথে ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া দিল জেফ। 'আপনি ঠিক আছেন, মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছি।'

'তারপর? কিংডম দেখতে পেয়েছেন?'

'মনে হয়। আমি যাচ্ছি জায়গাটা ঘুরে দেখতে। ফিরে এসে আবার ফোন করব আপনাকে।'

'ওকে, গুড লাক। সাবধানে যাবেন, উঁচু-নিচু দেখে পা ফেলবেন।'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ।'

'দেরি করবেন না।'

হাসল মাসুদ রানা। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' ফোন রেখে বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল কেসিঙের সামনে। ভাল করে নজর বোলাল চারদিকে। বাতাসের একটানা গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ও পৃথিবীর কোথাও আছে, ভাবল রানা, নাকি ভুল করে অন্য কোন গ্রহে চলে এসেছে? সলোমন'স জাজমেন্ট বাঁয়ে রেখে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল রানা। বেশিক্ষণ লাগল না কিংডমের কাছে পৌঁছতে। দূর থেকে বোঝা যায়নি, এখন দেখা গেল ঘরগুলো প্রায় কোমর পর্যন্ত ডুবে আছে বরফের নিচে। আরও খানিকটা এগোতে বোঝা গেল, ঘরগুলো লগ দিয়ে তৈরি। চারদিকের অনেক জায়গা জুড়ে কাঠের সীমানা দেয়ালও আছে ওগুলোকে ঘিরে।

শেষের সামান্য পথ অতিক্রম করতে প্রচুর সময় লেগে গেল। ঢাল এখানে প্রায় খাড়া হয়ে নেমে গেছে, তারওপর জমে আছে কঠিন বরফ। ভীষণ পিছল আর বিপজ্জনক পথ। এতক্ষণ মাঝেমধ্যে এক-আধটা উলঙ্গ চুড়ো দেখা যাচ্ছিল, এখন তাও নেই। যত নিচে নামছে রানা, ততই চারদিকে কঠিন বরফের বিস্তার দেখা যাচ্ছে। যতদূর চোখ চলে, কেবল সাদার রাজ্য। হয়তো অলটিচ্যুডের কারণেই হবে, একটু একটু শ্বাসকষ্ট দেখা দিল মাসুদ রানার। বারবার থামতে হচ্ছে।

সামনে দেখে খুব সতর্কতার সাথে এগোচ্ছে ও। পথ নিজেকেই খুঁজে বের করতে হচ্ছে বলে সময় লাগছে অনেক বেশি। দাঁড়াল রানা দম ফিরে পাওয়ার জন্যে, পিছনে তাকাল। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে ওর পায়ের ছাপ, বেশ হালকা ছাপ। বরফ এদিকে কঠিন বলে এ অবস্থা। থান্ডার ক্রীক ভ্যালি চোখের আড়ালে পড়ে গেছে। বরফে পুরো ডুবে থাকা বড় এক টিলা ঘুরে এগোল মাসুদ রানা। অর্ধেক ঘোরা হতেই আবার ড্যামের দেয়াল চোখে পড়ল। জাজমেন্টের চূড়াও দেখা গেল, অনেকক্ষণ থেকে পাত্তাই ছিল না ও দুটোর। চাঁদের দিকে তাকিয়ে বুঝল রানা, জাজমেন্টের দক্ষিণে আছে ও এখন।

আরও খানিকটা এগোবার পর হঠাৎ মনে হলো চাঁদের আলোয় টান ধরেছে। মুখ তুলল রানা। বড় চাদরের মত কালো এক খণ্ড বিচ্ছিন্ন মেঘ দেখা গেল জাজমেন্টের মাথা টপকে চাঁদের দিকে এগোচ্ছে, ওটার আবছা কালো প্রান্তভাগ ঢেকে ফেলেছে চাঁদকে। দেখতে দেখতে পুরো উপগ্রহটাকে গ্রাস করল মেঘ, অন্ধকার হয়ে গেল সব। ডানা মেলে মন্থর গতিতে রানার মাথার ওপর চলে এল মেঘ, বিচিত্র এক আলো-আঁধারির পরিবেশ সৃষ্টি হলো ওকে ঘিরে। গা ছমছম করে উঠল, শিউরে উঠল মাসুদ রানা।

ঘুরে কিংডমের দিকে তাকাল। এখনও দুইশো গজমত দূরে আছে ঘরগুলো। মেঘ জায়গাটাকে গ্রাস করার মুহূর্তখানেক আগে, পলকের জন্যে একটা কালো ছায়া দেখতে পেল যেন মাসুদ রানা। মানুষের ছায়া! মনে হলো নড়তে দেখেছে ও ছায়াটাকে, সবচেয়ে কাছের ঘরটার এ

পাশের কোণে। ওর চোখ পড়ামাত্র নড়ে উঠল ওটা, হেঁটে ঘরের ওপাশে চলে গেল। মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। দূর! নিশ্চয়ই ভুল দেখেছে ও। এখানে মানুষ আসবে কোত্থেকে? বড়জোর কোন পাহাড়ী জন্তু-টন্তু হতে পারে। ভাবতে ভাবতেই কিংডম মেঘের আড়ালে পড়ে গেল। আলো ফেলে নামতে শুরু করল আবার রানা।

বিশ কি পঁচিশ কদম এগিয়েই ফের থামতে হলো ওকে। অস্বাভাবিক একটা আওয়াজ কানে এসেছে, শুকনো পাতায় আগুন ধরলে যেমন পড় পড় আওয়াজ ওঠে, তেমনি। এদিক-ওদিক তাকাল মাসুদ রানা, কান খাড়া রেখেছে। কি করবে ভাবছে, এই সময় একটা চাপা 'হুপ্!' কানে এল। সামনে তাকাল রানা, কিন্তু কিছু দেখার সুযোগ হলো না। এক দমক হিম বাতাস খুব দ্রুত পাক খেতে খেতে ছুটে এল ওর দিকে, সঙ্গে নিয়ে এল পাউডারের মত গুঁড়ো তুষার। মুহূর্তে অন্ধ হয়ে গেল মাসুদ রানা, তাড়াতাড়ি হাত তুলে চোখ ঢাকল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা প্রায় জমিয়ে দিল ওকে।

যা ভেবেছিল তা হলো না, কমছে না বাতাস, বরং ক্রমেই বাড়ছে। এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে বরং কিংডমের দিকে যাওয়াই ভাল, ভাবল মাসুদ রানা। ঘরের মধ্যে আশ্রয় নেয়া ভাল। মতিগতি সুবিধের মনে হচ্ছে না বাতাসের। টর্চের আলোয় কিছুই প্রায় দেখা যায় না, তবু ওটা জ্বেলে পা বাড়াল ও। বাতাস বাঁ কাঁধে বাধিয়ে গুণে গুণে তিনশো কদম এগোল, তারপর থেমে আলো ফেলল সামনে। আশ্চর্য! নেই কিছু সামনে, একদম ফাঁকা। অথচ হলপ করে বলতে পারে রানা, যেদিকে ঘরগুলো দেখেছিল, সেদিকেই এগিয়েছে ও। ঘর না হোক, অন্তত সীমানা দেয়ালের কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা ওর এতক্ষণে। অথচ সামনে, ডানে-বাঁয়ে একটা ঘরেরও দেখা নেই। তার মানে কি?

আসলেই কি ঘরগুলো দেখেছিল সে? না কল্পনা করেছিল? ডানে ঘুরল ও, আবার দুইশো কদম এগোল। না, নেই। বরফ ছাড়া কিছুই

নেই কোনদিকে। উড়ন্ত তুষার সব ঢেকে রেখেছে। বাতাসের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকল হতভম্ব মাসুদ রানা। চোখের পাতা-ভুরু ঢাকা পড়ে গেছে তুষারে, নাকের ফুটো বুজে গেছে। ব্যস্ত হয়ে আরও কিছুটা এগোল ও, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। কোথায় গেল? কোনদিকে দেখেছিল ও ঘরগুলো?

ব্যস্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল রানা, জমে গেল মুহূর্তে। ক্ষীণ একটা আলোর আভাস চোখে পড়েছে হঠাৎ করে। ওর বাঁ দিকে। ক্রমেই বাড়ছে আলোর তেজ। আশ্চর্য! আলোর উত্তাপও অনুভব করল রানা। খুব কাছেই তুষারের ঘন পর্দা ঠেলে উদয় হচ্ছে যেন একটা দুর্বল সূর্য। চোখ ডলল মাসুদ রানা। আছে! আছে সূর্যটা। একটু একটু করে বাড়ছে ওটার তেজ—ভাসমান তুষার ওটার আলোর স্পর্শে আজব এক রংধনুর সৃষ্টি করেছে রানার চোখের সামনে।

দ্রুত বাঁয়ে ঘুরল মাসুদ রানা, পতঙ্গের মত এগোল আলোর আকর্ষণে। যত আলোর দিকে এগোচ্ছে ও, ততই গাঢ় হচ্ছে রংধনুর রং—কমলা, লাল ও হলুদ রঙের রংধনু ওটা। রানা যখন ওটার অনেক কাছে এসে পড়েছে, আচমকা পড়ে গেল বাতাস, নেই হয়ে গেল। চোখের সামনে তুষারের গাঢ় পর্দা হালকা হতে হতে মিলিয়ে গেল খুব দ্রুত। তখনই দেখা গেল ঘরগুলো, একদম সামনে।

ব্রেক কষল মাসুদ রানা। আগুন! আগুন ধরে গেছে কিংডমের কাঠের ঘরগুলোর একটায়। দৌড় দিল ও। গোলাপী-কমলা আগুনের দীর্ঘ শিখা উদ্বাহু নৃত্য করছে আকাশে, ক্রমে দৈর্ঘ্য বাড়ছে তার। অগ্নিকাণ্ডের কারণ নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা মনেই জাগল না মাসুদ রানার, ও ছুটছে স্রেফ উষ্ণতার আকর্ষণে। ওর মধ্যেই দেখে নিয়েছে, সরাসরি সামনে, ওরই দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে কিংডমের মূল র‍্যাঞ্চ হাউস। সামনে চওড়া বারান্দা, দরজা-জানালাওয়ালা নরওয়েইজিয়ান ধাঁচের সুন্দর একটা ঘর, পুরোটা লগের তৈরি। ওটার

দু'পাশে নিচু ছাদওয়ালা কয়েকটা ঘর—বার্ন। আগুন ওরই একটায় লেগেছে। চড় চড় শব্দে পুড়ছে লগের তৈরি বার্ন। আগুনের ফুল্কি আতসবাজির মত ভরে ফেলেছে আকাশের অনেকটা। পুরো ঘরটাই জ্বলছে মশালের মত।

কাছে আসতে কাঠের কড়-কড় মড়-মড় আর্তনাদ শুনতে পেল মাসুদ রানা। কঁকিয়ে উঠল ঘরটা মরণ যন্ত্রণায়, তারপর আস্ত ছাদ হুড়মুড় করে ধসে পড়ল। অপার্থিব, ভীতিকর এক আওয়াজের সাথে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হলো আগুন, ফুল্কি, কয়লা, ছাই ইত্যাদি। ধোঁয়ায় আঁধার হয়ে গেল চারদিক।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, আগুন দেখছে বিস্ফারিত চোখে। মনে হচ্ছে অদৃশ্য কোন শক্তি ওকে পথ দেখানোর জন্যেই বুঝি করেছে কাজটা, পথহারা মাসুদ রানাকে পথের দিশা দেয়ার জন্যে লাগিয়েছে আগুন। খানিক পরই হুঁশ হলো, আগুন লাগার কারণ কি হতে পারে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল। আগুনের তাপে তুষার গলা পানি পেরিয়ে সামনে এগোল রানা।

সোজা মেইন র‍্যাঞ্চ হাউসের বারান্দায় এসে উঠল ও, এক নজর পিছনে তাকিয়ে বন্ধ দরজার হাতল ধরে ঘোরাল। খুলে গেল দরজা। আলো জ্বেলে ভেতরে ঢুকল রানা, লাগিয়ে দিল দরজা। ভীষণ ঠাণ্ডা ঘরটা। আলো ফেলে চারদিকে তাকাল ও। রুমটা বেশ বড়, সামনের দেয়ালে বড় এক ফায়ারপ্লেস—পাথরের তৈরি। ভেতরে আধপোড়া কিছু পাইন লগ আর একগাদা ছাই দেখা গেল। রুমের এক কোণে একটা টেবিলের ওপর বড় একটা লণ্ঠন পাওয়া গেল। এখনও খানিকটা তেল আছে ভেতরে। লাইটার জ্বেলে ওটা ধরাল মাসুদ রানা। স্পটলাইট পকেটে রেখে লণ্ঠন নিয়ে ঘুরে দেখতে লাগল ঘরটা।

ঘরের সিলিং, খুঁটি, ফার্নিচার ইত্যাদির ফিনিশিং দেখে সন্দেহ হলো হয়তো আলবেরি সাউলের নিজের হাতে তৈরি এসব। মজবুত ঠিকই,

তবে কাঁচা হাতের ছাপ সবকিছুতে। ফায়ারপ্লেসের পাশে বড় এক বিনে ধরানোর জন্যে সাইজ করে রাখা কিছু লগ আছে। তার কয়েকটা ভেতরে সাজিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল মাসুদ রানা। কয়েক মিনিটের মধ্যে ধরে গেল ওগুলো, ক্রমে গরম হয়ে উঠতে লাগল ঘর।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল ও। ঘড়ি দেখল, সোয়া দশটা। জেফ হার্টের কথা ভাবল, এতক্ষণে নিশ্চয়ই শূন্য খাঁচা ফিরিয়ে নিয়ে গেছে সে। কাজে মন দিল মাসুদ রানা। দ্রুত ফিরতে হবে। ওকে অনুপস্থিত দেখে যদি কিছু সন্দেহ করে বসে জেমস, যদি পিটারকে জানায়, সমস্যা হয়ে যেতে পারে। যে টেবিলে লণ্ঠনটা ছিল, সেটার কাছে এসে দাঁড়াল রানা। একটা ডেস্ক এটা। দু'দিকে মোট ছয়টা ড্রয়ার। এটা অবশ্য হাতে তৈরি নয়, আমদানী করা।

সবগুলো ড্রয়ার চেক করল মাসুদ রানা। প্রতিটি একেবারে ঠাসা রয়েছে অজস্র চিঠি, বিল, রিসিপ্ট, অয়েল ম্যাগাজিন, নোটস, পাথরের স্যাম্পল, পাতা ফুরিয়ে যাওয়া চেক বই, কিছু দলিল, ছবি, পুরানো চাবি ইত্যাদি হাজারো হাবিজাবিতে। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল মাসুদ রানা, ঘাড়ের পিছনটা শির শির করে উঠল। ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া পেল ও। ঘরের দরজা খুলেছে কেউ!

দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল। কে যেন ও পাশের একটা রুমের দরজা খুলে এ ঘরে এসে ঢুকল। ধীর পায়ে ফায়ার প্লেসের দিকে এগোচ্ছে লোকটা। হাঁটার ধরন দেখে বোঝা যায় খুব পরিশ্রান্ত সে। হাঁটু সমান দীর্ঘ বাহু দেহের পাশে ঝুলছে ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে। মানুষটা বিশালদেহী। আগুনের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তার কুঠারাকৃতির মুখটা পরিষ্কার দেখতে পেল মাসুদ রানা। ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান! কোনদিকে খেয়াল নেই লোকটার। তার দশ-বারো হাতের মধ্যে আলো জ্বেলে কাজ করছে রানা, দেখেইনি। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে।

নিথর মানুষটার চেহারায় এমন কিছু রয়েছে, যা দেখে ভয়ের শীতল

একটা ধারা মেরুদণ্ড বেয়ে দ্রুত নিচের দিকে ছুটে গেল মাসুদ রানার। সন্তর্পণে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল ও, অস্ত্রসহ ডান হাত ডাফল কোটের পকেটে ভরে উঠে দাঁড়াল। চেয়ারের শব্দে আঁতকে উঠল ম্যাক্স, বাঁদরের মত একটা লাফ দিয়ে ঘুরে তাকাল। রানাকে দেখামাত্র তীব্র আতঙ্কে চোখ কপালে উঠল লোকটার, হাঁ হয়ে গেল মুখ। তবে চিৎকার করল না সে।

এক পা এগোল মাসুদ রানা, আরেকবার সশব্দে আঁতকে উঠল ম্যাক্স, ঘুরে তীরবেগে ছুটল দরজার দিকে। এদিকে নজর ছিল বলে সামাল দিতে পারল না লোকটা শেষ পর্যন্ত, দড়াম করে আছড়ে পড়ল দরজার ওপর। মেঝেতে পড়েই হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে বসল হাঁটুর ওপর, মাসুদ রানার দিকে তাকিয়ে অন্ধের মত দরজার গা হাতড়াতে লাগল, ল্যাচ্ খুঁজছে। তার কপালে জমে ওঠা ঘাম দেখতে পেল ও পরিষ্কার। কপাল-মুখ ঘামে ভিজে চপ্ চপ্ করছে ম্যাক্সের। ল্যাচ্ খুঁজে পাচ্ছে না সে, ঘুরে যে দেখে নেবে জিনিসটা কোথায়, তা-ও সাহসে কুলোচ্ছে না। দ্রুত হাতে দরজা থামচাচ্ছে কেবল। আতঙ্কিত লোকটার কুতকুতে দু'চোখের সাদা জমিন দেখে শিউরে উঠল মাসুদ রানা।

ওকে আরও কয়েক পা এগোতে দেখে দরজা খোলার চেষ্টা বাদ দিল ম্যাক্স, ধপ্ করে বসে পড়ল মেঝেতে। কাঁপছে থর থর করে, দু'পাটি দাঁত সশব্দে বাড়ি খাচ্ছে পরস্পরের সাথে। মুখ দেখে মনে হলো এখনই কেঁদে উঠবে হাউ মাউ করে। কিন্তু কাঁদল না ম্যাক্স, তিন হাত পায়ে ভর দিয়ে দানবীয় এক কাঁকড়ার মত পিছিয়ে যেতে আরম্ভ করল। এক হাত দাঁড়ার মত সামনে তুলে রেখেছে সে, যেন আত্মরক্ষা করতে চাইছে।

'আসবেন না!' হঠাৎ স্বর ফুটল ম্যাক্সের, ফ্যাসফেসে গলায় বলে উঠল সে, 'দোহাই! আমার কাছে আসবেন না! আমি··· আমি কোন ক্ষতি করিনি আপনার! কসম! শুধু···পিটারের কথামত কাগজটা পৌঁছে

দিয়েছি আপনাকে। প্লীজ! বিশ্বাস করুন, আপনার ক্ষতি করতে চাইনি আমি। যদি বিশ্বাস না হয়, পিটারকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন! আমি জীবনে কারও ক্ষতি করিনি। চলে যান! দয়া করে···'

'এখানে কে পাঠিয়েছে তোমাকে, পিটার?' জিজ্ঞেস করল রানা বিস্মিত কণ্ঠে। বুঝে উঠতে পারছে না ম্যাক্সের এত ভয় পাওয়ার কারণ।

'জা, জা! পিটার পাঠিয়েছে। বলেছে এখানকার সবকিছু পুড়িয়ে না দেয়া পর্যন্ত শান্তি পাবে না আপনার আত্মা। আপনি···আপনি আমার বাবাকে হত্যা করেছেন, তাই··· তাই···!'

এবার বুঝল রানা। লোকটা ওকে আলবেরি সাউলের প্রেতাত্মা ভেবে ভয় পেয়েছে। এক হাত তুলে তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল রানা। 'ভয় নেই, ম্যাক্স। ওঠো। আমি আলবেরি সাউল নই। আমি মাসুদ রানা।'

চরম বিস্ময়ে আবার ভাষা হারিয়ে ফেলল ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। চাউনিতে অবোধ শিশুর হতবিহ্বলতা। বাইরে আচমকা ঝড় শুরু হয়েছে, থেকে থেকে জোর ঝাঁকি খাচ্ছে ঘরটা। মেঝে থেকে উঠে চেয়ারে বসল ম্যাক্স, মুখের ঘাম মুছে রানাকে দেখল। 'আপনি এখানে কেন?' ঘেউ ঘেউ করে উঠল লোকটা। নিজের ভুল বুঝতে পেরে পুনরুদ্ধার করেছে সাহস। 'পিটার বলেছে আপনিও আলবেরি সাউলের মত বাজে মানুষ! কেন এসেছেন আপনি এখানে?'

শান্ত কণ্ঠে বলল রানা, 'তাই বলেছে সে?'

'হ্যাঁ! বলেছে তো!'

'সে তোমাকে এখানকার সব পুড়িয়ে দিতে বলেছে?'

'হ্যাঁ!' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল ম্যাক্স।

'ঘোড়ায় চড়ে এসেছ তুমি, না?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ফিরবে কি করে এই ঝড়ের মধ্যে?'

উত্তর দিল না মানুষটা, কাঁধ ঝাঁকাল কেবল। দুশ্চিন্তায় পড়ল রানা, লোকটা একেবারেই গবেট, মাথায় কিচ্ছু নেই। হুকুম পেলে তা পালন করতে জানে কেবল অন্ধের মত, বিশেষ করে তা যদি হয় পিটারের। রানার বিরুদ্ধে একে কি বুঝিয়েছে সে কে জানে! ওর যা অবস্থা, তাতে এরকম পশুর সাথে এক ঘরে থাকাটা নিরাপদ নয়। ওকে যে চলে যেতে বলবে, এই আবহাওয়ায় তাও তো সম্ভব নয়। কি করা যায়? স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে বশ করা যায় না একে? বন্ধুসুলভ আচরণ করলে কেমন হয়? 'তোমার শীত করছে, ম্যাক্স?' সহানুভূতির স্বরে প্রশ্ন করল রানা।

কুতকুতে চোখে ওর চেহারায় কি যেন খুঁজল ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান। 'করছে।'

'আগুনের কাছে গিয়ে বোসো তাহলে। চা খাবে?'

'চা!'

'হ্যাঁ। চা খেলে গা গরম হয়ে যাবে তোমার, খাবে?'

কাজ হয়েছে। চেহারা থেকে রাগ উধাও হয়ে গেল ম্যাক্সের। 'জা, খাব।'

'চলো তাহলে, কিচেনে যাওয়া যাক।' বাতিটা তুলে নিয়ে পা বাড়াল মাসুদ রানা। আগেই এক চক্কর দিয়ে নিয়েছে ও ঘরের মধ্যে, জেনে নিয়েছে কোথায় কোন রুম। এতক্ষণ যে টেবিলে কাজ করছিল, তার কয়েক হাত দূরে কিচেন। একটা বড় কেরোসিন স্টোভে রান্না করতেন সাউল, ট্যাঙ্ক প্রায় ভরা। কাপ পীরিচ সামনেই সাজানো আছে, চিনিও আছে, নেই কেবল চা। তবে কফি আছে। কেটলি ম্যাক্সের হাতে ধরিয়ে দিল মাসুদ রানা। 'একদম ঠেসে বরফ ভরে নিয়ে এসো এরমধ্যে।'

'জা।'

'দাঁড়াও,' লোকটা চলে যাচ্ছে দেখে ডাকল ও। 'টর্চ নিয়ে যাও, অন্ধকারে যাওয়া ঠিক হবে না।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে রানাকে দেখল ম্যাক্স। কি বুঝল সে-ই জানে, বেঁকে উঠল তার কুড়াল মুখটা। হাসছে। 'দরকার নেই।'

ও চলে যেতে খুঁজে পেতে কিছু বিস্কিট, ক্যানড মাংস, পনির ইত্যাদি আবিষ্কার করল মাসুদ রানা। ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে ওগুলোর সাথে গরম কফি দিয়ে রাতের খাওয়া সেরে নিল ওরা। ওদিকে বাইরে ক্রমেই বাড়ছে ঝড়ের তেজ, কমার লক্ষণ নেই। গল্পে গল্পে বন্ধুত্ব করে ফেলল ও ম্যাক্সের সাথে। সঠিক পথই বেছে নিয়েছিল মাসুদ রানা, ওকে নিজের জীবনের কথা ইত্যাদি শোনাতে পেরে একেবারে গলে গেল দানব। এক সময় নিজেই আলবেরি সাউলের বেডরুম থেকে কয়েকটা কম্বল এনে ওর জন্যে বিছানা করে দিল ম্যাক্স আগুনের সামনে। 'আপনি ঘুমান,' বলল সে। 'আমি যাই। দেরি হলে পিটার খুব রেগে যাবে।'

'পাগল নাকি? এই ঝড়ের মধ্যে কোথায় যাবে?'

'কিন্তু না গেলে পিটার মারবে যে!'

অবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। দুঃখও পেল। 'ও খুব মারে তোমাকে?'

আগুনের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল ম্যাক্স, 'হুঁম!' অন্যমনস্ক।

'ওকে তুমি বলবে, ঝড়ের জন্যে আসতে পারিনি। তাহলে দেখো মারবে না। এখন শুয়ে পড়ো। অনেক রাত হয়েছে।' ঘড়ি দেখল ও, সাড়ে বারোটা বাজে। কে জানে জেফ হার্টের কি অবস্থা! উদ্বেগ বোধ করল রানা। কিন্তু এ অবস্থায় করার আছেই বা কি? ওর শিখিয়ে দেয়া বুদ্ধিটা পছন্দ হলো ম্যাক্সের, কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল সে বিছানার এক কোণে। একটু পর তার মৃদু নাক ডাকার আওয়াজ শুনে আলো কমিয়ে দিল রানা, গা এলিয়ে দিল কম্বলের বিছানায়।

ঘুমানোর চেষ্টা করল, কিন্তু এল না ঘুম। এই আরেক উপসর্গ দেখা দিয়েছে ইদানীং। সময়মত ঘুম আসে না। খিদেও পায় না। সময় হলে যা

খায়, প্রায় জোর করেই খায়। স্বাদ পায় না কিছুতে। এপাশ-ওপাশ করতে থাকল রানা। খুব ক্লান্তি লাগছে, অথচ ঘুম আসে না। মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা-উদ্বেগ দূর করে আত্মসম্মোহনের প্রয়াস চালাল কতক্ষণ, তাতেও ফল হলো না। এক সময় বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিল রানা। খুব শিগগিরি ওকে চিরদিনের জন্যে ঘুম পাড়ানোর আয়োজনে ব্যস্ত বোধহয় এখন নিদ্রাদেবী। তাই আজকাল একটু দূরে সরে থাকছে প্রায় সময়, একবারে চেপে বসার আগে ভাল করে সবকিছু দেখে নেয়ার সুযোগ দিচ্ছে।

শেষবার যখন ঘড়ির লিউমিনাস ডায়ালে চোখ বোলাল রানা, তখন তিনটে প্রায়। বাইরে একই রকম ফুঁসছে প্রকৃতি। বাতাসের একটানা আওয়াজ শুনতে শুনতে এক সময় তন্দ্রামত এসেছিল, হঠাৎ করে ছুটে গেল তা। শুনশান নীরবতা, বিন্দুমাত্র শব্দও নেই। কখন থেমে গেছে ঝড় কে জানে! পাশ ফিরে ম্যাক্সের দিকে তাকাল রানা। নেই ম্যাক্স। জায়গাটা খালি, তার গায়ের কম্বল পড়ে আছে দলা হয়ে। ঘড়ি দেখল ও—সাড়ে পাঁচটা।

'ম্যাক্স!' ডাকল মাসুদ রানা। আলো বাড়িয়ে টর্চ হাতে নিয়ে বিছানা ছাড়ল। তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এল। 'ম্যাক্স!'

সাড়া নেই। টর্চের আলোয় তুষারের ওপর ম্যাক্সের পায়ের ছাপ দেখতে পেল মাসুদ রানা, ঘর থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকের এক বার্নের দিকে গেছে। এগোল ও কয়েক পা, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘোড়ার পায়ের গভীর ছাপ দেখতে পেয়েছে। ওই বার্নে ছিল ম্যাক্সের ঘোড়া, ওটা নিয়ে চলে গেছে সে কখন যেন।

আকাশের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। হালকা ধূসর মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে ছিন্নভিন্ন হয়ে। বাতাস প্রায় নেই বলা চলে। তাড়াতাড়ি কাজ সারার তাগিদ অনুভব করল রানা। বার্নের দিকে এগোল। বয় ব্লাডেনের ট্রাকের ড্যাশবোর্ড থেকে সার্ভের ফাইন্ডিংস্ রেকর্ড করা স্পূল খুঁজে বের

করতে সময় বেশি লাগল না। একটু পর ফিরতি পথ ধরল রানা। ম্যাক্সের ঘোড়ার পায়ের ছাপ সাহায্য করল ওকে পথ দেখিয়ে। প্রায় এক ঘণ্টা কসরতের পর হুয়েস্ট কেসিঙে পৌঁছল রানা আধমরা হয়ে। ফর্সা হয়ে গেছে তখন।

ভেতরে খাঁচা নেই দেখে নানান অশুভ চিন্তা উঁকি দিল মনে। হাতল ঘুরিয়ে ফোনের ক্রেড্‌ল তুলল মাসুদ রানা। সাড়া নেই। আবার হাতল ঘোরাল ও, কেউ জবাব দিল না। আতঙ্ক বোধ করল রানা। নিশ্চই জানাজানি হয়ে গেছে। জেফ হার্ট কোন বিপদে না পড়লেই হয়। পঞ্চম প্রচেষ্টায় লোকটার সাড়া পেল রানা। 'হ্যালো! হ্যালো! মিস্টার রানা! রানা বলছেন?'

'হ্যাঁ,' হাঁপাতে হাঁপাতে কোনমতে বলল ও।

'ওফ্! থ্যাঙ্ক গড! ঠিক আছেন তো আপনি?'

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ।'

'অপেক্ষা করুন, খাঁচা পাঠাচ্ছি। জনি যাচ্ছে খাঁচার সাথে।'

'কে?'

'জনি কার্সটেয়ার্স।'

'ওরা টের পেয়েছে ব্যাপারটা? পিটার বা...'

'হ্যাঁ। এখানেই আছে ওরা,' দ্বিতীয় বাক্যটা প্রায় ফিস ফিস করে উচ্চারণ করল জেফ হার্ট। 'রাখছি।'

ঠিক দশ মিনিট পর পৌঁছল খাঁচা। ভেতর থেকে নামল জনি। মুখ শুকনো, টকটকে লাল চোখ। কঠিন দৃষ্টিতে মাসুদ রানাকে দেখল সে কিছুক্ষণ, তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'ইউ ক্রেজি ফুল! আমাকে কেন বললেন না? আমিও আসতাম!'

উত্তর দিল না রানা। পরে শুনেছে, রাতেই গোল্ডেন কাফে গিয়েছিল জনি ঘোড়ার বন্দোবস্ত করে, ভোরে তিনজনে মিলে কিংডমে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তার। কিন্তু দু'জনের একজনও নেই দেখে সন্দেহ হয়

তার, সোজা এসে হাজির হয় জায়গামত। ওর খোঁজে কিংডমে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল জনি, কিন্তু ঝড়ের জন্যে পারেনি। পুরো রাত মাসুদ রানার কথা ভেবে প্রচণ্ড উদ্বেগের ভেতর দিয়ে কেটেছে ওদের। এই দুর্দিনে এমন দু'জন বন্ধু জুটেছে বলে নীরবে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানিয়েছে কেবল রানা।

পায়ে জোর নেই। খাঁচায় ঢুকেই ধপ্ করে বসে পড়ল ও। কাম লাকির প্রান্তে পৌঁছে ধরে নামাল ওকে জনি। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে রানার, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না কিছু। কে যেন সামনে এসে দাঁড়াল, চোখ কুঁচকে তাকাল ও। চিনতে পারল না লোকটাকে, অবশ্য পরক্ষণেই গলা শুনে চিনল। 'হয়েস্টে গার্ড বসাতে হবে দেখছি এখন থেকে,' ক্রুদ্ধ গলায় বলে উঠল পিটার ট্রিভেডিয়ান। 'এরপরও আর কখনও...'

'শাট আপ, পিটার!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে দাবড়ি লাগাল জনি কার্সটেয়ার্স। 'তুমি দেখতে পাচ্ছ না ওর অবস্থা?'

পরের ঘটনা তেমন একটা খেয়াল নেই মাসুদ রানার। শুধু মনে আছে, হোটেলের সামনে অপেক্ষমাণ অনেকের মধ্যে উদ্বিগ্ন জিন লুকাসের মুখটা দেখেছিল ও। তারপর ধরাধরি করে নিজের রূমে নিয়ে যাওয়া হলো আধ-অজ্ঞান মাসুদ রানাকে, অসংখ্য গরম পানি ভরা বোতল আর কয়েকটা কম্বল চাপা দিয়ে শুইয়ে দেয়া হলো।

সন্ধের খানিক আগে ঘুম ভাঙল ওর। চোখ মেলতেই খাটের মাথার কাছে শুকনো মুখে বসে থাকা জিনকে দেখতে পেল রানা। টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে জনি। 'এখন কেমন বোধ করছেন?' জানতে চাইল জিন। মুখ তুলে তাকাল জনি। হাসল।

'ভাল আছি।' উঠে বসল মাসুদ রানা। শরীরটা ঝরঝরে, তরতাজা লাগছে দেখে অবাক হলো। অনেক দিন পর এত ভাল লাগছে। খিদেও লেগেছে খুব।

'বাঁচালেন!' বলল জনি। 'কী যে দুর্ভাবনায় ফেলে দিয়েছিলেন!'

'আপনি কখন এসেছেন?' জিনের দিকে ফিরল ও।

মেয়েটি কিছু বলার আগেই হাঁ-হাঁ করে উঠল জনি, 'কখন কি হে! ও তো সারাদিনই আপনার পাশে ছিল!'

'সরি, জিন,' বিড় বিড় করে বলল মাসুদ রানা।

'এতবড় ঝুঁকি নেয়ার কি প্রয়োজন ছিল?' বলল জিন। 'যদি একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেত আপনার? জনিকে নিয়ে যেতে পারতেন, আর কাউকে না পেলে আমি নিজেই না হয় যেতাম সঙ্গে।'

জবাব দিল না মাসুদ রানা। কি জবাব আছে এর? নীরবে কৃতজ্ঞতা জানাল ও এদের প্রতি।

'বয় ফিরেছে আজ,' হাসল মেয়েটি। 'এক আইরিশ ড্রিলিং কন্ট্রাক্টরকে জুটিয়ে নিয়ে এসেছে।'

'তাই নাকি?' খুশি হয়ে উঠল ও।

'হ্যাঁ,' বলল জনি। 'গ্যারি কিওগ লোকটার নাম। আপনার ঘুম ভাঙলেই খবর দিতে বলেছে বয়, দেখা করতে আসবে। আমি যাচ্ছি। ও হ্যাঁ,' পকেট থেকে পুরু একটা খাম বের করে রানাকে দিল সে। 'আজই এসেছে এটা, বুড়ো ম্যাক দিয়েছে আপনাকে পৌঁছে দিতে। আপনার অ্যাচেনসনও আসছে কাল। ফোন করেছিল দুপুরে। এই হচ্ছে আপনার নিউজ। না, আরও আছে! খেপে বোম হয়ে আছে পিটার ট্রিভেডিয়ান,' হাসল জনি।

'ওর হয়েস্ট ব্যবহার করেছি বলে?'

'হতে পারে।'

'আর জেমস?'

'জেমস? ও ঠিক আছে। বরং আপনার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন সে।'

খামটা দেখল মাসুদ রানা। মুখটা সীল করা আছে মোম দিয়ে, পোস্টমার্ক ক্যালগারির। চোখ তুলতেই জনি আর জিনকে ওর দিকেই তাকিয়ে থাকতে দেখল রানা। চোখে প্রশ্ন। 'এ নিশ্চই অ্যাচেনসনের

পাঠানো নতুন এক সেট সেল ডীড হবে,' বলল ও। 'দাম আরও পাঁচ-দশ হাজার বাড়িয়েছে হয়তো কিংডমের।'

'হেল্!' বলল জনি কার্সটেয়ার্স। 'আমি যাচ্ছি বয়কে খবর দিতে। জিন, তুমি বাসায় যেতে চাইলে আসতে পারো। পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'এখনই?' মৃদু আপত্তির সুরে বলল মেয়েটি।

'হ্যাঁ,' বলে উঠল রানা। 'যান, প্লীজ! বিশ্রাম নিন গিয়ে, অনেক কষ্ট করেছেন। আমি একদম সুস্থ আছি এখন।'

তবু খানিকটা দ্বিধায় ভুগল জিন লুকাস। তারপর উঠল। 'ঠিক আছে। চলি।'

'মেনি থ্যাঙ্কস। জনি! খুব খিদে পেয়েছে, পলিনকে বলে কিছু পাঠাবার ব্যবস্থা করে যাবেন দয়া করে?'

'নিশ্চই!' হাসল লোকটা। কয়েক সেকেন্ড পর্যবেক্ষণ করল ওকে চোখ কুঁচকে। 'মনে হচ্ছে কাম ল্যাকি এসে ভালই করেছিলেন। প্রথমবার জ্যাসপারে যেমন দেখেছিলাম আপনাকে, এখন তারচে' হাজার গুণ ভাল দেখাচ্ছে। জেফও তাই বলে গেল একটু আগে। কি খেতে চান, বলুন।'

'বড় দুটো স্টেক। আর দু'কাপ কফি।'

'অল রাইট, বলে যাচ্ছি আমি।'

বেরিয়ে যাওয়ার আগে নীরবে হাত নেড়ে বিদায় জানাল ওকে জিন। রানাও হাত নেড়ে জবাব দিল। মুখ দেখে বুঝল, অন্তত এখনই বিদায় নেয়ার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না মেয়েটির। হাত ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা, সাড়ে সাতটা বাজে। বাপরে! টানা বারো ঘন্টারও বেশি ঘুমিয়েছে ও! মনটা কেমন যেন অন্য রকম লাগছে এ মুহূর্তে, ভেতরে চাপা, খুশি খুশি একটা ভাব। ব্যাপার কি?

হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিল মাসুদ রানা। এর একটু পরই ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকল বয় ব্লাডেন। মহা উত্তেজিত। টগবগ করে ফুটছে

একেবারে। তার সঙ্গে যে লোকটা এল, ঝাড়া সাত ফুট লম্বা সে। বুকের ছাতি ছেচল্লিশের এক সুতোও কম হবে না অনুমান করল রানা। প্রকাণ্ড থ্যাবড়া মুখের ওপর নাকটা মাঝ বরাবর ভেঙে বসে আছে। সামনের বড় দুটো দাঁতের একটার কোণা ভাঙা। পরনের পোশাক ঢিলেঢালা। মানুষটা যে কঠিন চীজ, চেহারা, ভাব-ভঙ্গি দেখে তা বুঝতে মোটেই অসুবিধে হয় না। খুবই কঠিন চীজ। রানার মনে হলো সারা পৃথিবী জুড়ে টেনিস বলের মত ড্রপ্ খেয়ে বেড়ায় মানুষটা।

'মিস্টার রানা, এ হচ্ছে গ্যারি কিওগ।'

নিজের গরিলার মত প্রকাণ্ড হাতে রানার হাত লুফে নিয়ে ঝাঁকাতে লাগল কিওগ। মুখে বালকসুলভ হাসি। 'ওহ্! একে খুঁজতে গিয়ে জানটা বেরিয়ে গেছে আমার,' বলল বয়। 'ড্রিলিঙের ব্যাপারে কথাবার্তা সব বলেই এনেছি কিওগকে।'

মাথা দোলাল আইরিশ দানব। 'বয় খুব অধৈর্য হয়ে পড়েছে। আমি জানি, ও আর যাই হোক, বোকা নয়। ও যখন বলছে কিংডমে তেল আছে, তখন নিশ্চই আছে।'

'কিন্তু ওখানকার মিনারাল রাইটস আমার নামে নয়,' বলল মাসুদ রানা। 'বয় জানায়নি আপনাকে?'

'সে কি!' বিস্মিত হয়ে তার দিকে ফিরল কিওগ।'

'কিন্তু...!' ব্লাডেনকেও বিস্মিত দেখাল। 'কিন্তু ওটা তো রজার ফেরগাস আপনার নামে লিখে দিয়ে গেছেন। ডকুমেন্ট পাননি এখনও?'

লাফিয়ে উঠল প্রায় রানা। 'কি বললেন?'

'হ্যাঁ। আপনি যেদিন ভদ্রলোকের সাথে দেখা করেছেন, তার পরদিনই উইনিককে বাড়িতে ডেকে নিয়ে সব ব্যবস্থা সেরে ফেলেছেন তিনি, আপনাকে হ্যান্ড ওভার করে গিয়েছেন কিংডমের মিনারাল রাইটস। কাগজপত্র যে আপনার নামে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, উইনিক তা নিজের মুখে বলেছে আমাকে।'

হতভম্বের মত বয় ব্লাডেনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। 'সে কি! কই, আমি তো…!' আচমকা থেমে গেল ও। বিছানার ওপর পড়ে থাকা জনির দেয়া খামটার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। হুঁশ ফিরতে থাবা দিয়ে ওটা তুলে নিল রানা। ব্যস্ত, কাঁপা হাতে সীল ভেঙে বের করল ভেতরের কাগজপত্র। পরমুহূর্তে হেসে উঠল বোকার মত। 'আরে, তাই তো!'

অ্যাচেনসনের পাঠানো সেল ডীড নয় ওটা, ব্যাংক অভ কানাডার একটা চিঠি। দ্রুত পড়তে লাগল মাসুদ রানাঃ অন দ্যা ইন্সট্রাকশনস্ অভ আওয়ার ক্লায়েন্ট, মিস্টার রজার ফেরগাস, উই আর এনক্লোজিং ডকুমেন্টস রিলেটিং টু সার্টেন মিনারাল রাইটস মর্টগেজড…ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু সাইন দ্যা এনক্লোজড রিসিপ্ট অ্যান্ড ফরওয়ার্ড ইট…

আনন্দে নেচে উঠতে ইচ্ছে করল মাসুদ রানার। মনে মনে বিদেহী রজার ফেরগাসের উদ্দেশে আন্তরিক, গভীর শ্রদ্ধা জানাল জীবনের শেষ ইচ্ছেটা পূরণে ভদ্রলোক অপ্রত্যাশিত সহযোগিতা করে যাওয়ায়। ডকুমেন্টটা গ্যারি কিওগের হাত ঘুরে বয় ব্লাডেনের হাতে এল, পড়ে সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে পড়ল হাফ ইন্ডিয়ানের।

'এবার?' রানার দিকে তাকিয়ে চোখ নাচাল আইরিশ। মুখে চওড়া হাসি। 'এগোতে চান?'

'হ্যাঁ, নিশ্চই! তবে,' বলে ব্লাডেনের দিকে ফিরল ও। 'আপনার স্পুল নিয়ে এসেছি আমি। উইনিকের সাথে যোগাযোগ করে দেখুন আগে।'

'বয় বলেছে আপনি ড্রিলিঙের ব্যাপারে ফিফটি ফিফটি শেয়ার করতে রাজি হয়েছেন। কথাটা ঠিক, মিস্টার রানা?'

'ঠিক।'

চটাশ্ করে নিজের উরুতে থাবা মারল লোকটা। 'ভেরি গুড!'

আট

পরদিন একটু দেরিতে ঘুম ভাঙল মাসুদ রানার। তৈরি হয়ে নিচে যাবে বলে বের হচ্ছিল, এই সময় ওকে বিস্মিত করে নাস্তার ট্রে হাতে রুমে ঢুকল জিন লুকাস। মিষ্টি হেসে বলল সে, 'কেমন বোধ করছেন আজ?'

'অনেক ভাল, ধন্যবাদ। কিন্তু আপনি…'

'এত সকালে কি মনে করে তাই তো?'

'এবং ওগুলো টেনে আনতে গেলেন কেন?'

'পলিন নিয়ে আসছিল; ওর হাত থেকে নিয়ে নিলাম আমি। জরুরী কিছু কথা আছে আপনার সাথে।' ট্রে টেবিলে রাখল মেয়েটি। 'আগে খেয়ে নিন, তারপর বলছি।'

'এমন কি কথা…'

ট্রে ইঙ্গিত করল জিন। 'আগের কাজ আগে।'

দ্রুত খেল মাসুদ রানা। তারপর কফির কাপ তুলে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'জিন, শুরু করে দিন। আমি রেডি।'

'রানা,' হঠাৎ করে গম্ভীর, চিন্তিত হয়ে উঠল সে। 'শহরে প্রত্যেকের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এখন আপনি। সবার মুখে এক কথা, আপনি কিংডমে ড্রিলিং শুরু করতে যাচ্ছেন।'

'তাতে কি?'

'না, মানে…' ইতস্তত করল জিন। 'আমি বলছিলাম পরিকল্পনাটা বাদ দিলে হত না? মানে…'

'কি বলছেন আপনি?' অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। 'বাদ দেব, কেন? আপনিও কি চাইছিলেন না আমি ড্রিল করি?'

আনমনে মাথা দোলাল জিন লুকাস। 'হ্যাঁ। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আর এগোনো ঠিক হবে না আপনার।'

'কারণ?'

'হেনরি ফেরগাস সম্পর্কে কোন ধারণাই আপনার নেই, রানা। লোকটা বাপের কোন গুণ পায়নি, ভীষণ স্বার্থপর। কানাঘুষা শুনে বুঝলাম; আপনি কিংডম বিক্রি না করলেও সে তার কাজ চালিয়ে যাবে। আমার ভয় হচ্ছে বড় রকম কোন ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছেন আপনি।'

'সে আমি ধরেই নিয়েছি।'

'হেনরি যা চাইবে, স্থানীয়রাও তাই চাইবে। এখানে প্রত্যেকের শত্রু হয়ে যাবেন আপনি। এরা যে কোন মূল্যে ঠেকাতে চেষ্টা করবে আপনাকে। সাধারণ মানুষের ইমোশন কি জিনিস, আমার মনে হয় তা আপনার অজানা নয়। এখানে আপনি আগন্তুক, সবার চোখে এখনই শত্রু হয়ে গেছেন আপনি। এরা সবাই এখন হুজুগে নাচছে, সামনে সত্যিকার কোন বাধা এলে, এবং তার পিছনে যদি হেনরি-পিটারের মত মানুষের উস্কানী থাকে, যে কোন মুহূর্তে...' থেমে গেল সে কথা শেষ না করে।

'খুব ঘাবড়ে গেছেন বোঝা যাচ্ছে!' মৃদু হাসল মাসুদ রানা।

কিন্তু মেয়েটির ওপর বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারল না ওর হাসি। বরং চেহারায় শঙ্কা ফুটল তার। 'যে কোন মুহূর্তে যে কোন 'দুর্ঘটনায়' পড়তে পারেন আপনি। তাতে আপনার মৃত্যুও হতে পারে। বিশ্বাস করুন, আমি জানি এদের প্রকৃতি। তাছাড়া, পরশু রাতে ওদের হয়েস্ট ব্যবহার করে চরম বোকামি করে ফেলেছেন আপনি। পিটারের মত ক্ষমতাশালী একজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিয়ে মারাত্মক ভুল

করে বসেছেন, প্রত্যেকে এখন পিটারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।'

থামল জিন। নিচের ঠোঁট কামড়ে ভাবল কিছু। 'খান্ডার ক্রীক রোডে গেট বসানো হচ্ছে আজ, আর্মড গার্ড থাকবে গেটের পাহারায়, পিটারের হুকুম ছাড়া একটা পিঁপড়েও ঢুকতে পারবে না ভেতরে। কি করে যাবেন আপনি কিংডমে? ড্রিলিং রিগের মত বিশাল জিনিস কি করে তুলবেন ওখানে যদি পিটার অনুমতি না দেয়? ওই রোড, হয়েস্ট তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ধরা যাক, নানান প্রতিকূলতার পরও তুলতে সক্ষম হলেন আপনি রিগ, তারপর? হেনরি ফেরগাসের প্রচুর টাকা, মিস্টার রানা, প্রচুর ক্ষমতা। ওর সাথে টেক্কা দিয়ে কিছুই করতে পারবেন না আপনি।'

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?' মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

অস্থির হয়ে উঠল মেয়েটি। রাগের আভাস ফুটল সুন্দর দুই বাদামী চোখে। 'হেনরি ফেরগাস বাঁধের পিছনে এরমধ্যেই লাখ লাখ ডলার ঢেলেছে, ও টাকা প্রাণ থাকতে খোয়াতে রাজি হবে না সে, রানা! ও একজন ফিনান্সিয়ার, আর ওর অন্তরটা ছয় ইঞ্চি পুরু স্টীলের মত শক্ত আর ঠাণ্ডা। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন, প্লীজ! এখানে আপনি যতই অসুবিধেয় পড়ুন না কেন কারও সাহায্য পাবেন না বিপদের সময়। আপনার কথা কানেই ঢুকবে না কারও। বেঘোরে মরবেন আপনি।'

কফি শেষ করে সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। চেহারায় অনমনীয় একটা ভাব। 'কাজের বাধাবিঘ্ন সম্পর্কে যা বললেন তাতে কোন দ্বিমত নেই আমার। কিন্তু সত্যি বলুন তো, এত দূর এগিয়ে আমি পরিকল্পনা ত্যাগ করি, এ কি আপনার মনের কথা?'

'হ্যাঁ,' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল জিন লুকাস। 'মনের কথা।'

'তাহলে আলবেরি সাউলের ব্যর্থতা, লাঞ্ছনা নিয়ে প্রথম পরিচয়ের রাতে যে বেদনা প্রকাশ করেছেন আপনি, সে সব মিথ্যে?'

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো মেয়েটিকে। উদভ্রান্ত চোখে

রানাকে দেখল সে। 'হ্যাঁ, মিথ্যে! সব মিথ্যে!' পরক্ষণে গলা একেবারে খাদে নেমে গেল তার। 'কিংডম বিক্রি করে দিন, প্লীজ! চলে যান এখান থেকে।'

দীর্ঘ সময় ধরে ওকে দেখল মাসুদ রানা। মোলায়েম কণ্ঠে বলল, 'কেন, জিন? এত কিসের ভয় আপনার?'

'জানি না।' উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও। কপাল কুঁচকে আছে চিন্তায়। বিড় বিড় করে আনমনে বলতে লাগল, বৃদ্ধ সাউলের মৃত্যুর পিছনের ঘটনা জানতে পেরে খুব চিন্তায় আছি। একই ঘটনা যদি আপনার বেলায়ও ঘটে, সামাল দিতে পারব না, জানি আমি। যে জন্যে চাই না আবার তা ঘটুক।' ঘুরে দাঁড়াল জিন। 'বলুন, রানা, বিক্রি করছেন কিংডম?'

সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল ও। 'না।'

থমকে গেল জিন। আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। 'না?'

'আমি দুঃখিত, জিন। কিছুতেই বিক্রি করব না আমি ওটা।'

'ওহ্, গড!' জানালার ফ্রেমে কনুই রেখে হাতের ওপর মাথা রাখল মেয়েটি। চেহারা দেখে মনে হলো মুহূর্তে দশ বছর বেড়ে গেছে যেন বয়স। অনেকক্ষণ পর সোজা হলো সে। বিমর্ষ চোখে রানাকে দেখল। 'আপনার সিদ্ধান্ত বদলের তাহলে কোন সম্ভাবনাই নেই?'

'সরি, জিন। নেই। আলবেরি সাউলের স্বপ্ন কোনমতেই ব্যর্থ হতে দিতে পারব না আমি।'

'বেশ।' মন্থর পায়ে দরজার দিকে এগোল মেয়েটি। মাথা নিচু হয়ে আছে। দোরগোড়ায় পৌঁছে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে থেমে দাঁড়াল, ঘুরে তাকাল। অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে দেখল কিছুক্ষণ ওকে। 'গুড বাই, রানা!'

চলে গেল জিন লুকাস।

*

রুম থেকে বের হলো না রানা। সব উৎসব উবে গেছে। খারাপ হয়ে গেছে মন। বিছানায় শুয়ে একটার পর একটা সিগারেট পুড়িয়ে আর আকাশ দেখে কাটিয়ে দিল দুপুর পর্যন্ত। যার বিশেষ উৎসাহ আসল কাজে হাত দিতে সামনে এগিয়ে দিল ওকে, সেই জিন শেষ পর্যন্ত এমন পিছুটান দেবে, ভাবেনি মাসুদ রানা।

দুপুরে একদম একা লাঞ্চ করতে হলো ওকে। অন্যান্য দিনে আর কেউ না হোক, ম্যাক অন্তত বসত ওর সাথে, আজ সে-ও এল না। পলিনও না। গম্ভীর মুখে বৃদ্ধ চীনা পরিবেশন করল রানাকে। জিনের কথা ফলতে শুরু করেছে, খেতে খেতে ভাবল ও, নমুনা দেখা যাচ্ছে। তিনটের সময় ওর দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকল পলিন। শুকনো মুখে বলল, 'দু'জন ভিজিটর এসেছে আপনার।'

'ওদের বসতে বলুন। আমি এখনই আসছি।'

পাঁচ মিনিট পর নামল ও। অ্যাচেনসনের সাথে অপরিচিত লোকটিকে দেখে বুঝল, নিশ্চয়ই হেনরি ফেরগাস। লোকটা রানার থেকে চার ইঞ্চি লম্বা। কাঁধ দুটো বেশি ঢালু। চেহারা সরু, থমথমে। কোনরকম ভাবের চিহ্নমাত্র নেই ওখানে। পরিচয় পর্ব শেষ হতে সোজাসুজি কাজের কথা পাড়ল হেনরি ফেরগাস। 'কত পেলে কিংডম ছাড়বেন আপনি?'

গা জ্বলে গেল রানার। 'টাকার প্রশ্ন তো পরে, আগে আমি বিক্রি করব কি না জানতে চাইলেন না?'

'ওয়েল, এখন জানতে চাইছি।'

'করব না বিক্রি।' লক্ষ করল রানা, কথাটা শুনে হেনরির থেকে অ্যাচেনসনের প্রতিক্রিয়াই যেন বেশি হলো।

'তার মানে?' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল সলিসিটর।

'সোজা। কিংডম বিক্রি হবে না।'

'শুনলাম এক আইরিশ ড্রিলিং কন্ট্রাক্টর এসেছে এখানে!' বলল হেনরি। 'কি চায় সে, তাকে কি দরকার আপনার?'

কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'যদি বুঝতে না পেরে থাকেন, কয়েকদিন অপেক্ষা করুন। তার কাজই বলবে কি চায় সে, তাকে কেন প্রয়োজন আমার।'

'তাই বুঝি?' টিট্কিরির ভঙ্গিতে হাসল অ্যাচেনসন। যদিও তার চোখ বলল অন্য কিছু। 'আপনি ভুলে যাননি বোধহয় যে কিংডমের মিনারাল রাইটস এঁর বাবার কাছে বন্ধক রাখা ছিল?'

'তাই কি ভোলা যায়?'

'রজার ফেরগাস মারা গেছেন, শুনেছেন নিশ্চই?'

'শুনেছি।' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

'ফলে আইনসিদ্ধ পথেই তাঁর সমস্ত সহায়-সম্পদ এখন হেনরি ফেরগাসের, তাও নিশ্চই বোঝেন?'

'বুঝি। কিন্তু কিংডমের মিনারাল রাইটসের বিষয়টা আলাদা। মিস্টার হেনরির সহায়-সম্পদের মধ্যে পড়ার সুযোগ ওটা পায়নি, আগেই পিছলে চলে এসেছে আমার হাতে।'

'তার মানে?' ভুরু কোঁচকাল অ্যাচেনসন। হেনরিকে কিছুটা বিস্মিত দেখাল।

'আপনি আসলে কার হয়ে কাজ করছেন, অ্যাচেনসন?' বলল মাসুদ রানা। 'আমার, না হেনরি ফেরগাসের?'

'আপনাদের দু'জনেরই,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল সে। 'আমি যদি আপনার পক্ষে কাজ না করতাম, কিংডমের ক্রেতা কোনদিনই জুটত না। সে যাক, মিনারাল রাইটসের কথা কি বলছিলেন যেন?'

'আসার আগে ব্যাংক অভ কানাডার সাথে যোগাযোগ করার কথা ভাবেননি বোধহয় আপনারা?'

কপাল কুঁচকে উঠল হেনরির। 'বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল কি?'

এই অধিবেশনে প্রয়োজন হবে ভেবে ডকুমেন্টের সাথে আসা ব্যাংক অভ কানাডার ফরওয়ার্ডিং চিঠিটা রানা পকেটেই রেখেছিল. ওটা এগিয়ে দিল সে হেনরির দিকে। 'পড়ে দেখুন।'

নিল ওটা হেনরি। ধীরে ধীরে পুরোটা পড়ল। অথচ আশ্চর্য! মুখের একটা পেশীও নড়ল না লোকটার, পড়া শেষ হতে নির্বিকার চিত্তে অ্যাচেনসনের হাতে তুলে দিল সে চিঠিটা। পুরোটা পড়া ধৈর্যে কুলাল না সলিসিটরের, মোটামুটি বিষয় হৃদয়ঙ্গম করামাত্র বিগড়ে গেল চেহারা। 'এটা কি করে এল আপনার কাছে?' ক্রুদ্ধ গলায় জানতে চাইল সে। 'বৃদ্ধ ফেরগাসকে কোন প্যাঁচে ফেলে আদায় করেছেন এটা আপনি?' বলেই হেনরির দিকে ফিরল সে। কাগজটা দিয়ে বাতাসে বাড়ি মারল। 'এই চিঠি চ্যালেঞ্জ করা উচিত আমাদের। নিশ্চই ফলস্...'

সশব্দে হেসে উঠল মাসুদ রানা। 'এতক্ষণে স্পষ্ট বোঝা গেল আমার সলিসিটরের সঠিক অবস্থান।' পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে গেল, কঠোর কণ্ঠে বলল, 'অ্যাচেনসন, আলবেরি কিংডমের যাবতীয় করেসপন্ডেন্টস, সব ফাইল ইত্যাদি এক সপ্তার মধ্যে ফেরত চাই আমি। কিংডমের সলিসিটরের পদ থেকে এই মুহূর্তে আপনাকে বরখাস্ত করা হলো। যদি কোম্পানির কাছে কিছু পাওনা থাকে আপনার, লিখিত জানাবেন। মনে রাখবেন, সমস্ত কাগজপত্র চাই আমি। আলবেরি সাউলের হয়ে তাকে কোন কাজে কতখানি সহযোগিতা করেছেন আপনি অতীতে, কোন উপযুক্ত সহযোগিতা যথাসময়ে করেননি, সমস্ত কিছু আমি অন্য লইয়ার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখব। যদি সামান্যতম গাফিলতির প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায়, আমি আপনার লাইসেন্স বাতিল করাবার ব্যবস্থা করব। প্রমিজ। এবার আপনি বাইরে যান, আলোচনা আমরা দু'জনেই চালাতে পারব।'

চরম বিস্ময়ে হাঁ হয়ে থাকল কিছু সময় অ্যাচেনসন। আর যাই হোক, এত হুমকি শুনতে হবে ভুলেও আশঙ্কা করেনি। মুখ খুললেও গলায় স্বর

ফুটল না তার, মতামতের আশায় হেনরির দিকে তাকাল। 'ঠিক আছে, অ্যাচেনসন,' বলল হেনরি ফেরগাস। 'বাইরে অপেক্ষা করো তুমি। লেট'স টক।'

তবু দ্বিধা যায় না লোকটার। কয়েকবার চেষ্টা করল কিছু বলার, কিন্তু প্রতিবার ব্যর্থ হলো শেষ পর্যন্ত। আসন ছেড়ে উঠতে রীতিমত সংগ্রাম করতে হলো তাকে নিজের সাথে। লোকটা বেরিয়ে যেতে নড়েচড়ে বসল হেনরি। 'মিস্টার রানা, সোজা কথা সোজাসুজি হয়ে যাওয়াই ভাল। এদিকে বড় মাইনিং প্রজেক্ট অপারেট করার মত বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন ব্যবস্থা নেই। সলোমন'স জাজমেন্টে সীসার খনি আছে। আগে ছিল, অনেক বছর আগে বড় এক ভূমিকম্পে বুজে গেছে সব। আমি সেগুলো পুনরুদ্ধার করতে যাচ্ছি। সমস্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, যেমন বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে খনিতে। তা করতে গেলে পাওয়ার প্রজেক্টও চাই আমার, এবং সে জন্যে প্রথমে চাই ড্যাম। ড্যামের কাজ চলছে আপনি জানেন। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গত বছর রাস্তা ধসে না পড়লে···সে যাক। এখন দুটো পথ আছে আপনার সামনে। কিংডমের নতুন দাম ধার্য করেছি আমি ষাট হাজার ইউএস ডলার।

'আমি বিশেষ সাধাসাধি করতে যাব না আপনাকে। কারণ আপনি নিশ্চই জানেন, আমি যাতে বিনা বাধায় ড্যামের কাজ চালিয়ে যেতে পারি, সে জন্যে প্রভিন্সিয়াল পার্লামেন্টে আগেই আইন পাস হয়েছে। অতএব, হয় আপনি এই মুহূর্তে আমার অফার অ্যাকসেপ্ট করবেন, নয়তো অরবিট্রেশনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। বলুন, কোনটা গ্রহণ করবেন আপনি?'

'অরবিট্রেশন।'

'অনেক বড় ঝুঁকি নিচ্ছেন কিন্তু।'

'নিচ্ছি। কারণ তা না হলে কোন ভাল কাজ হয় না।'

ঝুঁকে এল হেনরি ফেরগাস। 'ভাল কাজ?'

'আপনার পাওয়ার প্রজেক্ট থেকে আমার অয়েল প্রজেক্ট অনেক অনেক মূল্যবান। আমি যদি ড্যামের কাজ শেষ হওয়ার আগেই প্রমাণ করতে পারি কিংডমে তেল আছে প্রভিন্সিয়াল পার্লামেন্টের আইন···'

'পারবেন না প্রমাণ করতে। কারণ তিন মাসের মধ্যে কিংডমকে লেক বানিয়ে ফেলব আমি।'

হাসল মাসুদ রানা। 'আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম।' এর মধ্যেই তা প্রমাণ করব আমি।

'সে ক্ষেত্রে আপনাকে নতুন ড্রিলিং রিগ পাহাড়ে তুলতে হবে,' পলকের জন্যে অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে দেখা গেল হেনরি ফেরগাসকে। 'কি ভাবে তুলবেন? হয়েস্টের আশা বাদ দিয়ে আর কোন উপায় খুঁজে বের করতে হবে তাহলে। কামন, মাসুদ রানা, অহেতুক কোর্টে দৌড়াদৌড়ি···'

'আমি যাব না কোর্টে। আপনিও মনে হয় তেমন কিছু চাইবেন না, কারণ সেক্ষেত্রে স্বভাবতই বয় ব্লাডেনের গতবারের সার্ভের রেজাল্টে পিটার যে ওস্তাদী করেছে, তা ফাঁস হয়ে যাবে।' লোকে বুঝে যাবে, আপনারই পরামর্শে কুকর্মটা করেছে সে।

'ভেবে দেখুন।' রাগল তো না-ই, বরং রানাকে অবাক করে দিয়ে হেসে উঠল হেনরি ফেরগাস। 'ষাট হাজার আপনার মত ইয়াং ম্যানের জন্যে অনেক টাকা। কয়েকদিন পর আবার যোগাযোগ করব আমি। সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে মনে রাখবেন, আলবেরি সাউলের যা রেকর্ড, ক্রিমিনাল কোর্টে দাঁড়াতেই পারবেন না আপনি।'

আসন ছাড়ল লোকটা। 'চলি। দেখা হবে আবার।'

দশ মিনিটও হয়নি রুমে ফিরেছে মাসুদ রানা, নক হলো দরজায়। পরমুহূর্তে ভেতরে ঢুকল মিস রুথ গ্যারেট। দ্রুত, ছোট ছোট পদক্ষেপে

ওর সামনে এসে দাঁড়াল বৃদ্ধা. চেহারা দেখে মনে হলো নির্ঘাত ভূতের তাড়া খেয়েছে।

'মিস গ্যারেট! কি ব্যাপার...'

'সর্বনাশ হয়ে গেছে আমাদের, মিস্টার রানা,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মহিলা। 'জিন...জিন চলে গেছে!'

চমকে উঠল মাসুদ রানা। 'কি বললেন?'

'জিন চলে গেছে,' এগিয়ে এসে ওর হাত চেপে ধরল বৃদ্ধা। 'কিছুতেই ঠেকাতে পারলাম না, আমাদের কথা শুনলই না। ওদিকে সারা কেঁদেকেটে অস্থির।'

'কোথায় গেছে জিন?' বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটেনি ওর।

'বলে গেছে ভ্যানকুভার যাচ্ছে। ঘণ্টাখানেক আগে ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ানের লরিতে করে চলে গেল মেয়েটা,' বলতে বলতে কেঁদে উঠল মিস গ্যারেট।

'আপনি বসুন। খুলে বলুন। কিছুই তো বুঝলাম না।'

চেয়ারটায় বসল বৃদ্ধা, চোখ মুছল। 'আজ আপনাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে কোন?'

'ঝগড়া?' অবাক হলো ও। 'না তো! ও বলেছে কিছু?'

'না। সকালে আপনার সাথে কি নাকি জরুরী কথা আছে বলে বেরিয়েছিল বাসা থেকে। এক ঘণ্টা পর ফিরল গম্ভীর মুখে, ঘরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা,' ডুকরে কেঁদে উঠল মিস গ্যারেট। 'দুপুরে কিচ্ছু মুখে দেয়নি মেয়েটা। সারাদিন ঘরে বসে কেঁদেছে। সারা বলল নিশ্চই ঝগড়া বেধেছে আপনাদের মধ্যে। দুপুরের পর ঘণ্টাখানেকের জন্যে বেরিয়েছিল আবার জিন, এখন বুঝতে পারছি ম্যাক্সের সাথে কথা বলতেই এসেছিল। জিন ছিচকাঁদুনে ধরনের মেয়ে নয়, হঠাৎ কেন যে...'

'কেন যাচ্ছে কিছুই বলে যায়নি, জিন?'

মাথা দোলাল মিস গ্যারেট। 'না। তবে কাল সন্ধের পর যখন এখান থেকে বাসায় ফিরেছে, দেখে মনে হয়েছে হয়তো কোন বিপদ-আপদের আশঙ্কা করছে।' মুখ তুলে রানাকে দেখল খানিক বৃদ্ধা। 'ও আপনাকে... মনে হয় ভালবেসে ফেলেছিল। মনে হয় আপনার অমঙ্গল আশঙ্কা করছিল জিন।'

'কি করে বুঝলেন?' অন্যমনস্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করল রানা।

'বুড়ো হলেও আমি মেয়ে। বুঝি।' একটু চুপ করে কি যেন ভাবল সে। 'আমাদের এই বয়সটা বড় ভয়ঙ্কর। একাকীত্বের যন্ত্রণা যে কী ভীষণ যন্ত্রণা, আপনি বুঝবেন না, মিস্টার রানা। জিন আমাদের অনাত্মীয় হলেও মেয়ের মত ছিল। ঘরটা খাঁ-খাঁ করছে ও চলে যাওয়ায়। আর কোনদিন ফিরবে কি না কে জানে!' চোখ মুছল বৃদ্ধা।

'ঠিকানা রেখে গেছে, জিন?'

মাথা দোলাল মিস গ্যারেট। 'হ্যাঁ।' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল হঠাৎ কি ভেবে। 'আপনি যাবেন ওকে আনতে?'

'না, মিস গ্যারেট। যে কাজে হাত দিয়েছি, তা শেষ না করে কোথাও যাব না আমি।'

'সারা তাহলে ঠিকই বলেছে,' অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলে উঠল বৃদ্ধা। 'ঠিকই ঝগড়া করেছেন আজ আপনারা। কিন্তু সেই রাগে যদি...'

'রাগ না,' বাধা দিল রানা। 'এটা কমন সেন্সের ব্যাপার। আমার মন বলছে জিন নিজেই একদিন ফিরে আসবে। ও আমাকে যা করতে অনুরোধ জানিয়েছিল, আমি তাই করতে যাচ্ছি, কাজেই বেশিদিন দূরে সরে থাকতে পারবে না জিন। অবশ্যই ফিরে আসবে ও।'

বৃদ্ধাকে আশ্বস্ত করে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এল রানা। জানালায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। কালো রঙের এক ফোর্ড জীপ দেখতে পেল ও, পিটারের বাঙ্কহাউসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওটার পাশে দাঁড়িয়ে পিটার ট্রিভেডিয়ানকে কি যেন বলছে

হেনরি ফেরগাস। অ্যাচেনসনও আছে ওখানে। মিনিট পাঁচেক কথা বলল হেনরি একাই, তারপর চড়ে বসল জীপে। অ্যাচেনসনও উঠল। লেকের দিকে রওনা হয়ে গেল জীপ, ফিরে যাচ্ছে ওরা।

পিছনে পায়ের শব্দে পেয়ে ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। বৃদ্ধ ম্যাক দাঁড়িয়েছে এসে দরজায়। চেহারা গম্ভীর। 'দুঃখিত, মিস্টার। আপনাকে আর থাকতে দেয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এখনই চলে যেতে হবে এখান থেকে।'

রাস্তার দিকে ফিরল ও। সরাসরি এই রুমের দিকে তাকিয়ে আছে পিটার ট্রিভেডিয়ান। রানার সাথে চোখাচোখি হতে কাঁধের ওপর বসানো চাঁদের মত গোল মুখে বাঁকা হাসি ফুটল তার। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাঙ্কহাউসের দিকে পা বাড়াল সে।

ম্যাককে কিছু বলল না মাসুদ রানা। ব্যাগ গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে যাবে কীথলি ক্রীকের শেষ বাস, ওটা মিস্ করলে চলবে না রানার।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)